NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

৩ ‘শিল্প তাড়িয়ে, ঋণে ডুবে, দুর্নীতিকে ঢাকতেই নাটক’

‘খসড়া তালিকায় বিভ্রান্তি, চূড়ান্ত রায় এখনও বাকি’: অভিষেক ৩

কলকাতা ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ ২ পৌষ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ১৮৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.12.2025, Vol.19, Issue No. 184, 8 Pages, Price 3.00

সুপ্রিমে আর নয় অভয়া মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর নিয়ে দায়ের করা স্বতঃপ্রণোদিত মামলা ছাড়ল সুপ্রিম কোর্ট। এবার থেকে এই মামলার শুনানি হবে কলকাতা হাইকোর্টে এমনটাই নির্দেশ শীর্ষ আদালতের। শুধু তাই নয়, অভয়ার বাবা-মাকেও আরজি কর মামলার স্টেটাস রিপোর্ট দিতে হবে বলেও বুধবার নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত।

বুধবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়। শুনানিতে আরজি কর মামলা কলকাতা হাইকোর্টে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। একইসঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয় যে মামলার কাগজপত্র হাইকোর্টে পাঠানোর। তবে হাইকোর্টের কোন বেঞ্চে বা কবেই বা এই মামলার শুনানি তা এখনও জানা যায়নি।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ৯ অগস্ট আরজি কর হাসপাতাল থেকে জুনিয়র চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। তদন্তে নেমে সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। যদিও এর মধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের হয়। এবং আলাদাভাবে ঘটনার গুরুত্ব বুঝে সুপ্রিম কোর্টও স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করে। বেশ কয়েকদফায় এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়। তদন্তের অগ্রগতি জানিয়ে সিবিআইকে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ হয়। শুধু তাই নয়, চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট নিয়মনীতি তৈরি করতেও নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। অন্যদিকে, এই ঘটনায় ইতিমধ্যে মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করে আজীবন কারাবাসের নির্দেশ দেয় শিয়ালদহ আদালত। যদিও এর আগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অভয়ার বাবা। সেই সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলছে আদালতে।

ভবানীপুরে জনসংযোগ মুখ্যমন্ত্রীর। বুধবার দুপুরে নিজের কালীঘাটের বাসভবন থেকে বেরিয়ে আচমকাই তিনি নেমে পড়েন এসএসকেএম হাসপাতালের সামনে। ‘মা ক্যান্টিন’-এর কাছে গিয়ে দাঁড়ান মমতা। ক্যান্টিনের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানতে চান, কী খাবার দেওয়া হচ্ছে। উত্তরে ক্যান্টিনের কর্মীরা জানান, প্রতিদিনের মতো ভাত, ডাল, তরকারির সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে একটি করে সিদ্ধ ডিম। ক্যান্টিনের কর্মীরাই মমতাকে অনুরোধ করেন কয়েক জনকে ‘মা ক্যান্টিন’-এর খাবার হাতে তুলে দিতে। তাঁদের অনুরোধ মেনেই মুখ্যমন্ত্রী কয়েক জনের হাতে খাবারের থালা তুলে দেন। পাশাপাশি, খাবারের মান প্রসঙ্গেও জানতে চান।

ধৃত আরও এক, সিটে সদস্য কি বেড়ে আট?

যুবভারতী: শো-কজের জবাব পেশ রাজীবদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: যুবভারতী স্টেডিয়ামে মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় শোকজের জবাব জমা দিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার এবং ক্রীড়া দপ্তরের প্রধান সচিব রাজেশ কুমার সিন্‌হা। বিধাননগর পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমারও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজের জবাব পাঠিয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম কুমার রায়ের নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিটি মঙ্গলবার এই তিন শীর্ষ কর্তাকে শোকজ করেছিল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জবাব জমা দেওয়ার নির্দেশ ছিল। সূত্রের দাবি, সময়সীমার মধ্যেই তদন্ত কমিটির কাছে লিখিত ব্যাখ্যা জমা দিয়েছেন তিনজনই।

যুবভারতীকাণ্ডে অনুসন্ধান কমিটি গড়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কমিটির পরামর্শ মেনে মঙ্গলবারই চার সদস্যের সিট গঠন করেছে রাজ্য পুলিশ। এ বার সেই সিটের সদস্য সংখ্যা চার থেকে বাড়িয়ে আট করার কথা ভাবা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। গত শনিবার ফুটবল তারকা লিয়োনেল মেসির অনুষ্ঠানে কেন বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখবে বিশেষ ওই দল। অন্য দিকে, বুধবার যুবভারতীতে গিয়েছে ফরেনসিক দলও। স্টেডিয়াম ঘুরে পড়ে থাকা জলের বোতল-সহ বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেছে তারা। স্টেডিয়ামের ভাঙা জায়গা এবং একাধিক অংশের ছবি তুলেছেন ফরেনসিক দলের সদস্যেরা। এর পর সব নমুনা খতিয়ে দেখা হবে।

‘৩০০ কোটির জালিয়াতির দায় এড়াতে নাটক’, বোমা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ফুটবল তারকা মেসির অনুষ্ঠানে বিপুল আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে বুধবার উত্তাল হয় সল্টলেক স্টেডিয়াম চত্বর। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা স্টেডিয়ামের বাইরে বিক্ষোভ দেখান এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি তোলেন। একইসঙ্গে রাজ্যের দুই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও সুজিত বসুর অবিলম্বে গ্রেপ্তারির দাবিতে স্লোগানে মুখর হন তাঁরা।

বিক্ষোভস্থল থেকে শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি শাসক দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে নিশানা করে বলেন, ‘ছোটখাটো লোক নয়, আমরা অরূপ

বিশ্বাস ও সুজিত বসুর গ্রেপ্তারি চাই। বাড়ির লোকজনকে বিনা টিকিটে ঢুকিয়ে ছবি তোলা হয়েছে।’ মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর বক্তব্য, ‘তিন দিন কেটে গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী স্টেডিয়াম পরিদর্শনে আসেননি। তাই বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমিই বাস্তব পরিস্থিতি দেখতে এসেছি।’

শুভেন্দু অধিকারী আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যে পদত্যাগ শব্দটাই কার্যত অচল হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, ‘এই শাসনে কেউ অবসর নেয় না, কেউ দায়িত্ব ছাড়ে না। দেহত্যাগ না হলে এখানে পদত্যাগ হয় না।’ প্রশাসনিক কর্তাদের একের পর এক এক্সটেনশনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি সরকারের জবাবদিহি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

যুবভারতী কাণ্ডে রাজ্য সরকারের গঠিত তদন্ত কমিটিকে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দুর বক্তব্য, ‘মুখ্যমন্ত্রীর তৈরি মনগড়া কমিটিকে আমরা মানি না। সেই কারণেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি।’

এসআইআরের দ্বিতীয় পর্বে কী করতে হবে

সোমে বিএলএ বৈঠক মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। এক দিন আগেই প্রকাশিত খসড়া তালিকায় ৫৮ লক্ষের বেশি নাম বাদ পড়েছে, এই অভিযোগ উঠতেই তৎপর তৃণমূল কংগ্রেস। তালিকা প্রকাশের দিনই ভবানীপুরে দলের বুথ লেভেল এজেন্টদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বার কলকাতায় দলের বিএলএ-দের নিয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে চলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ২২ ডিসেম্বর নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে কলকাতার পাশাপাশি হাওড়া ও হুগলি জেলার একাংশের বিএলএ-দের ডাকা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের শুনানি শুরুর ঠিক আগের দিন এই বৈঠক হওয়ায় রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় যাতে কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ না যায়, সে বিষয়ে প্রথম থেকেই দলীয় নেতা-কর্মীদের কড়া বার্তা দিয়ে রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটার তালিকা সংশোধনের এই প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলির বিএলএ-দের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিএলও-দের সঙ্গে তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের তথ্য যাচাই করেন এবং কোনও যোগ্য ভোটারের নাম বাদ না পড়ে, সে দিকে নজর রাখেন।

খসড়া তালিকা প্রকাশের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। কোথাও জীবিত ব্যক্তিকে মৃত দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। হুগলির ডানকুনির একটি পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলরের নামও খসড়া তালিকায় মৃত হিসেবে দেখানো হয়েছে বলে দাবি। এই ঘটনাগুলিকে হাতিয়ার করে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে ঘাসফুল শিবির।

এই পরিস্থিতিতে আগামী ২৩ ডিসেম্বর থেকে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত শুনানি শুরু করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, খসড়া তালিকায় নাম থাকা ব্যক্তিকেও প্রয়োজনে শুনানিতে ডাকা হতে পারে। ফলে চূড়ান্ত তালিকায় যাতে কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ না যায়, সে জন্য আগাম প্রস্তুতি নিতে চাইছে তৃণমূল।

শুনানি শুরুর এক দিন আগেই কলকাতা, হাওড়া ও হুগলির একাংশের বিএলএ-দের নিয়ে বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী। নেতাজি ইনডোরের এই বৈঠক থেকে বৃথস্তরের নেতাদের উদ্দেশে কী নির্দেশ দেন তিনি এবং ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে দল কোন কৌশল নেয়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

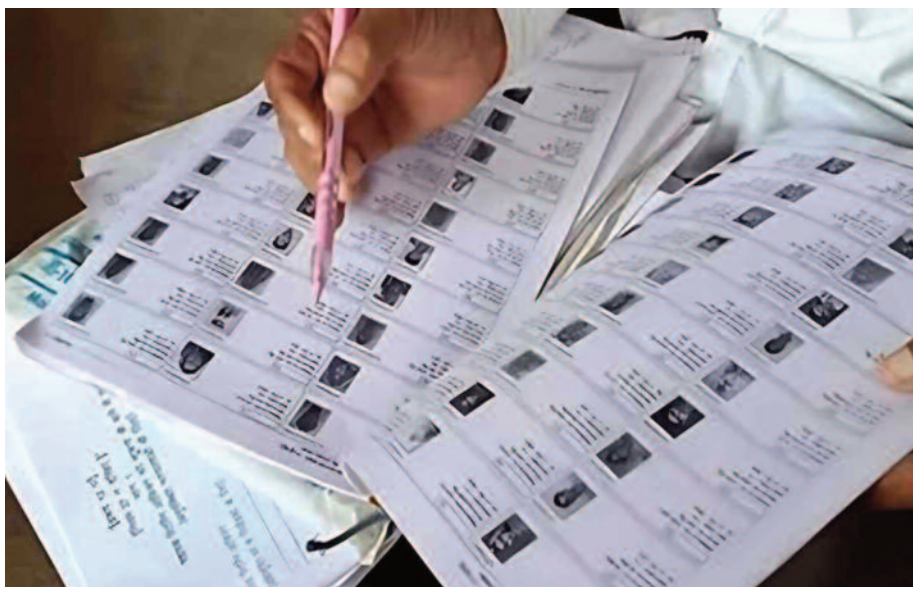

খুচরো ব্যবসার জন্য বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: খুচরো ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়াতে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ট্রেডার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠনের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ব্যবসায়ী সম্মেলনের মঞ্চ থেকে তিনি জানান, ব্যবসায়ীদের সমস্যা দ্রুত মেটাতে এই বোর্ডে থাকবেন ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা ও সরকারি আধিকারিকরা। এক জানালা ব্যবস্থায় অভিযোগ নিষ্পত্তি হবে এবং দূরের জেলার ব্যবসায়ীদের আর কলকাতায় ছুটতে হবে না। জেলা স্তরেই সমাধানের ব্যবস্থা থাকবে বলে আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

ব্যবসায়ীদের আর্থিক সমস্যার দ্রুত সমাধানে সরকারি বরাতের টাকা পেতে দেরির বিষয়েও উদ্যোগের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। এজন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের একটি পোর্টালের উদ্বোধন করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, কাজ শেষ করে নির্ধারিত পোর্টালে তথ্য আপলোড করলেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা পাওয়া যাবে। এতে ব্যবসায়ী ও উৎপাদকদের আর্থিক চাপ কমবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে প্রায় ৬০ থেকে ৬৫ লক্ষ অসংগঠিত ব্যবসায়ী রয়েছেন। পাশাপাশি প্রায় এক কোটি খুচরো ব্যবসায়ী রাজ্যের অর্থনীতিকে সচল রাখছেন। পাড়া-মহল্লার দোকানদারদের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, এই খুচরো ব্যবসায়ীরাই বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড। মানুষের হাতে টাকা থাকলেই অর্থনীতি শক্তিশালী হয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এমএসএমই ক্ষেত্রের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৯৩ লক্ষের বেশি এমএসএমই ইউনিট রয়েছে এবং প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। বড় শিল্পে তুলনামূলক ভাবে কম কর্মসংস্থান হলেও এমএসএমই ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি মানুষের কাজ হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। লেদার, টেক্সটাইল এবং এমএসএমই উৎপাদনে বাংলা দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজ্যগুলির মধ্যে রয়েছে বলেও তাঁর দাবি।

ভাষণে বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান ও শিল্প সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। একাধিক রাজ্য ও দেশের সঙ্গে সীমান্ত থাকায় বাংলার বাজারের পরিসর বড় বলে জানান তিনি। পাশাপাশি দার্জিলিং চা, নকশি কাঁথা, মালদহের আম, শান্তিনিকেতনের চামড়াশিল্প এবং জয়নগরের মোয়ার মতো জিআই পণ্যের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্পের সংখ্যা আরও বহু গুণ বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

এআই ও প্রযুক্তির প্রসঙ্গেও সতর্ক বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাজ যেন না হারায়, সে বিষয়টি দেখতে হবে। সব কাজ এক দিনে সম্ভব নয়, ধাপে ধাপে এগোতে হবে বলেও জানান তিনি। ভাষণের শেষে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার উপর জোর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানসিক শান্তি ছাড়া ব্যবসা এগোয় না।

লাগেজ নিয়ম

■ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব স্পষ্ট করেছেন যে ভারতীয় রেলে বিমানের মতো কোনো নতুন লাগেজ নীতি চালু করা হয়নি। সম্প্রতি জানা গিয়েছিল যে, অতিরিক্ত লাগেজের জন্য নতুন করে জরিমানা নেওয়া হবে, সেগুলো ভুয়ো খবর বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। রেলের লাগেজ সংক্রান্ত নিয়ম বহু বছর ধরেই আছে, নতুন করে কিছু যোগ করা হয়নি বলেও জানান তিনি। লোকসভায় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব লাগেজের সীমা ও ভাড়া নিয়ে নিজের মন্তব্য স্পষ্ট করেছেন।

ঢাকার ভারতীয় ভিসাকেন্দ্র বন্ধ করল নয়াদিল্লি

‘সেভেন সিস্টার্স’ ইস্যুতে নিরাপত্তায় প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর: ‘সেভেন সিস্টার্স’ নিয়ে এনসিপি নেতার হুমকির পর ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বুধবার বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে বার্তা দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। এবার ‘নিরাপত্তার’ কারণ দেখিয়ে ঢাকায় ভারতীয় ভিসাকেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল দিল্লি।

সম্প্রতি জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-র নেতা হাসনাত আবদুল্লার ভারতবিরোধী মন্তব্য করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় ‘সেভেন সিস্টার্স’কে ভারতের মানচিত্র থেকে আলাদা করে দেওয়ার আহ্বান জানান। শুধু তা-ই নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেবে বাংলাদেশ, এমনও বলেন। তার পরেই ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করে ভারত সরকার। এই পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম রিয়াজ হামিদুল্লাকে তলব করল ভারত। এদিন বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কড়া পদক্ষেপ করবে দিল্লি।

বুধবার বাংলাদেশের ‘ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার’ একটি বিবৃতি দিয়েছে। সেখানে বলা

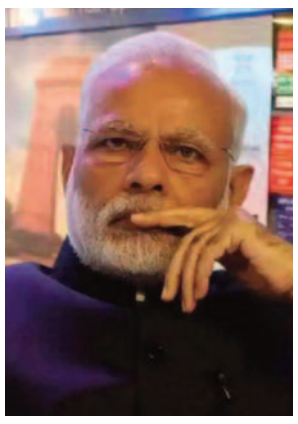

হয়েছে, ‘চলমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি’তে বুধবার দুপুর ২টো থেকে এই ভিসাকেন্দ্রটি বন্ধ থাকবে। কত ক্ষণ বা কত দিন পর্যন্ত এটি বন্ধ থাকবে, তা বলা হয়নি ভারতীয় ভিসাকেন্দ্রের বিবৃতিতে। তবে জানানো হয়েছে, যে ভিসা আবেদনকারী বুধবারের জন্য ‘স্লট’ বুক করেছিলেন, তাঁদের জন্য নতুন তারিখ এবং সময় নির্ধারণ করা হবে।

এর মধ্যেই ঢাকার ভারতীয় ভিসা আবেদনকেন্দ্রেও বন্ধ করল দিল্লি। এর ফলে দুই দেশের ব্যবসায়ী এবং চিকিৎসার জন্য ভারতে আসা বাংলাদেশি নাগরিকরা বিপাকে পড়বেন।

মেসির ভারত সফরের স্মৃতিচারণায় স্থান হল না যুবভারতীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত সফরের স্মৃতিচারণা থেকে যুবভারতীকে বাদ দিলেন লিওনেল মেসি। ভিডিয়োয় সকলের আগে থাকতে পারত যুবভারতী। সকলের আগে থাকতে পারত যুবভারতীতে মেসিকে নিয়ে ভক্তদের উন্মাদনা। কিন্তু তা হল না। যুবভারতী যে লিওনেল মেসির হৃদয়ে জায়গা করতে পারেনি, তা নিজেই বুঝিয়ে দিলেন তিনি। ভারত সফরের একটি ভিডিয়ো নিজের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন মেসি। সেখানে মুম্বই, হায়দরাবাদ, দিল্লির সব অনুষ্ঠান জায়গা করে নিলেও জায়গা পায়নি শুধুমাত্র যুবভারতী।

কলকাতাতে এসেও অনেক খ্যাতনামীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল মেসির। যুবভারতীতে তাঁর পাশে সর্ব ক্ষণ দেখা গিয়েছিল অরূপ বিশ্বাসকে। তাঁরা মেসির ভিডিয়োয় জায়গা পাননি। তবে রয়েছেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, পার্থ জিন্দলের মতো শিল্পপতিরা। যুবভারতী জায়গা না পেলেও মেসি ভিডিয়োর যে ক্যাপশন দিয়েছেন, সেখানে কলকাতার উল্লেখ রয়েছে। মেসি লিখেছেন, ‘নমস্কার ভারত। দিল্লি, মুম্বই, হায়দরাবাদ ও কলকাতায় গিয়েছি। যে আতিথেয়তা ও ভালবাসা পেয়েছি তার জন্য ধন্যবাদ। আশা করছি, ভারতে ফুটবলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।’ অর্থাৎ, কলকাতা মেসির ক্যাপশন ও ভিডিয়োয় অল্প জায়গা পেলেও যুবভারতী পুরোপুরিই বাদ থেকেছে। এই সফরের মূল আয়োজক শতদ্রু দত্ত গ্রেপ্তার হলেও তাঁর নামও ক্যাপশনে লিখেছেন মেসি।

মেসি যে ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন, সেখানে কলকাতার একটি ঘটনাই শুধু রয়েছে। তা হল তাঁর মূর্তি উন্মোচন। কিন্তু যুবভারতীর অনুষ্ঠানের কোনও ঝলকই দেখানো হয়নি। পুরোটা জুড়ে হায়দরাবাদ, মুম্বই ও দিল্লির অনুষ্ঠান। রয়েছে হায়দরাবাদের মাঠে তেলঙ্গনার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির সঙ্গে তাঁর ফুটবল খেলার ভিডিয়ো। ছোটদের

সঙ্গে তাঁর ফুটবল খেলা, গ্যালারিতে বল পাঠানো, দর্শকদের দিকে হাত নাড়ার ভিডিয়োও রয়েছে। আবার মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে শচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে তাঁর কথা বলার মুহূর্ত জায়গা পেয়েছে ভিডিয়োতে। সেখানেও ছোটদের সঙ্গে খেলা, দর্শকদের মাতানোর মুহূর্ত রয়েছে। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের ছোট ছোট ঘটনাও মেসির ভিডিয়োতে রয়েছে। সব জায়গায় হাসিমুখে দেখা গিয়েছে মেসি, লুইস সুয়ারেজ ও রড্রিগো ডি’পলকে। শুধু মাঠের মুহূর্ত নয়, মাঠের বাইরেও যে যে অনুষ্ঠানে মেসি যোগ দিয়েছিলেন তার মুহূর্তও রয়েছে ভিডিয়োতে। মুম্বইয়ের ব্রেবোর্নে ক্রিকেট ক্লাব অফ ইন্ডিয়ায় ‘প্যাডল কাপ’-এ যোগ দেওয়ার মুহূর্ত বা সেখানে করিনা কপূর খানের সঙ্গে ছবি তোলার মুহূর্তও রয়েছে ভিডিয়োতে।

শুধু ভিডিয়ো দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি মেসি, ভারত ও ভারতবাসীর উদ্দেশে বার্তাও দিয়েছেন। তাঁর ভারত সফরের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন লিয়ো। মেসি বলেছেন, ‘গত কয়েক দিন ধরে যে ভালবাসা পেয়েছি তার জন্য সবার আগে ভারতকে ধন্যবাদ। এক দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা হল। এই সফর খুব অল্প সময়ের ছিল। কিন্তু যে ভালবাসা পেয়েছি তাতে সব ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়েছে।’ ভারত থেকে যে ভালবাসা পেয়েছেন, তা নিয়েই ফিরছেন মেসি। তিনি বলেছেন, ‘জানতাম ভালবাসা পাব, কিন্তু কতটা সেই আন্দাজ ছিল না। সকলে পাগলের মতো ভালবেসেছেন। এই অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরছি। আশা করছি, এক দিন আমরা ভারতে খেলব। তবে খেলতে না পারলেও ভারতে আসবই। সকলকে ধন্যবাদ।’

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৬/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯৮৬ নং এফিডেভিট বলে Bikash Kumar Paul S/o. Kishori Mohan Paul ও Bikash Kr. Pal S/o. K. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯৮৮ নং এফিডেভিট বলে Jaydeb Adak S/o. Krishnamohan Adak ও Joydeb Adak S/o. K. M. Adak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/১২/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২২ নং এফিডেভিট বলে Maidul Rahaman S/o. Sk Manibar Rahaman ও Maidul Rahaman S/o. M. Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/১১/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১১৭৭৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Avijit Bal S/o. Late Phanindra Kishore Bal, R/o. Digsui, Mogra, Hooghly-712148, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Atreyee Bal) জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 677, Dt. 26/04/1995), আমার সঠিক নাম Avijit Bal-এর পরিবর্তে Abhijit Bal লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Avijit Bal ও Abhijit Bal S/o. Late Phanindra Kishore Bal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯৮৭ নং এফিডেভিট বলে Biswajit Pal S/o. Madhusudan Pal ও Bishwajit Pal S/o. M. S. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯৮৪ নং এফিডেভিট বলে Debopriyo Banerjee S/o. Pradip Kumar Banerjee ও Debopryo Banerjee S/o. P. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯৮৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Salim Taj ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dukhit Mia ও D Mia সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৫/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১২১০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sabia Bibi Sekh W/o. Sur Ali Sekh, R/o. হেমতপুর, চম্পাহাটী, সমুদ্রগড়, কুটিরপাড়া, বর্ধমান-৭১৩৫১৯, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Sk. Samim) জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 627, Dt. 13/12/2007), আমার সঠিক নাম Sabia Bibi Sekh-এর পরিবর্তে Firoja Bibi ও আমার স্বামীর সঠিক নাম Sur Ali Sekh-এর পরিবর্তে Sk Surali লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Sabia Bibi Sekh ও Firoja Bibi এবং আমার স্বামী Sur Ali Sekh ও Sk Surali উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১২৮২৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Ripa Halder R/o. সিজা, খামারগাছি, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৫, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 124, Dt. 11/02/2013), আমার স্বামীর/পুত্রের পিতার সঠিক নাম Paritosh Halder-এর পরিবর্তে Poritosh Halder ও আমার পুত্রের সঠিক নাম Nonigopal Halder-এর পরিবর্তে Noni Gopal Halder লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার স্বামী/পুত্রের পিতা Paritosh Halder ও Poritosh Halder এবং আমার পুত্র Nonigopal Halder ও Noni Gopal Halder উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

CHANGE OF NAME

I, Md. Feroz S/o Md. Nizamuddin Residing at 3rd Floor, Flat-E1 of 1152, Jaigirghat Road P.O. & PS Thakurpukur, Kolkata-700063, West Bengal. In my Passport my name has been wrongly written as Mmohammad Feroze in place of Md. Feroz vide Affidavit No. 75014 dated 19.12.2025 at Judicial Magistrate, 1st Class, Alipore, District 24 Parganas (South). My name Mmohammad Feroze and Md. Feroz is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, **Varsha Sharma,** daughter of Surendra Sharma, residing at 147/D/24, Ghusuri Govt. Quarter, Girish Ghosh Road, P.O. Belur Math, P.S. Belur, District Howrah, West Bengal-711202, do hereby declare that my father's name has been wrongly mentioned as Surendra Kumar Surolia and Surendra Kumar Sharma in some of my records. I further declare that Surendra Kumar Surolia, Surendra Kumar Sharma, and Surendra Sharma refer to one and the same person, and his correct and original name is Surendra Sharma. I also declare that my correct date of birth is 14.02.1990, whereas it has been wrongly recorded as 14.02.1991 and 14.02.1989 in some documents. Henceforth, all concerned authorities and persons are requested to treat Surendra Sharma as my father's correct name and 14.02.1990 as my correct date of birth for all purposes. This declaration is made on the basis of an affidavit bearing number 16AC 598521 sworn before the Executive Magistrate, Sadar Howrah.

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of District Judge, Paschim Medinipur.
J. Mise Case No. 36/2024
Asit Pahan........Petitioner

এতদ্বারা সর্বসাধারনেরজ্ঞাতার্থে জানানো যায় যে, আমারনাবালকপুত্র **দ্বীপ পাহান** এর পক্ষে তাহার স্বাভাবিক রক্ষক ও গার্জেন সরুপে দরখাস্তকারী হইয়া নিম্নের (A) তপশীল বর্নিত নাবালকের ভু-সম্পত্তি ১,১৫,৩১৩/-টাকার বিক্রয়ের নিমিত্ত অত্র আদালতে আবেদন করিয়াছে এবং বিক্রয় লব্ধ টাকায় নিম্নের (B) তপশীল বর্নিত ভূ-সম্পত্তি যাহার মূল্য **১,১৭,০০০/- টাকায় নাবালক দ্বীপ পাহানের** নামে সম্পত্তি খরিদ করিবার হুজুরাদালতে আবেদন করিয়াছে। তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

(A) তপশীল সম্পত্তি যাহা বিক্রয় করা হইবে
জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- খড়্গাপুর (লোকাল), মৌজা- শুশুনিয়া, জে.এল. নং- ১৫, খতিয়ান নং – ২১৮,
আর.এস. এবং এল. আর. দাগ নং- ১৬৪, **পরিমান- ০.০২ একর,** আর.এস. এবং এল. আর. দাগ নং-৩৬৬, **পরিমান- ০.০১২৫ একর,** আর.এস. এবং এল.আর.দাগ নং-৩৬৭, **পরিমান-০.০৫৫০ একর,**
মোট-০.০৮৭৫ একর

(B) তপশীল সম্পত্তি যাহা বিক্রয় করা হইবে
জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, খানা- খড়্গাপুর (লোকাল), মৌজা- খালকনা জে.এল. নং- ১১, খতিয়ান নং-৩২১, এল.আর. দাগ নং- ৮০৯, **পরিমান- ০.২৬ একর**

অনুমত্যানুসারে
বিভাস মন্ডল (সেরেস্তাদার)
জেলা জজ আদালত মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১)**শ্রী উজ্জ্বল ঘোষ,** ২)**শ্রীমতী মৌসুমী ঘোষ** স্বামী শ্রী রাজকুমার ঘোষ, ৩)**শ্রীমতী সোমা ঘোষাল,** স্বামী শ্রী শশাঙ্ক ঘোষাল, উভয়ের পিতা ৺কমলাকান্ত ঘোষ, উভয়ের সাকিম ত্যালাণ্ডু, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৫/০৬/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-05088/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী চন্দ্র শেখর ঘোষ,** পিতা ৺রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, সাকিম ত্যালাণ্ডু মোড়লপাড়া, ত্যালাণ্ডু, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ০১/০৮/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-10162/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী মালবিকা ঘোষ** স্বামী শ্রী অশোক কুমার ঘোষ, সাকিম ত্যালাণ্ডু, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮ মহাশয়াকে ০৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত খরিদা সম্পত্তি **শ্রীমতী মালবিকা ঘোষ** নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই বিগত ইং ২৫/০৮/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-11263/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী দুলাল সরেন,** পিতা কৃষ্ণদাস সরেন, সাকিম ত্যালাণ্ডু, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮ মহাশয়কে উক্ত ০৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ত্যালাণ্ডু, ৩ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৬৪ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৯৪০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২০ শতক তন্মধ্যে ০৬ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী দুলাল সরেন,** পিতা কৃষ্ণদাস সরেন, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া নিবাসী লতিকা চক্রবর্তী স্বামী ৺সত্যকিঙ্কর চক্রবর্তী দিগর ব্যক্তিগণ বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত ৩১ নং জে.এল. ভুক্ত সর্ব্বানন্দপুর মৌজাস্থিত এল.আর. ৪০৮ নং খতিয়ান ভুক্ত ১১১৪ ও ১১৪৬ নং দাগের মোট ৮০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিবার নিমিত্ত সুসিদ্ধ চক্রবর্তী পিতা ৺সত্যকিঙ্কর চক্রবর্তী সাকিম ও পোষ্ট কাটোয়া, জেলা পূর্ব বর্ধমান-কে কাটোয়া এ.ডি.এস.আর. অফিসের ৩৬/২০০৬ নম্বর সাধারণ আমমোক্তারনামা দলিলবলে তাঁহাদের পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারনামাবলে সুসিদ্ধ চক্রবর্তী আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বীরভূম জেলার অন্তর্গত সর্ব্বানন্দপুর গ্রাম নিবাসী কাকলী কিস্কু স্বামী রসুন কিস্কু ও বাবলু কিস্কু পিতা রসুন কিস্কু-কে বোলপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসের ২৬২৭/২০০৭ নম্বর কোবালা দলিলমূলে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি/অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে এক মাস মধ্যে বোলপুর বি.এল. & এল.আর. অফিসে বা সংশ্লিষ্ট অফিসে জানাইতে হইবে অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন/রেকর্ড সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন অনুযায়ী হইবে।

Raghunath Dutta
(Advocate), Bolpur Court

এতদ্বারা জানানো যায়, আমি অজয় রায় গত ইং 20.04.2008 তারিখে দলিল নং. 02806/08, এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে জমি খরিদ করিয়াছি। উক্ত জমি প্রভাস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত ইং-26.07.2002 তারিখে আমমোক্তার নং.-IV-44, ডি.এস.আর.-II, হুগলী হইতে ঝুনঝুন কৈরী-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। তপশীল জমির পরিচয় ঃ জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং.-4, এল.আর. খতিয়ান-1650, এল.আর. দাগ- 1326, জমির পরিমান-025 সহস্রাংশ।
উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিনীত
অজয় রায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গাপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency.
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,**
maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওড়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওড়া-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ ই ডিসেম্বর, ২ রা পৌষ। বৃহস্পতিবার। চতুর্দশী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি, অষ্টোত্তরী ও , বিংশোত্তোরী শনি র র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : R নামের মানুষের থেকে উপকৃত হবেন। দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : নামের মানুষের থেকে উপকৃত হবেন । জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : পরিবারের স্বজনদের চক্ষু শূল । সময় নেওয়া ভালো ।অতীব সুখ থাকছে। কথা বলতে আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : অর্থ সম্পর্কীয় শুভ ।বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : ঈশ্বর আপনার পাশে। পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পুলিশ সরে গেলে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা ভয়ে কেউ বাড়ি থেকে বেরবে না: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভিন দেশের স্লোগান 'জয় বাংলা'। বাংলায় এই ধ্বনি তোলা নিয়ে নিয়ে সম্প্রতি আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। মঙ্গলবার সন্ধেয় গারুলিয়ার লেনিন নগরের দলীয় সভা থেকে ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক জগদ্দলের বিধায়ককে নির্দেশ দেন, বুধবার বেলায় অর্জুন সিংয়ের বাড়ির সামনে গিয়ে যেন 'জয় বাংলা' স্লোগান দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ মতোই এদিন জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের নেতৃত্বে দলীয় কর্মীরা জমায়েত হয়ে প্রাক্তন সাংসদের বাড়ি-কাম-অফিস মজদুর ভবনের অদূরে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেন। মজদুর ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে পালটা জয় শ্রীরাম এবং ভারত মাতা কি জয় আওয়াজ তোলেন বিজেপি কর্মীরাও। উভয় পক্ষের স্লোগান পাল্টা স্লোগান ঘিরে তপ্ত হয়ে ওঠে মজদুর ভবন চত্বর। তবে এই মুহূর্তে দলের কাজে প্রাক্তন সাংসদ তথা পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং ভিন রাজ্যে আছেন।

যদিও মঙ্গলবার রাতেই সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, পুলিশ সরে গেলে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা ভয়ে কেউ বাড়ি থেকে বেরোবে না। তাঁর দাবি, 'জয় বাংলা আমাদের দেশের স্লোগান নয়। ওটা বাংলাদেশের স্লোগান। ওদের 'পশ্চিমবাংলার জয়' স্লোগান দিতে বলেছি।' তাঁর সাফ বক্তব্য, ভাটপাড়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে জয় শ্রীরাম স্লোগান শুনতে হয়েছিল। পার্থ ভৌমিক হরিদাস পাল নাকি। পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে পার্টি অফিসের দখল নিতে হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীকে। তৃণমূলের জয় বাংলা স্লোগান নিয়ে এদিন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য সঞ্জয় সিং বলেন, গোটা ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্র জুড়ে তৃণমূল তাদের জননেতা অর্জুন সিংকে ভয় পাচ্ছে। সেই কারণেই ওরা বিক্ষোভ করছে। এদিন তাঁরাও পাল্টা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। তাঁর দাবি, 'জয় বাংলা' বাংলাদেশের স্লোগান। কিন্তু তাদের স্লোগান 'জয় শ্রীরাম' এবং ভারতমাতার জয়। যদিও জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের দাবি, জয় বাংলা পশ্চিমবাংলার স্লোগান। এটা তৃণমূলের স্লোগান। ভবিষ্যতে একটাই স্লোগান থাকবে, সেটা হল 'জয় বাংলা'।

তৃণমূল কাউন্সিলর খুনের তিন অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পানিহাটির তৃণমূল কাউন্সিলর অনুপম দত্ত খুনের মামলায় তিন অভিযুক্তকে বুধবার যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নির্দেশ দিয়েছে ব্যারাকপুর আদালত। সেইসঙ্গে তিন অভিযুক্ত অমিত পন্ডিত, সঞ্জীব পন্ডিত ওরফে বাপি এবং জিয়ারুল মন্ডলকে এক লক্ষ জরিমানা ধার্য করেছে ব্যারাকপুর আদালত। যদিও অভিযুক্তদের দাবি, 'রুলিং পার্টি' তাদেরকে ফাঁসিয়েছে। মৃতের স্ত্রী মীনাক্ষী দত্ত বলেন, তিনি অভিযুক্তদের ফাঁসি চেয়েছিলেন। কিন্তু আদালত অভিযুক্তদের আমৃত্যু কারাদন্ডের নির্দেশ দিয়েছে। আদালতের এই রায়কে তিনি সম্মান জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, এদিন আদালতে অভিযুক্তরা রুলিং পার্টির দিকে আঙুল তুলেছেন।

এপ্রসঙ্গে মীনাক্ষী দত্ত বলেন, রুলিং পার্টির কারা ফাঁসিয়েছে, সেটা ওরা প্রকাশ্যে আনুক। এই মামলার সরকারি আইনজীবী সত্যব্রত দাস বলেন, অনুপম দত্তকে ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা মাফিক খুন করা হয়েছিল। খুনের আগে অভিযুক্তরা একাধিকবার রেইকিও করেছিল। আদালতে তাঁরা ফাঁসির দাবি করেছিলেন। কিন্তু আদালত তিন অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নির্দেশ দিয়েছে। সেইসঙ্গে তিনজনকে এক লক্ষ টাকা করে জরিমানা ধার্য করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ১৩ মার্চ সন্ধেয় বাড়ির অদূরে আগরপাড়া নর্থ স্টেশন রোডে খুব কাছ থেকে তাঁকে গুলি করেছিল এক দুষ্কৃতী। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পানিহাটি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৎকালীন তৃণমূল কাউন্সিলর অনুপম দত্ত ওরফে ধলু। ঘটনার দিন রাতেই পুলিশ অমিত পন্ডিতকে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে পুলিশ সঞ্জীব পন্ডিত ওরফে বাপি এবং হরিনঘটার বাসিন্দা জিয়ারুল মন্ডলকে গ্রেপ্তার করে। যদিও সঞ্জীব পন্ডিত পরে জামিনে ছাড়া পেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, গত ১৫ ডিসেম্বর তিনজনকেই আদালত দোষী সাব্যস্ত করেছিল। সেদিন সঞ্জীব পন্ডিত আদালতে হাজির হয়েছিলেন। বিচারকের নির্দেশের পরেই আদালত থেকে ফের তাঁকে সঞ্জীবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

পার্ক সার্কাস ময়দানেই সার্কাস হবে, নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সার্কাস হবে পার্ক সার্কাস ময়দানেই, বুধবার এমনটাই নির্দেশ হাইকোর্টের। অর্থাত, সার্কাস বন্ধের আর্জি নিয়ে যে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল তাতে পাত্তা দিল না কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথী সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। পাশাপাশি নির্দেশ তিন সপ্তাহের মধ্যে সার্কাস বন্ধ করার স্বপক্ষে হলফনামা জমা দিতে হবে। মামলার পরবর্তী শুনানি হাইকোর্টের শীতকালীন ছুটির পর।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২০১৪ সালে শেষবার সাকার্স বসেছিল পার্ক সার্কাস ময়দানে। এরপর বিভিন্ন কারণে এখানে বন্ধ ছিল সার্কাস। তবে এই সার্কাস বন্ধ রাখার পিছনে মূল কারণ হিসেবে উঠে এসেছিল পরিবেশ দূষণের বিষয়টি। তবে চলতি বছরে পুরসভার থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে সার্কাস শুরু হয়। এরপরই তা বন্ধ করতে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। যুক্তি ছিল পরিবেশ দূষণ হবে। তাছাড়াও এই ময়দানে যাঁরা হাটতে যান, তাঁরা অসুবিধার মুখে পড়বেন।

বুধবার মামলাটি ওঠে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় আদালতে জানান, 'পরিবেশ এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর আগে একই জায়গায় বইমেলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।' তবে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, আমরা এখনই সার্কাস বন্ধ করার পক্ষপাতী নই। তবে পরিবেশের যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে পুরসভাকে। বিচারপতিদের আরও বক্তব্য, পার্ক সার্কাস ময়দানের অন্য অংশে সকালে যাঁরা হাঁটতে যান, তাঁদের জন্য ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে। তাঁদেরও যেন কোনও অসুবিধা না হয়। পাশাপাশি, সার্কাস বন্ধ করার স্বপক্ষে বক্তব্য তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে। এছাড়াও মামলাকারীদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে পুরসভার কোনও বক্তব্য থাকলে সেটাও আদালতকে জানানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উচ্চ আদালত সার্কাস বন্ধের কোনও নির্দেশ না দেওয়ায় তা এখন চলবে।

ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়ায় শুনানির নোটিস পাঠানো শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ায় শুনানি পর্বের জন্য বৃহস্পতিবার থেকেই শুনানির নোটিশ পাঠানো শুরু হবে। নোটিশ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ভোটারদের সাত দিনের সময় দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে আগামী সপ্তাহ থেকেই শুনানি শুরু হতে পারে বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। ৮৫ বছর বা তার বেশি বয়সী ভোটারদের ক্ষেত্রে শুনানির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ওই বয়সের কোনও ভোটার যদি শুনানির আওতায় পড়েন, তাহলে তাঁদের শুনানি কেন্দ্রে আসতে হবে না। সংশ্লিষ্ট ইআরও নিজে বাড়িতে গিয়ে শুনানি করবেন। সেই সময় উপস্থিত থাকবেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইআরও (এএইআরও) এবং সংশ্লিষ্ট বুথের বিএলও।

খসড়া ভোটার তালিকাকে ঘিরে বিতর্কের মধ্যেই সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিমের ছেলের নাম সংক্রান্ত বিতর্ক কমিশন খারিজ করে দিয়েছে। খসড়া তালিকায় ওই নামের ক্ষেত্রে কোনও ভুল নেই। বাংলায় অনুবাদ করে তালিকা দেখার ফলেই বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে বলে মনে করছে কমিশন। খসড়া তালিকা প্রকাশের পর ভুল ধরা পড়তেই কড়া পদক্ষেপ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন। দার্জিলিং-শিলিগুড়ি এলাকায় এক বিএলও কে শোকজ করা হয়েছে। একই সঙ্গে হুগলির চণ্ডীতলা, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি এবং কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের মোট তিন জন বিএলও কেও শোকজ নোটিস পাঠানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই কেন্দ্রগুলির ইআরওদের কাছ থেকেও বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছে কমিশন।

ডানকুনি পুরসভার এক কাউন্সিলরের নাম খসড়া তালিকায় না থাকার ঘটনাতেও সংশ্লিষ্ট বিএলও-কে শোকজ করেছে কমিশন। পাশাপাশি, যিনি ওই এলাকায় বিডিও হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন এবং এএইআরও র ভূমিকা পালন করছেন, তাকেও শোকজ করা হয়েছে। শিলিগুড়িতে মৃত ভোটারের নাম তালিকায় থাকা এবং কোচবিহার দক্ষিণের একটি ঘটনাতেও বিএলও দের বিরুদ্ধে শোকজ জারি হয়েছে। কমিশনের প্রাথমিক মত, এই দুই ক্ষেত্রেই বিএলও-দের তরফে ইচ্ছাকৃত গাফিলতির প্রমাণ মিলেছে।

তবে কমিশন স্পষ্ট করে জানিয়েছে, বিএলও-দের ভুলের কারণে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে বা সমস্যা তৈরি হয়েছে, তাঁদেরও বিধি মেনে ফর্ম ৬ পূরণ করতেই হবে। শুনানি ও যাচাইয়ের পরেই প্রতিটি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

মিলগেটে বজ্রাঘাত, তালাবদ্ধ দরজা, নোটিসে স্তব্ধ বালির মহাদেব জুট মিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার সকালটা শ্রমিকদের কাছে শুরুই হল দুঃসংবাদ দিয়ে। প্রতিদিনের মতোই ভোরে কাজে যোগ দিতে বালির মহাদেব জুট মিলের সামনে হাজির হয়েছিলেন হাজার হাজার কর্মী। কিন্তু মিল প্রাঙ্গণে পা রেখেই যেন মুহূর্তে বদলে গেল সবকিছু। খোলা দরজার বদলে চোখে পড়ল বন্ধ গেট, ঝুলছে তালা। গেটের গায়ে সাঁটানো মিল কর্তৃপক্ষের নোটিস, অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজ বন্ধ।

হঠাৎ এই সিদ্ধান্তে কার্যত হতবাক হয়ে পড়েন শ্রমিকেরা। কারখানার ভিতরে ঢোকার কোনও সুযোগ নেই, কর্তৃপক্ষের তরফে সরাসরি কোনও ব্যাখ্যাও মেলেনি। শুধু নোটিসে জানানো হয়েছে, 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক' জারি করে বালি মহাদেব জুট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড আপাতত সম্পূর্ণভাবে উৎপাদন বন্ধ রাখছে। চোখের সামনে জীবিকার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে গভীর হতাশা ও ক্ষোভ। অনেকেরই প্রশ্ন;হঠাৎ কেন এই কাজ বন্ধ? ভবিষ্যৎ কী? সংসার চলবে কীভাবে? সকাল থেকে মিল গেটের সামনে জটলা বাড়তে থাকে, উদ্বিগ্ন মুখে একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় শ্রমিকদের।

দীর্ঘদিন ধরে চলা শিল্পের এই আকস্মিক স্থবিরতা শুধু মিল চত্বরেই নয়, আশপাশের গোটা এলাকাতেই অনিশ্চয়তার ছায়া ফেলেছে। শ্রমিকদের দাবি, অবিলম্বে স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও সমাধানের পথ না দেখালে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। এর আগেও বহুবার এই জুটমিল বন্ধ হয়, পরবর্তীতে ফের চালু হয়।

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের আলিপুর চিড়িয়াখানায় মৃত্যু রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের। বুধবার সকালে একটি সাব অ্যাডাল্ট রয়্যাল বেঙ্গল বাঘিনীর মৃত্যু হয়। বাঘিনীর এই মৃত্যুতে কলকাতা চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অরণ্য ভবন সূত্রে খবর, ২০২৩ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে নন্দনকাননে জন্মায় এই হলুদ কালো ডোরাকাটা বাঘিনী। আলিপুরে বাঘের প্রজননের জন্য নিয়ে আসা হয় গত বছর আগস্ট মাসে। বয়স হয়েছিল ২ বছর ১০ মাস। আগামী ফেব্রুয়ারি তিন বছর পূর্ণ হত এই বাঘিনী। যৌবনে দোড়গড়ায় থাকা বাঘিনীর মৃত্যু ঘিরে রহস্য তৈরি হয়েছে। ওই বাঘিনী হেমোপ্রোটোজোয়ান প্যারাসাইটে আক্রান্ত ছিল। গত তিন-চারদিন ধরে ভুগছিল সে। আলিপুর পশু হাসপাতালে চিকিৎসাও চলছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। বাঘিনীর দেহের ময়নাতদন্ত হয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে নমুনা ভিসেরা পরীক্ষায় পাঠানো হয়েছে।

সাদামাটা জন্মদিন পালন আইসিএনসিএল ডিরেক্টর সুরেশ শেঠিয়ার। কেবল দুনিয়ায় অন্যতম পথিকৃত তিনি। বুধবার থেকে বিশ্ব বাংলা মিলন মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে কেবল টিভি ফেয়ার। সেখানেই বেলুন উড়িয়ে কেক কেটে জন্মদিন পালন হল তাঁর।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ২ পৌষ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার

‘শিল্প তাড়িয়ে, ঋণে ডুবে, দুর্নীতিকে ঢাকতেই নাটক’

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের আর্থিক বিপর্যয়, শিল্পপলায়ন, প্রশাসনিক অরাজকতা ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির একের পর এক অভিযোগ তুলে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসকে কার্যত কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বুধবার রাজ্য বিজেপি দপ্তরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, রাজ্য আজ সর্বাঙ্গীণ ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শমীক ভট্টাচার্যের অভিযোগ, তত্‌ৃণমূল সরকার ক্ষমতায় এসেছিল প্রায় ৯২ হাজার কোটি টাকার ঋণের বোঝা নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী তখন বলেছিলেন, সিপিএম এমন অবস্থা রেখে গিয়েছে যে কেউ লিজ নিতেও চাইবে না। অথচ তিনিই আশ্বাস দিয়েছিলেন, সরকার দায়িত্ব নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি কী ভাবে বাস্তবায়িত হল, তা প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমন্ত্রী কোনও স্পষ্ট জবাব দিতে পারেননি বলেও দাবি করেন তিনি।

রাজ্য সভাপতি মুখ্যমন্ত্রীর শিল্পনীতি নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করেন। তাঁর কথায়, বারবার বলা হয় বাংলাকে গুজরাত বা মহারাষ্ট্র হতে দেওয়া হবে না। অথচ আজ বাস্তবতা হল, মহারাষ্ট্রে বিদেশি বিনিয়োগ পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি। এই রাজ্য থেকে একের পর এক শিল্প চলে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শিল্প সম্ভাবনা ও বিনিয়োগ পরিস্থিতির বিস্তারিত তথ্য এদিন একটি পুস্তিকার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

শমীক ভট্টাচার্য রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলিও স্মরণ করিয়ে দেন। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, শিল্পের প্রয়োজনে জমি প্রয়োজন হলে তা গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু তার সঙ্গে কৃষকদের আর্থিক অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। তাঁর মতে, উন্নয়নের নামে রাজ্যকে অচল করে দেওয়াই বর্তমান সরকারের প্রকৃত অবদান।

মেসি-কাণ্ড প্রসঙ্গে রাজ্য সভাপতির বক্তব্য ছিল আরও কঠোর। তিনি বলেন, ক্রীড়ামন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন, কিন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা চলছে। তাঁর অভিযোগ, যেসব সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁরা কোনও অপরাধ করেননি। তাঁরা টাকা দিয়ে টিকিট কিনেছিলেন, তাঁরা যোগ্য দর্শক। অনেকেই মাল্টিন্যাশনাল সংস্থায় কর্মরত, উচ্চ শিক্ষিত। অথচ যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি হয়েছে, তার মূল কারিগরদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, ২৫ কোটি টাকা অ্যাডভান্স কে দিল? এই ঘটনায় পুরো দল জড়িত। একজনকে গ্রেপ্তার করে নাটক করা হয়েছে। শমীকের দাবি, পুলিশ প্রশাসন সরাসরি সরকারের নির্দেশে কাজ করছে। ডিজিকে পরিচালনা করে সরকার। মেসিকে ঘিরে রেখেছিলেন তৃণমূলের নেতানেত্রীরাই। বিজেপি সভাপতির মতে, রাজ্যের সামগ্রিক ব্যর্থতা আড়াল করতেই কখনও এসআইআর, কখনও অন্য ইস্যু সামনে আনা হচ্ছে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, বিজেপি কারও দয়ায় টিকে নেই। মানুষের আশীর্বাদেই বিজেপি আজ এই জায়গায়। দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে যত মিথ্যা মামলা দেওয়া হোক বা যত হামলাই হোক, বিজেপির অগ্রযাত্রা থামানো যাবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। তাঁর কথায়, গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার হবেই।

রাজনৈতিক পরিবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, কালীঘাটের মা কালী ফাইল ছেড়ে দিয়েছেন, মেদিনীপুরে জগন্নাথ মন্দির হয়েছে, স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকারের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে। তাঁর দাবি, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেই পশ্চিমবঙ্গে সরকার বদল হবে এবং তৃণমূলের বিসর্জন ঘটবে।

দুর্নীতি পাহাড় ছুঁয়েছে

আদালতের রায়ে সত্যের জয়: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ)র অবৈধ নিয়োগ-কাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্টের কঠোর রায়ের পর রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বস্তরে দুর্নীতি ভয়াবহ ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু রাজ্য সরকারের অনুমোদনে জিটিএর মাধ্যমে ৩১৩ জন ভলান্টিয়ার শিক্ষকের নিয়মিতকরণ প্রক্রিয়াকে বেআইনি ঘোষণা করে বাতিল করেছেন। এই রায়কে ঐতিহাসিক উল্লেখ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন,পশ্চিমবঙ্গের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ জুড়েই দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, জিটিএতে বসে থাকা রাজ্য সরকারের ঘনিষ্ঠ মহলের দুর্নীতির ফল ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। তাঁর কথায়, রাজ্য সরকার এবং জিটিএর ভিতরে থাকা তাদের আশীর্বাদপুষ্ট ব্যক্তিদের দুর্নীতিপূর্ণ কুকর্মের কারণে বারবার বিপাকে পড়ছেন বাংলার সাধারণ মানুষ, এটাই সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক।

শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করে জানান, প্রশাসনিক অনুমোদন ছাড়া এই ধরনের নিয়মিতকরণ সম্ভব নয়। ফলে এই অবৈধ নিয়োগের দায় শুধু জিটিএর ঘাড়ে চাপিয়ে দায়িত্ব এড়াতে পারে না রাজ্য সরকার। তাঁর মতে, এই রায় প্রমাণ করে দিয়েছে কীভাবে আইনকে পাশ কাটিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়েছে। আদালতের সিদ্ধান্তকে ন্যায় ও সত্যের জয় হিসেবে উল্লেখ করে বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘মাননীয় আদালতের এই রায়কে আমি স্বাগত জানাই। এই রায়ের মাধ্যমে সত্যের জয় নিশ্চিত হয়েছে।’

এদিনই এদিনই রাজ্যের শিল্পনীতি, বিনিয়োগ সম্মেলনের বাস্তবতা এবং সরকারের আর্থিক ব্যর্থতা নিয়ে বিস্ফোরক তথ্য সামনে আনলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য বিজেপি দপ্তরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক সক্ষমতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দেন। শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী ক্লান্ত, ভারাক্রান্ত। তাঁর মন-মেজাজ ভালো নেই। এই মানসিক ও প্রশাসনিক অবস্থার প্রতিফলন হিসেবেই নিউটাউনের পরিবর্তে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে দু’দিনের বাণিজ্য সম্মেলন আয়োজন করা হচ্ছে বলে কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর কথায়, নিউটাউনে যেখানে ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্মেলন হত, এবার সেখানে যেতে সাহস হয়নি।

বিরোধী দলনেতা জানান, রাজ্যের শিল্প ও অর্থনৈতিক অবস্থার তথ্যসমৃদ্ধ একটি পুস্তিকা এদিন প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘এই তথ্য আমরা বুথ স্তরে ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেব। মোট ১৭ হাজার সভার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৪ হাজার সভা ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে।’ এই সভাগুলিতে রাজ্যের সার্বিক বেহাল দশার খতিয়ান তুলে ধরা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

বিজিবিএস (বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট) ঘিরে সরকারের দাবি ও বাস্তবতার ফারাক তুলে ধরে শুভেন্দু অধিকারী একের পর এক পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ২০১৫ সালে বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি ছিল ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ১০০ কোটি টাকা। ২০১৬ সালে ৯০টি মউ স্বাক্ষরিত হয়, ঘোষণা হয় ২ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ।

কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক চুক্তির বাস্তব ফল কী, সেই প্রশ্নেই সরব হন বিরোধী দলনেতা। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, এত মউ সই হলেও অধিকাংশই কার্যকর হয়নি। পাশাপাশি তিনি জানান, প্রতিবছর বিজিবিএস আয়োজনেই বিপুল সরকারি অর্থ ব্যয় হয়েছে। ২০১৬ সালে ৩০ কোটি, ২০১৭ সালে ৩৫ কোটি, ২০১৮ সালে ৪০ কোটি, ২০১৯ সালে ৪৫ কোটি, ২০২৩ সালে ৫০ কোটি এবং ২০২৪ সালে ৬৭ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

সব মিলিয়ে চিত্রটি তুলে ধরে শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য, ‘মোট ২০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি এবং প্রায় ৮০০টি মউ চুক্তির কথা বলা হলেও বাস্তবে বিনিয়োগ শূন্য।’ তাঁর দাবি, যেটুকু বিনিয়োগ হয়েছে তা মূলত এমএসএমই সেক্টরে সীমাবদ্ধ। বড় শিল্পে কার্যত কোনও বিনিয়োগ হয়নি।

মেসির অনুষ্ঠানসূচিতে শেষ মুহূর্তে পরিবর্তন জানানো হয়নি: নগরপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: লিওনেল মেসির কলকাতা সফর ঘিরে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল, তা নিয়ে নতুন করে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আনলেন কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ ভার্মা। তাঁর অভিযোগ, মেসির অনুষ্ঠানসূচিতে শেষ মুহূর্তে পরিবর্তন আনা হলেও সে বিষয়ে পুলিশকে কিছুই জানানো হয়নি। কলকাতা পুলিশের সঙ্গে আয়োজক শতদ্রু দত্তের যোগাযোগ নিয়ে সিপি জানান, এক সময় তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছিল। তখন মেসির থাকার কথা ছিল তাজ বেঙ্গল হোটেলে। কিন্তু পরে অনুষ্ঠান ও থাকার জায়গা বদলে যায়। মেসি শেষ পর্যন্ত তাজ বেঙ্গলের বদলে হায়াতে ওঠেন। সেই পরিবর্তনের পর আর আয়োজকদের তরফে পুলিশের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখা হয়নি বলেই দাবি মনোজ ভার্মার। তাঁর কথায়, অনুষ্ঠানসূচির শেষ মুহূর্তের বদল পুলিশকে না জানানোই পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে।

উল্লেখ্য, যুবভারতীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে মেসির ভারত সফরের অন্যতম আয়োজক শতদ্রু দত্তকে শনিবার কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয়। পরদিন বিধাননগর মহকুমা আদালত তাঁকে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়। এর পাশাপাশি আগামী বছরে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন নিয়ে প্রস্তুতি কেমন, এই প্রশ্নের উত্তরে পুলিশ কমিশনার জানান, যুবভারতীর ঘটনার থেকে শিক্ষা নিয়ে অনেক আগেই পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনায় কোনও রকম ফাঁক রাখা হবে না। আয়োজক ও সংশ্লিষ্ট সমস্ত স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। ভবিষ্যতে বড় আন্তর্জাতিক ম্যাচ বা বিশ্বকাপের ক্ষেত্রে খেলোয়াড় ও দর্শকদের আস্থা ফেরানো সম্ভব কি না, এই প্রসঙ্গে সিপি বলেন, কলকাতা পুলিশের পেশাদারিত্ব আগেও বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। আগেও একাধিক বড় অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং আগামী দিনেও আন্তর্জাতিক স্তরের ইভেন্ট নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদী।

দোষীর ঢাল হবে না পদ কিংবা ক্ষমতা, কঠোর বার্তা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনও রকম আপসের রাস্তা নেই, স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে, তার নেপথ্যে যাঁদেরই ভূমিকা থাকুক না কেন, কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। তদন্ত প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই গতি পেয়েছে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক থেকে শুরু করে স্টেডিয়াম পরিচালনাকারী সংস্থা, সবাই এই নজরদারির আওতায়।

অভিষেকের সাফ বার্তা, তালিকায় যদি প্রভাবশালী কোনও আমলা বা শাসকদলের কোনও মন্ত্রীও উঠে আসে, সেক্ষেত্রেও ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করা হবে না। তাঁর কথায়, দায় এড়ানোর সুযোগ নেই, আর ক্ষমতার পদবী কোনওরকম রক্ষাকবচ নয়। একই সঙ্গে রাজনৈতিক পাল্টা আক্রমণেও সরব হন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেসের সংস্কৃতির কথা তুলে ধরে বলেন, জনগণের কাছে জবাবদিহি করা ও প্রয়োজনে মাথা নত করার মানসিকতা তাঁদের রাজনীতির অঙ্গ। সেই তুলনায় বিজেপির অবস্থানকে কাঠগড়ায় তুলে তিনি প্রশ্ন তোলেন তাদের নৈতিকতা ও বিবেক নিয়ে।

কুম্ভমেলা এবং দিল্লির রেল স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, এত বড় মর্মান্তিক ঘটনার পরেও যেভাবে বিজেপি নেতৃত্ব দায় এড়িয়ে গিয়েছে, তা তাদের দ্বিচারিতাই প্রকাশ করে। তাঁর মতে, মানুষের প্রাণের মূল্য রাজনীতির ঊর্ধ্বে;এই বোধটাই আজ প্রশ্নের মুখে।

‘কমিশনের তথ্যেই ভেঙে পড়েছে রোহিঙ্গা-অনুপ্রবেশের গল্প’

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর প্রক্রিয়া ও প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কে স্পষ্ট অবস্থান নিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, যে তালিকা সামনে এসেছে তা চূড়ান্ত নয়, এটি শুধুই একটি খসড়া। আগামী প্রায় দেড় মাস ধরে দাবি ও আপত্তি জানানোর পর্ব চলবে। এই সময়সীমায় তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত বিএলএ-১, বিএলএ-২ এবং বুথস্তরের কর্মীরা মাঠে সক্রিয় থাকবেন।

অভিষেকের বক্তব্য, যেকোনও সারাংশ সংশোধন প্রক্রিয়ায় সাধারণত ২ থেকে আড়াই শতাংশ ভোটারের নাম বাদ পড়া অস্বাভাবিক নয়। ফলে এখনই আতঙ্ক বা রাজনৈতিক অপপ্রচার ছড়ানোর কোনও যুক্তি নেই। প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর।

এরপরই বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণে যান তিনি। তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে ১ থেকে দেড় কোটি ‘রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী’-র ভুয়ো গল্প ছড়িয়েছে বিজেপি, যা নির্বাচন কমিশনের তথ্যেই ভেঙে পড়েছে। যদি সেই দাবি সত্যি হত, তবে কমিশনের উচিত ছিল নামের তালিকা প্রকাশ্যে আনা। আর অনুপ্রবেশ যদি ইস্যুই হয়, তার দায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর;কারণ সীমান্ত রক্ষা ও কেন্দ্রীয় বাহিনী তাঁর অধীনেই।

কাশ্মীরের পাহালগাম থেকে দিল্লি, একাধিক ঘটনার উদাহরণ টেনে অভিষেক প্রশ্ন তোলেন বিজেপির দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে। কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ হলে তার দায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর উপর চাপানো যায় কী ভাবে? দিল্লিতে বিস্ফোরণে মানুষের মৃত্যু হলে তার জবাবদিহি কার? অথচ বাংলাভাষীদের অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দেওয়া, হেনস্থা করা, ভাষাগত পরিচয় অস্বীকার, এই প্রবণতাকেই তিনি ‘লক্ষ্যভিত্তিক নির্যাতন’ বলে আখ্যা দেন।

সোনালি খাতুনের প্রসঙ্গ তুলে ধরে অভিষেক জানান, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বাবা-মায়ের নাম থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপেই তিনি দেশে ফিরতে পেরেছেন। তিনি নিজে দু’দিনের মধ্যেই সোনালি ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন বলেও জানান। একই সঙ্গে বার্তা দেন;যাঁরা এমন হেনস্থার শিকার, তৃণমূল কংগ্রেস তাঁদের পাশে আছে।

ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় একাধিক বিএলওর মৃত্যুর ঘটনাও তুলে ধরেন তিনি। অভিষেকের দাবি, বিএলওরা নির্বাচন কমিশনের অধীন কর্মী। তাঁদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি, অ্যাপ ব্যবহারের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল না। বহু ক্ষেত্রে ২০০২ সালের তালিকা না পেয়ে ইচ্ছামতো ২০০৩ সালের তালিকাকে মানদণ্ড ধরা হয়েছে। তাঁর মতে, এটি স্পষ্টতই নির্বাচন কমিশনের প্রশাসনিক ব্যর্থতা।

সবশেষে কড়া ভাষায় তিনি বলেন, যে ভাবে বাংলা ও বাঙালিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে কলঙ্কিত করা হয়েছে, তার জন্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনাররা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতৃত্বের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত। বাংলার মানুষের কাছে মাথা নত করাই এখন তাঁদের একমাত্র নৈতিক পথ।

সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিকে শূন্যপদ বাড়ানোর উদ্যোগ শিক্ষা দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শূন্যপদ আরও বাড়াতে চায় শিক্ষাদফতর। সেই কারণে রাজ্যের সরকার পোষিত, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক স্কুলগুলিতে আরও শিক্ষক নিয়োগের জন্য ১৩ হাজার ৪২১টি শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুও করে দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, এমনটাই সূত্রে খবর।

এজন্য রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় উচ্চ প্রাথমিকের আওতাধীন ২, ৩৩৮টি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিক স্তরের আওতায় আনতে চলেছে শিক্ষা দপ্তর। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে স্কুলগুলিকে চিহ্নিতও করা হয়েছে। কারণ, এই স্কুলগুলির পঞ্চম শ্রেণিতে শিক্ষক সংখ্যা হাতে গোনা, অপ্রতুল এবং ছাত্রসংখ্যা ২০০-র কম বা ২৫০-র কাছাকাছি। ফলে স্কুলগুলিকে প্রাথমিকের অধীনে নিয়ে এসে প্রায় ১৫০০ নতুন শিক্ষকের শূন্যপদ তৈরি হতে পারে। এর চূড়ান্ত ছাড়পত্রের জন্য বিষয়টি শিক্ষাদফতরে পাঠানো হয়েছে বলেও খবর।

প্রসঙ্গত, শিক্ষার অধিকার আইনে পঞ্চম শ্রেণির প্রাথমিক স্তরেই অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা। কিন্তু বাম আমল থেকে এ রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় পঞ্চম শ্রেণি ছিল মাধ্যমিক স্তরের আওতায়। আলাদা করে উচ্চ প্রাথমিক স্তর তৈরি হওয়ার পর ২০১৯ থেকে ধাপে ধাপে পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিক তালিকায় আনার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে এও খবর, প্রথমে ঠিক হয়েছিল, ছ’টি ক্লাসরুম থাকলেই সেখানে পঞ্চম শ্রেণির পঠনপাঠন চালু করা যাবে। সেই নিয়ম শিথিল করে ঠিক হয়েছে, পাঁচটি ক্লাসরুম থাকলেই সেখানে পঞ্চম শ্রেণির পড়াশোনা করা যাবে। ২০২০ পর্যন্ত ১৭ হাজার ৯৯৬টি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি খোলা হয়। ২০২৪-এ ২৩৯৭টি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি খোলা হয়েছে। এবার আরও ২৩৩৮টি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিকের আওতায় আনা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, মঙ্গলবার শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত ২০২২-এ প্রাথমিক টেট পাস ডিএলএড ঐক্যমঞ্চের চাকরিপ্রার্থীরা অতিরিক্ত ১০ হাজার শূন্যপদ তৈরির দাবিতে মিছিলও করেন। টেট পাস করেও এখনও চাকরি না পাওয়া প্রার্থীদের তরফ থেকে এও জানানো হয়, ‘২০১৮ থেকে নতুন চাকরিপ্রার্থীরা কোনও সুযোগ পায়নি। এত বছর বাদে নিয়োগ হচ্ছে, ফলে চাকরিপ্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি, তুলনায় শূন্যপদ কম।’ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে আইনমাফিক যতটা সম্ভব শূন্যপদ বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। আর এই শূন্যপদ বাড়ানোর অধিকার শিক্ষা দপ্তরের হাতে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ নিজেরা শূন্যপদ বাড়াতে পারে না।

খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হতেই ক্ষোভ-বিভ্রান্তি রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন: খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হতেই রাজ্যজুড়ে উঠেছে বিভ্রান্তি ও ক্ষোভের সুর। একাধিক জায়গায় ‘বৈধ’ ভোটারের নাম গায়েব, কোথাও আবার জীবিতকে দেখানো হয়েছে ‘মৃত’। নির্বাচন কমিশনের খসড়া তালিকা আর মাঠের বাস্তব ছবির এই ফারাককেই বড় ইস্যু করে পুরো সংগঠনকে নড়েচড়ে বসতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২২ ডিসেম্বর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি-সংলগ্ন জেলাগুলির বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ) এবং নির্বাচনী কাজে সরাসরি যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের নিয়ে বড়সড় পর্যালোচনা বৈঠক ডাকেছেন তিনি। শুধু দলের বিএলএ নন, প্রত্যেক বিধানসভার প্রতিটি বুথে যাঁরা ভোটের মাটির কাজ করেন, তাঁদেরও উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। খসড়া তালিকা প্রকাশের পরে যেসব নাম বাদ গিয়েছে, সেগুলি কতটা বৈধ, কতটা অবৈধ, সেই প্রশ্ন নিয়েই মুখ্যমন্ত্রী সেদিন স্পষ্ট বার্তা দেবেন বলে তৃণমূল সূত্রে ইঙ্গিত।

এর আগেই অবশ্য নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরে জরুরি বৈঠকে নেমে পড়েছেন মমতা। খসড়া তালিকা প্রকাশের পরদিনই কালীঘাটে নিজের বাড়িতে ভবানীপুরের সব বিএলএ ও সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের ডেকে বসেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিও। বৈঠকে স্পষ্ট নির্দেশ, ‘বৈধ কোনও ভোটারের নাম বাদ পড়লে চলবে না। বাড়ি বাড়ি গিয়ে যাচাই করুন, একটাও সৎ ভোটার যেন তালিকার বাইরে না-থাকে।’

এসআইআর ঘোষণা হতেই বুথ ধরে ধরে ক্যাম্প শুরু করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু খসড়া তালিকা প্রকাশের পর নির্বাচন কমিশনের হিসাবে যে সংখ্যক নাম বাদ গিয়েছে, তার কী অংশ প্রকৃত মৃত বা সরে যাওয়া ভোটার, আর কত জন আসলে সক্রিয় বৈধ ভোটার, তা নিয়ে বিস্তারিত ‘গ্রাউন্ড অডিটে’র নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বার্তা স্পষ্ট, কাগজে-কলমে নয়, কর্মীদের পায়ের জোরেই সত্যি তথ্য তুলে আনতে হবে।বৈঠকে মমতা বলেন, ‘পাড়ায় পাড়ায় ক্যাম্প করুন, মানুষের পাশে থাকুন। নথি নিয়ে যাঁদের সমস্যা, তাঁদের একা ফেলে রাখবেন না, ‘মে আই হেল্প ইউ’ ক্যাম্পে নিয়ে যান, দরকার হলে নিজে তাঁদের বাড়ি যান।’ প্রশাসনিক ভাষার গাম্ভীর্য ছেড়ে সরাসরি রাজনৈতিক সুরেই তিনি সতর্ক করেছেন, কোথাও যেন বৈধ ভোটারকে ‘অবৈধ’ বা ‘মৃত’ দেখিয়ে ভোটের অধিকার খর্ব না করা হয়। বহুতল আবাসনগুলিতেও বিশেষ নজর রাখতে বলেছেন তিনি, কারণ সেখানেই নীরবে বহু নাম বাদ পড়ে যাওয়ার অভিযোগ অতীতে উঠেছে। বুথে বুথে সরকারি বিএলও ও দলের বিএলএদের মধ্যে সমন্বয় কতটা ছিল, কোথাও ফাঁক থেকে থাকলে কেন থাকল, তা নিয়েও কড়া প্রশ্ন করেন তৃণমূলনেত্রী। দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীরা স্বীকার করেছেন, কেউ কেউ ফর্ম নিলেও হয়তো ভুলবশত তা জমা করেননি বা তথ্য অসম্পূর্ণ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ যায়, প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে খুঁটিয়ে তথ্য নথিবদ্ধ করতে হবে, কোনও ব্যাখ্যা খাড়া করে দায় ঝেড়ে ফেলার সুযোগ নেই।আরও সংবেদনশীল একটি দিককে হাতড়ে দেখতেও বলেছেন মমতা, কোথাও জীবিত ভোটারকে ‘মৃত’ দেখানো হচ্ছে কি না, সেটা বুথ ধরে ধরে পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিতে হবে। কারণ এমন অভিযোগ সামনে এলে তা কেবল প্রশাসনিক ত্রুটি নয়, মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ হিসেবেও রাজনৈতিক ময়দানে ব্যবহার করা হবে, এমন ইঙ্গিতও মিলেছে দলীয় অন্দরে।

পরের ধাপে যাঁদের হিয়ারিংয়ে ডাকা হবে, সেই ভোটারদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যও আলাদা টিম গড়ার কথা বলেছেন তিনি। যেন কেউ একা, অসহায় বা ভীত বোধ না করেন, তা নিশ্চিত করতে ওয়ার্ডভিত্তিক ডকুমেন্টেশন এবং রিপোর্ট তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে আলাদা রিপোর্ট সরাসরি রাজ্য নেতৃত্বের টেবিলে যাবে, এমন বার্তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। বিভিন্ন জেলা থেকে ইতিমধ্যেই খসড়া তালিকা নিয়ে বিভ্রান্তি, ক্ষোভ আর প্রশ্নের খবর ভেসে আসছে। চূড়ান্ত তালিকা এখনও আসেনি, শুনানি ও সংশোধনের পথ খোলা। কিন্তু তার আগেই খসড়া তালিকার ‘কোপে’র রাজনীতি ঘিরে যে ময়দান গরম করতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তার ইঙ্গিত মিলছে তাঁর একের পর এক বৈঠকের সময়সূচি ও সুরে। খসড়া তালিকার অঙ্ক যে শেষ কথা নয়, লড়াই এবার ভোটারদের ‘নাম’ ঘিরেই, এই বার্তা দিয়েই মাঠে নামাচ্ছেন তিনি নিজের সংগঠনকে।

৩১৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাহাড়ের জিটিএ নিয়ন্ত্রিত স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের এবার বড় পদক্ষেপ। বুধবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে শুনানিতে আদালত ৩১৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি এই নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির তদন্ত রাজ্যের গোয়েন্দা দপ্তর অর্থাত সিআইডি চালিয়ে যাবে বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়।

পাহাড়ি অঞ্চলে শিক্ষক নিয়োগে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। যেখানে অভিযোগ ছিল, বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই একতরফা ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রশ্ন উঠেছিল নিয়োগপ্রাপ্তদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও। আর এই অভিযোগের ভিত্তিতে মামলাও দায়ের হয়। এই মামলায় প্রথমে হাইকোর্ট সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ দেয়। পরে রাজ্য সরকার ডিভিশন বেঞ্চে গেলে আদালত সিআইডি তদন্ত বহাল রাখে। মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ালেও পরবর্তীতে ফের কলকাতা হাইকোর্টে ফিরে আসে।

এরপরই বুধবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু শুনানির পর জানান, নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সঙ্গে এও নির্দেশ দেন, অবিলম্বে এই সব শিক্ষকদের বেতন বন্ধ করা উচিত। এরপরই ৩১৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেয় আদালত।

এর আগে এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টও সেই নির্দেশ বহাল রাখে। তবে প্রাথমিকে ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছিল অন্য একটি ডিভিশন বেঞ্চ।

তবে এদিনের এই রায়ে পাহাড়ি অঞ্চলের শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন সংকট তৈরি হতে চলেছে। কারণ, চাকরি বাতিলের ফলে বহু স্কুলে শিক্ষক ঘাটতি দেখা দিতে পারে। শুধু তাই নয় এর ফলে পড়াশোনার মান ও ধারাবাহিকতা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারকে আবারও নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে আদালতের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

যুবভারতী-কাণ্ডে তদন্তের নাটক করে পার পাবে না প্রশাসন

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ঘটনায় মুখ পুড়েছে বাংলার। এর একশো শতাংশ দায় রাজ্য প্রশাসনের। এই ঘটনায় শুধু দেশ নয়, গোটা পৃথিবীর সামনে চরম বেইজ্জত হলায় আমরা। গত কয়েকদিন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে এই খবর ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে। ফলে এই লজ্জা আর লুকোবার কোনও জায়গা নেই। কিন্তু নির্লজ্জ রাজ্য সরকার এখনও একে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এবার শুরু হয়েছে তদন্তের নামে আইওয়াশ। কি রকম তদন্ত? নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য নাকি ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন। তা জানতে পেরেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। সেই খবর ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। আরে যে লোকটার হ্যাংলামির জন্য এতবড় একটা জঘন্য ঘটনা ঘটল তাঁকে কেন ছাড়া হবে? তাঁকে তো অনেক আগেই হেফাজতে নিয়ে জেরা করা উচিত ছিল। সেদিন কেন তিনি সপরিবারে মাঠে নেমে মেসির গায়ে লেগে ছিলেন? কোন আক্কেলে তিনি এ কাজ করলেন? আর এখন এমন ভাব দেখানো হচ্ছে যেন ইস্তফা দিয়ে তিনি বিরাট মহৎ কাজ করে ফেলেছেন! তিনি তো কেবল ক্রীড়া দফতর থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। ভুললে চলবে না, তিনি আরও দু'দুটো দফতরের মন্ত্রী। অতএব তিনি ক্যাবিনেটেই থাকছেন। তাহলে তাঁর অধস্তন কয়েকজন পুলিশ অফিসার কীভাবে তাঁর ভূমিকা নিয়ে তদন্ত করবে? আর করলেও সে তদন্তকে নিরপেক্ষ বলা যাবে? তবু মন্দের ভালো তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। আর একজন বহাল রয়েছেন কীভাবে? খুবই সঙ্গত কারণেই এই ঘটনায় দমকল মন্ত্রীরও গ্রেফতারি চেয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। গোটা ঘটনায় তিনিও যুক্ত। অভিযোগ, হোটেল থেকে স্টেডিয়াম, এই দুই দাপুটে মন্ত্রীই সেদিন মেসির দখল নিয়েছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে ট্যা-ফুঁ করার ক্ষমতা ছিল না ইভেন্ট ম্যানেজারের। তাঁরা অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এই সুযোগে। মেসিকে সামনে রেখে দুই মন্ত্রী নিজেদের প্রচার ও ইমেজ ম্যানেজমেন্টে ব্যস্ত ছিলেন। দর্শকদের তরফ থেকেই সেদিন বারংবার এদের বিরুদ্ধেই আঙুল উঠেছিল। তাই তাঁদের মন্ত্রিসভায় রেখে মাননীয়া যে তদন্তই করুন না কেন, তাকে আর যাই হোক নিরপেক্ষ বলা যাচ্ছে না।

শব্দছক ১৭

রবি দাস

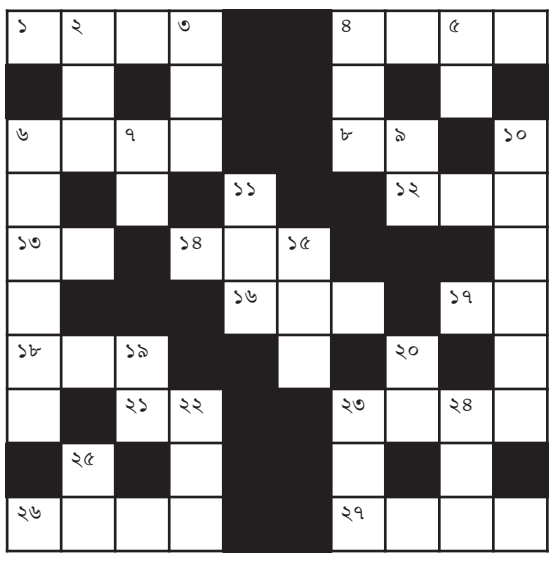

পাশাপাশি: ১. বে-আইনী কাজ ৪. রাতে বিচরণকারী ৬. উত্তলের বিপরীত ৮. বেঁটে ১২. ছোট সুগন্ধী ফুল ১৩. বিগত প্রাণ ১৪. পাঁচিল ১৬. নতুন ধানে উৎসব ১৭. গঙ্গার অষ্টপুত্র ১৮. স্বর্ণ ২১. জল ২৩. প্রয়োজন ২৬. ফুল সাজানোর পাত্র ২৭. কৌশলী চেষ্টা

ওপর-নিচ: ২. পাতা ৩. সাদা ৪. তাক ৫. চাকা ৬. অবিবেচক ৭. নৌকা ৯. ভারতীয় মুদ্রা ১০. অত্যন্ত মনোহারী ১১. পুরাতন ১৫. বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র ১৯. মাখন ২০ শান্ত ২২. রাত্রি ২৩. দর্শনকারী ২৪. দুঃখীত ২৫ ত্রুটি

সমাধান ১৬ — পাশাপাশি: ১. বেত ২. বদনাম ৫. ঢিবি ৭. রগ ৮. নাক ১০. বাদরমা ১২. পাল ১৩. থোতনা ১৪. চালাকি ১৫. পাপ ১৬. নদী ১৭. ছত্রি ১৯. নক্র ২০. থমক ২২. কোলবা ২৩. কান ২৪. বিবরণ ২৭. সীমা ২৯. মদ ৩০. নক্সা ৩১. আনমনা ৩২. ছানা

ওপর-নিচ : ১. বেদনা ৩. দরদ ৪. নাগর ৬. বিশাল ৯. কথোপকথন ১০. বানান ১১. মাচা ১২. পাকিস্তানবাদী ১৮. ত্রিকোণ ২১. কবি ২৩. কানন ২৫. বমন ২৬. রদন ২৮. মার্জনা

আজকের দিন

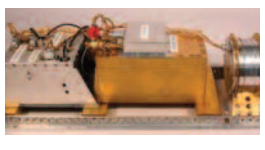

- **১৯৫৮** — বিশ্বের প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ, প্রজেক্ট স্কোর, উৎক্ষেপণ করা হয়।
- **১৯৬১** — ভারত গোয়া, দমন এবং দিউকে একীভূত করে।
- **১৯৭২** — জো বাইডেনের স্ত্রী ও মেয়ে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যান।
- **২০১৯** — ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রতিনিধি পরিষদ কর্তৃক অভিশংসিত করা হয়।

জন্মদিন

- ১৯২০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জ্যোতির্ময় বসুর জন্মদিন।*
- ১৯৩২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রাধারঞ্জন প্রামাণিকের জন্মদিন।*
- ১৯৭১ *বিশিষ্ট সাংবাদিক বরখা দত্তের জন্মদিন।*

বরখা দত্ত

আজ ১৮ই ডিসেম্বর

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস

মোহিত করাতি

যদিও অভিবাসীরা বিশ্ব সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তবুও তারা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। অনেক সময় তারা বৈষম্য, শোষণ, মানব পাচার, অমানবিক শ্রম পরিবেশ এবং ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়। অবৈধ অভিবাসীদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও প্রকট হয়। ভাষাগত সমস্যা, সংস্কৃতিগত পার্থক্য এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তাদের মানসিক ও সামাজিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে।

বিশ্বায়নের এই যুগে মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করছে নানাবিধ প্রয়োজনে;কখনো জীবিকার সন্ধানে, কখনো শিক্ষা গ্রহণের জন্য, আবার কখনো যুদ্ধ, দারিদ্র্য বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাধ্য হয়ে নিজ দেশ ছেড়ে যেতে হচ্ছে। এই অভিবাসীদের অবদান, সংগ্রাম ও অধিকার সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সচেতন করার জন্য প্রতি বছর ১৮ই ডিসেম্বর পালন করা হয় আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস।

অভিবাসনের ধারণা

অভিবাসন বলতে বোঝায় কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিজ দেশ বা বসবাসের স্থান ছেড়ে অন্য দেশ বা অঞ্চলে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করা। অভিবাসন মানবসভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উন্নত জীবনযাত্রা, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা ও শান্তির আশায় মানুষ যুগ যুগ ধরে অভিবাসন করে আসছে।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের ইতিহাস

২০০০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, যেখানে ঘোষণা করা হয় যে প্রতি বছর ১৮ই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস হিসেবে পালিত হবে। এই তারিখটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ১৯৯০ সালের এই দিনে সব অভিবাসী শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশনদ গৃহীত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল অভিবাসী শ্রমিকদের মানবাধিকার নিশ্চিত করা এবং তাদের প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টি করা।

অভিবাসীদের গুরুত্ব ও অবদান

বিশ্ব অর্থনীতিতে অভিবাসীদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ লক্ষ অভিবাসী শ্রমিক উন্নত দেশগুলোর কৃষি, নির্মাণ, স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তি ও গৃহস্থালি খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তারা শুধু কর্মক্ষেত্রেই অবদান রাখে না, বরং নিজ দেশে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে। বাংলাদেশ, ভারত, ফিলিপাইনসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে অভিবাসীদের পাঠানো অর্থ একটি বড় ভূমিকা পালন করে।

অভিবাসীদের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

যদিও অভিবাসীরা বিশ্ব সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তবুও তারা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। অনেক সময় তারা বৈষম্য, শোষণ, মানব পাচার, অমানবিক শ্রম পরিবেশ এবং ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়। অবৈধ অভিবাসীদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও প্রকট হয়। ভাষাগত সমস্যা, সংস্কৃতিগত পার্থক্য এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তাদের মানসিক ও সামাজিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে।

নারী ও শিশু অভিবাসীদের অবস্থা

নারী ও শিশু অভিবাসীরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে। অনেক নারী অভিবাসী গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। শিশু অভিবাসীরা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে শিশুশ্রমে নিযুক্ত হতে বাধ্য হয়। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস এসব ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের তাৎপর্য

এই দিবসের মূল তাৎপর্য হলো অভিবাসীদের মানবিক মর্যাদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া। এটি বিশ্ববাসীকে মনে করিয়ে দেয় যে অভিবাসীরা বোঝা নয়, বরং সমাজ ও অর্থনীতির জন্য একটি সম্পদ। এই দিনে বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সেমিনার, আলোচনা সভা, সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অভিবাসীদের অবদান তুলে ধরে।

আমাদের করণীয়

অভিবাসীদের প্রতি সম্মান ও সহানুভূতিশীল আচরণ গড়ে তোলা আমাদের সকলের দায়িত্ব। সরকারকে উচিত অভিবাসীদের জন্য নিরাপদ ও বৈধ অভিবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, শ্রম অধিকার রক্ষা করা এবং বিদেশে অবস্থানরত নাগরিকদের কূটনৈতিক সহায়তা জোরদার করা। পাশাপাশি সমাজের প্রতিটি স্তরে অভিবাসীদের প্রতি বৈষম্য ও বিদ্বেষ দূর করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি।

উপসংহার

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস আমাদের শেখায় যে অভিবাসন একটি স্বাভাবিক ও মানবিক প্রক্রিয়া। অভিবাসীরা তাদের শ্রম, মেধা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে বিশ্বকে সমৃদ্ধ করে। তাই তাদের অধিকার রক্ষা করা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার সুযোগ দেওয়া মানবতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এই দিবস উপলক্ষে আমাদের অঙ্গীকার হোক;একটি ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্ব গড়ে তোলা, যেখানে প্রতিটি অভিবাসী নিরাপদ ও সম্মানিত জীবন পাবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বিজেপি ভোকাল ফর লোকালকে গুরুত্ব দিক

প্রদীপ মারিক

বলতে দ্বিধা নেই দক্ষিণ ২৪ পরগণা বঙ্গের আঞ্চলিক শাসক দলের শক্ত ঘাঁটি। কিন্তু বর্তমানে তৃণমূল এর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে আছে বঙ্গের অন্যান্য জেলার মত দক্ষিণ ২৪ পরগণার মানুষজন। পরিবর্তন চাইছে এই জেলা। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ২৪ টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে অন্তত দশ-বারোটা পেতে গেলে বিজেপিকে লোকাল ফর ভোকালের ওপর জোর দিতে হবে। কারণ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় এমন ধরণের ফল, শাক সবজি উৎপাদন হয় এবং এমন ধরনের খাদ্য প্রস্তুত হয় যা ভু-ভারতে কোথাও হয় না। সেই জন্যই বিশ্বমার্কেট এর প্রয়োজন এসে পড়েছে। বারুইপুর পূর্ব, বারুইপুর পশ্চিম দুটি বিধানসভা অঞ্চলে পেয়ারা চাষ হয়। আদি গঙ্গা অধ্যুষিত অঞ্চল বলে এই অঞ্চলে পেয়ারা, লিচু আম খুব ভালো হয়। বারুইপুরের পেয়ারার কদর খুব বেশি কলকাতা এবং দূরবর্তী জেলায়। এমনকি এই পেয়ারা বিভিন্য রাজ্যেও চলে যায়। তাই এই পেয়ারার চাই বিশ্ব মার্কেট।

বারুইপুরের পেয়ারা পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিখ্যাত ফল, যা তার স্বাদ ও গুণমানের জন্য পরিচিত। এটি একটি লাভজনক চাষ, যা স্থানীয় হাজার হাজার পরিবারের আয়ের উৎস এবং এর বাণিজ্যিক গুরুত্বও অনেক। বারুইপুরের পেয়ারা তার বিশেষ স্বাদ এবং পুষ্টিগুণের জন্য দেশজুড়ে পরিচিত। বাংলার আপেল নামেও পরিচিত এবং সারা বছর ধরে পাওয়া যায়। পেয়ারা চাষ বারুইপুরের বহু পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস। প্রতি বিঘা জমিতে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব। কেন্দ্র সরকার বারুইপুরের পেয়ারাকে 'জিআই' ট্যাগ দিয়েছে, যা এর বিশেষ ভৌগোলিক পরিচিতি নিশ্চিত করে। এই পেয়ারা এখন সিঙ্গাপুরের মতো বিদেশেও রপ্তানি করা হচ্ছে। চাষিরা পেয়ারা চাষ ও বিপণনে সরকারি সহযোগিতার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। বারুইপুর ব্লকের ১৯টি পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় সব ক'টিতেই কমবেশি পেয়ারা চাষ হয়। আদিগঙ্গার তীরবর্তী পঞ্চায়েতগুলিতে পেয়ারার ফলন বেশি হয়।

বারুইপুরের লকেট বা লোকাট ফল গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি, যা পাকা অবস্থায় উজ্জ্বল হলুদ বা কমলা রঙের হয়। ফলটি মিষ্টি ও হালকা টক স্বাদের এবং ভিটামিন এ, ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। এটি সাধারণত সরাসরি খাওয়া হয় বা জ্যাম, জেলি এবং ডেজার্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। লোকাট গাছ সুনিষ্কাশিত মাটিতে এবং উষ্ণ আবহাওয়ায় ভালোভাবে জন্মায়। এই ফলকে বিশ্ব বাজারে নিয়ে যাওয়া যায়।

শীত মানেই খেঁজুর রস। এই রস শীতের সকালে এক গ্লাস সদ্য গাছ থেকে পেড়ে খাওয়ার মজাই আলাদা। আপামর বাঙালিদের কাছে এই খেঁজুর রসের জুড়ি মেলা ভার। গ্রামের শিউলিরা ওই খেঁজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে বড় কড়াইয়ে ফুটিয়ে বানান গুড়। শীত পড়তেই ভোজনরসিক বাঙালির যেন নতুন করে মনে পড়ে জয়নগরের নাম। জয়নগরের মোয়া খেতে হবে যে! নরম, কিঞ্চিৎ রসসিক্ত এই মোয়াই যেন শীতের অনুভূতিটা আরও বাড়িয়ে দেয়। শীতের কটা দিন জয়নগরের মোয়া খান না এমন বাঙালি বোধহয় অমিল। মোয়ার জন্মদাতা হিসেবে বেশি শোনা যায় বহড়ুর জনৈক যামিনীবুড়োর কথা। নিজের চাষ করা কনকচূড় ধানের খই ও নলেন গুড় দিয়ে মোয়া তৈরি করে তিনি একটি অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেন। সেখানে এসেছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। চৈতন্য মহাপ্রভু মোয়া খেয়ে তৃপ্তি পান। জয়নগরের মোয়ার প্রধান উপাদান কনকচূড় ধানের খই, নলেন গুড় ও গাওয়া ঘি। এছাড়াও ক্ষীর, পেস্তা, কাজুবাদাম, কিসমিস ও পোস্ত ব্যবহার করা হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার কুলপি, কাকদ্বীপ ও নামখানা অঞ্চলের প্রায় চারশো বিঘা জমিতে কনকচূড় ধানের চাষ হয়। নলেন গুড়ের উৎস খেজুর গাছ। শীতকালে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করেন শিউলিরা। সব চেয়ে উৎকৃষ্ট মানের রস পাওয়া যায় জিরেন কাঠ অর্থাৎ যে খেজুর গাছকে কয়েকদিন বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে এমন গাছ থেকে। জিরেন কাঠ থেকে রস সংগ্রহ করে সেই রস ঢিমে আঁচে জ্বাল দিয়ে তৈরী হয় নলেন গুড়। জয়নগরের মোয়া অনেক ধরনের উপাদান যুক্ত করে তৈরি করা হয়। এতে খেঁজুরের গুড়, কনকচুর খই, এলাচি, পেস্তা-কাজু-কিশমিশ ও গাওয়া ঘি মিশানো হয়। এই মিষ্টি শীতকালে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তৈরি করা হয়। সেই সময় জয়নগর ও তার লাগোয়া অঞ্চলের মানুষের জীবিকার একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় মোয়া শিল্প।

২০১৫ সালেই জিআই বা 'জিয়োগ্রাফিকাল ইন্ডিকেশন' তকমা আদায় করে নেয় জয়নগরের মোয়া। কিন্তু, প্রতি বছরই কলকাতা থেকে জেলা, জেলা থেকে রাজ্যে জয়নগরের মোয়া বিক্রি বেড়ে চলেছে। শিয়ালদা-বনগাঁ, শিয়ালদা-হাসনাবাদের মতো ট্রেন লাইনে জয়নগরের নামাঙ্কিত মোয়া বিক্রি হয়। মোয়া ব্যাবসায়ীরা অনেক সমস্যার সম্মুখীন। মূল কারণ, উৎকৃষ্ট পরিমাণ নলেন গুড়ের অভাব। অনেক ক্রেতাই বলেন, আগের মতো স্বাদ-গন্ধ আর মেলে না জয়নগরের মোয়ায়। মোয়া তৈরির ক্ষেত্রে অন্যতম মূল উপাদান হল নলেন গুড়। হাড় ভাঙা পরিশ্রম করেও তেমনভাবে লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছে না গুড় ব্যবসায়ীরা। ফলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর, কুলতলী, বাসন্তী, গোসাবা এলাকার শিউলিরাও এখন অন্য ব্যবসার দিকে ঝুঁকছে। লাভ না থাকার কারণে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছে না আগামী প্রজন্মও। আর এতে দিন দিন দামও বাড়ছে জয়নগরের মোয়ার। অনেকেরই আশঙ্কা এই ভাবে চলতে থাকলে আসল নলেল গুড়ের মোয়া পাওয়া ভবিষ্যতে দুস্কর হয়ে যাবে। কনকচূড় ধানের খইয়ে তৈরি হয় মোয়া। শুধুমাত্র শীতের তিন মাসই পাওয়া যায় জয়নগরের মোয়া।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ফলতায় খাস্তার গজা খুব বিখ্যাত। এক একটা গজা প্রায় তিন ঘন্টা কাঠের আগুনে জ্বাল দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। সমগ্র ভু-ভারতে এমন ভাবে খাস্তার গজা কোথাও প্রস্তুত করা হয় না। এই খাস্তার গজা যাতে জি.আই ট্যাগ পায় তার ব্যাবস্থা করুক রাজ্য বিজেপি নেত্রীবৃন্দ।

পান চাষ প্রধানত হয় দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর, কুল্পী, লক্ষ্মীকান্তাপুর অঞ্চল জুড়ে। পান চাষের সুবিধা হল, বহুবর্ষজীবী হওয়ায় বারবার লাগানোর খরচ নেই। পাঁচ-ছ'দিন অন্তর পান পাতা তুলে বাজারে বিক্রি করা যায় বছরভর। ঠিক যেন পকেটের মানিব্যাগ; যখন দরকার, ঝাড়লেই পয়সা। স্থানীয় মানুষদের বিশ্বাস জমির প্রকৃতি আর পরিবেশ যদি একটু যত্ন নিয়ে ব্যবহার করা যায়, তবে পান গাছ এখানেও ভালই ফলন দিতে পারে। শুধুই আলু-ধানের উপর নির্ভর না থেকে কৃষকরা নতুন পথ খুঁজে পাচ্ছেন।উজ্জ্বল আসের মত একাধিক চাষি বলছেন যদি সরকার বা কৃষি দফতর থেকে আরও টেকনিক্যাল সহায়তা মেলে, তবে এই এলাকায় পান চাষ আরও বড় আকারে করা সম্ভব

মোদির চেষ্টায় আজ ভারতবর্ষ 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান' এর নতুন রূপরেখা তৈরি করেছে। মোদি ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি সৃষ্টি শীল কাজকে কেবল মাত্র সিলমোহর দিতেই প্রস্তুত নয় ডিজিটাল প্লাটফর্মে লোকাল ফর ভোকাল মন্ত্রে আত্মনির্ভর ভারতবর্ষ গড়তে চান। ভারতে জনপ্রিয়তা অর্জনকারী ভোকাল ফর লোকাল আন্দোলন নাগরিক এবং ব্যবসাগুলিকে দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে আমদানির চেয়ে স্থানীয়ভাবে তৈরি পণ্যগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে উৎসাহিত করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জোর দিয়ে বলেছেন যে, 'স্থানীয়দের জন্য কণ্ঠস্বর' প্রচারণা ফলপ্রসূ হচ্ছে কারণ ভারতীয় পণ্য বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে এবং বিশ্বজুড়ে তাদের উপস্থিতি অনুভব করছে। মোদি এও বলেছেন, বিশ্ব কয়েক দশক ধরে ভারতকে তার ব্যাক অফিস হিসেবে দেখত কিন্তু দেশটি এখন বিশ্বের কারখানা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। ভারত এখন কর্মশক্তি নয় বরং একটি 'বিশ্বশক্তি'। ভারত সেমিকন্ডাক্টর এবং বিমানবাহী জাহাজ তৈরি করছে এবং এর সুপারফুড যেমন 'মাখনা' এবং বাজরা, আয়ুষ পণ্য এবং যোগব্যায়াম বিশ্বজুড়ে গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাংলার তাঁত কে বাঁচাতে সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য যে ভাবে উদ্যোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচর করলেন তা এককথায় নজির সৃষ্টি করলো। আসন্ন নির্মলা সীতারামন এর সফরের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন বাংলার তাঁত শিল্পী ব্যাবসায়ীরা। বাংলার তাঁতশিল্প আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। যদি কেন্দ্রীয় উদ্যোগ সত্যিই বাস্তব রূপ পায়, তবে শান্তিপুর,ফুলিয়া শুধু তাঁতির গ্রাম হিসেবেই নয়, বরং ভারতের ঐতিহ্যবাহী হ্যান্ডলুম শিল্পের নতুন পুনর্জন্মের কেন্দ্র হতে পারে। অর্থমন্ত্রীর এই সফর নিয়ে আশায় বুক বাঁধছেন হাজারো তাঁতি পরিবার।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা বাসীরাও উন্মুখ হয়ে আছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য যেন পান, পেয়ারা, লোকেট ফলের সঙ্গে জয়নগরের মোয়া বহুরুর নলের গুড়, ফলতার খাস্তার গজা র মত শিল্প কেও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচর করেন। তাহলেই জয়নগরের মোয়া, বাহুরুর নালেন গুড়, বারুইপুরের পেয়ারা মোদির লোকাল ফর ভোকাল মন্ত্রে সবকা সাথ সবকা বিকাশ তরান্বিত করতে পারবে।

চর্চাবাসর ২

অভিযানে বেড়িয়ে Amerigo Vespucci যে 'নতুন বিশ্ব' আবিষ্কার করেন, সেটাই চিহ্নিত হয় আমেরিকা নামে। জার্মান মানচিত্রবিদ Martin Waldseemuller ওখানকার প্রথম মানচিত্র তৈরি করেন ১৫০৭ সালে।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে গডকড়ির সঙ্গে সাক্ষাৎ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিকাঠামো প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য অবিলম্বে হস্তক্ষেপ চেয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নিতীন জয়রাম গডকড়ির সঙ্গে সাক্ষাৎ। বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার বৈঠকে বেশকিছু দাবির বিষয়ে আলোচনা করেন।

জানা গিয়েছে, নিজের দাবি পত্রে ডঃ সুকান্ত মজুমদার ৫১২ নং জাতীয় সড়ক চওড়া করার জরুরি প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন এবং মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার লক্ষ লক্ষ যাত্রীর জন্য এর কৌশলগত ও উন্নয়নমূলক গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী চার লেনে উন্নীত করার যোগ্য এই প্রকল্পটি জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সমস্যা এবং বেদখলের কারণে উল্লেখ যোগ্যভাবে বিলম্বিত হয়েছে। তিনি চার লেনে চওড়া করার অনুমোদনের পাশাপাশি প্রস্তাবিত ছয় লেনে সম্প্রসারণের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন।

পাশাপাশি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডালখোলা-শিলিগুড়ি করিডোরের বেহাল অবস্থার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বর্তমান অবস্থা বেহাল বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি প্রতিদিনের যাত্রী এবং বাণিজ্যিক পরিবহনকারীদের জন্য বড় ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি করছে, যা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করছে। সেই কারণে রাস্তা মেরামত ও পুনর্গঠনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য অবিলম্বে নির্দেশ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এছাড়াও, ডঃ মজুমদার 'ভারতমালা' প্রকল্পের অধীনে এসএইচ-১৯ (রায়গঞ্জ-বুনিয়াদপুর) এবং এনএইচ-৫১২-এর সাথে জড়িত কৌশলগত সংযোগ প্রকল্পগুলির জরুরি পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করেছেন। তিনি তাঁর লিখিত আবেদন পত্রে উল্লেখ করেছেন, এই সড়ক পথ গুলি আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত এবং হিলি আন্তর্জাতিক স্থল বন্দরের সাথে সংযোগ স্থাপনে তাদের ভূমিকার কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। প্রকল্পগুলির জাতীয় ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে ডঃ মজুমদার উত্তরবঙ্গে উন্নত সংযোগ, বর্ধিত বাণিজ্য এবং উন্নত পরিকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য দ্রুত অনুমোদনের আবেদন জানিয়েছেন। এ বিষয়ে বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার জানান, 'দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা এবং উত্তর দিনাজপুর-সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত, বাণিজ্য ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিকাঠামো প্রকল্প সংক্রান্ত বিষয় মাননীয় কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী গডকড়িরকে অবহিত করেছি।'

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১) কলকাতা
জীবনদীপ বিল্ডিং, ১২তম তল,
১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১

সংশোধনী

এই সংবাদপত্রে ০৫.১২.২০২৫ সংস্করণে প্রকাশিত আমাদের বিজ্ঞাপন ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ **(ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা লি. এবং শ্রী বরুণ রোশন কোহলি) পর্যবেক্ষণ তারিখ অনুষ্ঠিত হবে ১৯.১২.২০২৫।** পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে, অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

বিএলও-কে শারীরিক হেনস্থা, কাঁকসায় অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এক বিএলও-কে শারীরিকভাবে হেনস্থার অভিযোগ উঠলো এলাকারই এক মদ্য যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় কাঁকসার বিরুডিহা গ্রামে। এই বিষয়ে বিএলও দায়িত্বে থাকা বিরুডিহার আইসিডিএস কর্মী মায়া কোনার কাঁকসার বিডিও-র কাছে লিখিত অভিযোগ জানান।

কাঁকসার বিডিও সৌরভ গুপ্তা জানিয়েছেন, আইসিডিএস কর্মী তথা বিএলও মায়া কোনারকে শারীরিকভাবে হেনস্থার বিষয়ে তাঁর কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন ওই বিএলও মায়া কোনার। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এই বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি কাঁকসা থানার পুলিশকে জানিয়েছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে কাঁকসা থানার পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কিত ওই বিএলও। মায়া কোনার জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে তিনি ওই এলাকায় কাজ করছেন,কোনো সমস্যা হয় নি। আগেও বিএলও-র কাজ করেছেন। অনেক রাত পর্যন্ত এলাকায় ঘুরে কাজ করেছেন।কিন্তু কোনো সমস্যা হয় নি। বুধবার তিনি যখন স্কুলে ছিলেন সেই সময় এলাকারই গঙ্গা বাগদি নামের এক যুবক মদ্যপ অবস্থায় তার স্কুলে এসে তাকে হেনস্থা করে। ভোটার তালিকা থেকে তার ও তার স্ত্রীর নাম কেনো কেটে দেওয়া হয়েছে এই বলে অশান্তি শুরু করে। তারপরেই তিনি এই বিষয়ে কাঁকসার বিডিও-কে এবং আইসিডিএস দপ্তরের আধিকারিকদের বিষয়টি জানান। ভয় তেমন না লাগলেও যাতে এই ধরণের ঘটনা অন্য কারোর সাথে না ঘটে তাই বিষয়টি প্রশাসনের কাছে জানিয়েছেন। যাতে প্রশাসন এই বিষয়ে কড়া ব্যবস্থা নেয়।

দল ঘোষণার জন্য জনসভার জায়গা নিয়ে ফাঁপরে হুমায়ুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: ২২ ডিসেম্বর ভরতপুরের সাসপেন্ডেড তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের নতুন দল ঘোষণার কথা। কিন্তু জনসভার জায়গা নিয়ে মহা ফাঁপড়ে পড়েছেন হুমায়ুন। বহরমপুর শহরের টেক্সটাইল কলেজ মোড় ও বিকল্প হিসেবে বহরমপুর স্টেডিয়াম মাঠের অনুমতি চেয়ে প্রশাসনের দ্বারস্ত হয়েছিলেন হুমায়ুন। কিন্তু দুটি জায়গায় একইদিনে জনসভার আবেদন জানিয়ে বুক করে রেখেছে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে ২২ডিসেম্বর সভাস্থল ঠিক করতে কার্যত নাজেহাল হয়ে পড়েছেন তৃণমূলের বিতর্কিত বিধায়ক। যদিও হুমায়ুনের গলার স্বর তাতে এতটুকুও নামেনি। সংবাদ মাধ্যমের সামনে তিনি বলেন, আমি ইচ্ছা করলে ২২ ডিসেম্বর বহরমপুর শহর অবরুদ্ধ করে দিতে পারি। কিন্তু তা করব না। ওইদিন জনসভা করে তৃণমূলের জেলাসভাপতি অপূর্ব সরকারকে দেখিয়ে দেব। সেদিন চার লক্ষ মানুষের জমায়েত করব। তবে ২২ ডিসেম্বর কোথায় সভা হবে এখনও নিশ্চিত করে বলতে পারেননি তিনি। তবে কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে রেজিনগরে প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ সংলগ্ন মাঠে জনসভা হতে চলেছে।

হুমায়ুন কবীরকে কেন্দ্র করেই মুর্শিদাবাদে রাজনৈতিক পারদের ওঠানামা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের অন্দরের কলহের পুরো ফায়দা তুলতে বিরোধীরা কার্যত মাঠে ময়দানে নেমে পড়েছে। ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের শিলান্যাস অনুষ্ঠান থেকে সৌদি আরব থেকে ধর্মগুরু, কিউআরকোড সহ বেশ কয়েকটি বিতর্ক দানা বাঁধলেও হুমায়ুনকে ব্যাকফুটে আনতে পারেনি রাজ্যের শাসক দল। শিলান্যাসের পরের জুম্মা বারের অর্থাৎ শুক্রবারে নামাজে যেভাবে মানুষ অংশ নিয়েছিল তাতে তৃণমূল কংগ্রেসই পিছিয়ে রয়েছে। হুমায়ুনকে দমানো দূরের কথা জন সমর্থন বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে হুমায়ুনের সভা বাঞ্ছালই এখন জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে প্রধান অস্ত্র। অনেক আগেই হুমায়ুন ঘোষণা করেছিলেন, ২২ ডিসেম্বর বহরমপুরে টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে ৫০ হাজার সমর্থক জমায়েত করে নতুন দলের ঘোষনা করবেন। ৬ ডিসেম্বরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে তাঁর সমর্থন দেখে বহরমপুর স্টেডিয়াম মাঠে জনসভার সিদ্ধান্ত নেন। দুটি সভাস্থলের জন্যই প্রশাসনের কাছে আবেদন জানান। কিন্তু জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, দুটি সভাস্থল একই দনে তৃণমূল কংগ্রেস জনসভার জন্য আগাম নিয়ে রেখেছে। ফলে বিবাকে পড়ে হুমায়ুন একবার জেলাশাসক, একবার বহরমপুর থানার আইসি, পুলিশ সুপারের কাছে ছোটাছুটি শুরু করেছেন। বহরমপুর শহর কেন্দ্রিক জায়গা না মিললেও দমে যাননি তৃণমূলের দাপুটে নেতা। মুখে হুঙ্কার দিচ্ছেন, 'সব হবে। আর ওইদিনই হবে। চার লক্ষ মানুষের জমায়েত করে অপূর্ব সরকারকে বুঝিয়ে দেব হুমায়ুনকে আটকানো অত সহজ নয়।'

SBI **এসবিআই হোম লোন সেন্টার হাওড়া (১০২৬৩)**
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইমেল : sbi.10263@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার হাওড়া,** অনুমোদিত কর্মকর্তা, আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৩) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৩ নং বিধির সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নে উল্লিখিত তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন এবং ঋণগ্রহীতাকে অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের ৮ নং বিধির সাথে পঠিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষ করে এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার হাওড়া** উক্ত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের চার্জ দিতে হবে। ঋণগ্রহীতাকে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, যদি সময় থাকে, তাহলে সুরক্ষিত সম্পত্তি উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা এবং লোন এ/সি নং	সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী উজ্জ্বল কুমার মুদি,** বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২, একতলা, ৩০/৩, আব্দুল ফার্স্ট বাই লেন, পো : দানেশ শেখ লেন, হাওড়া -৭১১১০৯, **লোন অ্যাকাউন্ট - ৩৬১৫০৫৮০৩৭৭ (এইচবিএল)**	**(সম্পত্তির বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মোকারারি মৌরাশি বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ২ কাঠা ৭ ছটাক ৫ বর্গফুট তদস্থিত তিন তলা (জি-২) ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩০/৩, আব্দুল ফার্স্ট বাই লেন, থানা : এ জে সি বোস বোটানিক গার্ডেন পূর্বতন শিবপুর পো দানেশ শেখ লেন, জেলা হাওড়া-৭১১১০৯, ওয়ার্ড নং ৪১, হাওড়া পৌর সংস্থা, সিট নং ১০২, জেএল নং ১, এলআর খতিয়ান নং ৩৯৯, এলআর দাগ নং ৮, মৌজা : এবং থানা শিবপুর, জেলা হাওড়া, অন্যানা সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **দক্ষিণে :** মনোরঞ্জন দে এর জমি এবং ভবন। **পূর্বে :** ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **পশ্চিমে :** ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **(ফ্ল্যাটের বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ং সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২ একতলায় পরিমাপ আনুমানিক ৬৯৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ মার্বেল মেঝে, লিফট সুবিধা ব্যতীত , দুই বেড রুম, লিভিং এবং ডাইনিং রুম, দুই টয়লেট, কিচেন এবং বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ সকলের ব্যবহারের স্থানে সকলের পরিষেবা ব্যবস্থা ভোগ দখলের অধিকার সহ হোল্ডিং নং ৩০/৩, আব্দুল ফার্স্ট বাইলেন, থানা এ জে সি বোস বোটানিক গার্ডেন, পূর্বতন শিবপুর, পো দানেশ শেখ লেন, জেলা হাওড়া-৭১১১০৯। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা এবং ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা এবং পরে মনোরঞ্জন দে এর জমি এবং ভবন। **পূর্বে :** খোলা জায়গা এবং ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **পশ্চিমে :** চাতাল, সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট নং ১। **সম্পত্তি শ্রী উজ্জ্বল কুমার মুদি** এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০২০৬৯৪৫-২০১৬ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০২-২০১৬, পৃষ্ঠা ১৮৪১৪৯ থেকে ১৮৪১৭১, অফিস এডিএসআর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	১) ০৭.১০.২০২৫ ২) ১৬.১২.২০২৫ ৩) ১৮,৭৪,৮১৯.০০ টাকা (আঠার লাখ চুয়াত্তর হাজার আটশ উনিশ টাকা) টাকা ০৭.১০.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ
	শ্রীমতি সান্ত্বনা পাল হেমব্রম এবং শ্রী সুশান্ত পাল, নিবাস : ফ্ল্যাট নং ১০১, ২য়তল, ১১/বি, ধারসা মিহিরলাল খান রোড, থানা : জগাছা, ব্রাহ্মণপাড়া, হাওড়া -৭১১১১২। **লোন অ্যাকাউন্ট - ৪১৩১৫৩৭১৩৬১ (এইচবিএল)**	**(ফ্ল্যাটের বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০১, ২য়তলে পরিমাপ আনুমানিক ৯৭০ বর্গফুট, ২৫ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (ঢাকা এরিয়া ৭৭৬ বর্গফুট), উজ্জ্বল টাইলসের মেঝে এবং লিফট সুবিধা উক্ত ভবনে অবস্থিত আরএস দাগ নং ২১৭৭, এলআর দাগ নং ২৪৮৬ এবং আরএস দাগ নং ২১৭৮, এলআর দাগ নং ২৪৮৭ এবং আরএস দাগ নং ২১৭৯,এলআর দাগ নং ২৪৮৫ এবং আরএস দাগ নং ২১৮০, এলআর দাগ নং ২৪৮৮, আরএস খতিয়ান নং ১২৭৬, ১২৭২, ৩৭৬, ১১৭,এলআর খতিয়ান নং ৪৫১৮, জেএল নং ৫, মৌজা ধারসা, বাহ্মণপাড়া, গ্রাম ধারসা, থানা : জগাছা, জেলা হাওড়া, এইচএমসি হোল্ডিং নং ১১/বি, ধারসা মিহিরলাল খান রোড, থানা জগাছা, জেলা হাওড়া, এইচএমসি ওয়ার্ড নং ৪৭ অধীন, ফ্ল্যাট ২ বেড রুম, ২ বাথ রুম, ১ মন্দির এবং হল, কিচেন এবং ব্যালকনি। **ফ্ল্যাট এর চৌহদ্দি : উত্তরে :** অন্যান্যর ফ্ল্যাট। **দক্ষিণে :** ক্লাবের সম্পত্তি। পূর্বে : মিহির লাল খান রোড। **পশ্চিমে :** লিফট, সিঁড়ি এবং অন্যান্যর ফ্ল্যাট। **সম্পত্তি শ্রীমতি সান্ত্বনা পাল হেমব্রম এবং শ্রী সুশান্ত পাল এর নামে** উল্লেখ্য দলিল নং ০৫১৩১৩৮২২-২০২২ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫১৩-২০২২, পৃষ্ঠা ৪১৩৬৮৪ থেকে ৪১৩৭১৪, অফিস ডিএসআর -হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	১) ০৪.১০.২০২৫ ২) ১৬.১২.২০২৫ ৩) ৩০,৬৫,৯৮২.০০ টাকা (তিরিশ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার নশো বিরাশি টাকা) টাকা ০৪.১০.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ

তারিখ - ১৬.১২.২০২৫
স্থান - হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

পরিষেবা দিতে ব্যর্থ পুরুলিয়া পুরবোর্ড

প্রশাসকের দায়িত্বে বসলেন পুরুলিয়া সদর মহকুমাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বেশ কিছুদিন ধরে জল্পনা চলছিল। সেই জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তৃণমূল পরিচালিত পুরুলিয়া পুরবোর্ড ভেঙে দিয়ে পুরুলিয়ার পুরপ্রধান নবেন্দু মাহালিকে সরিয়ে পুরুলিয়া পৌরসভার প্রশাসকের চেয়ারে বসলেন পুরুলিয়া মহকুমা শাসক (সদর) উৎপল কুমার ঘোষ। মঙ্গলবার বিকেলে রাজ্যের নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক বিভাগ থেকে পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার সহ জেলাশাসকের এক নির্দেশিকা পাঠানো হয়। ওই নির্দেশিকার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুরুলিয়া পুরপ্রধানকে অপসারণ করে প্রশাসকের দায়িত্বে বসলেন পুরুলিয়া সদর মহকুমা শাসক উৎপল কুমার ঘোষ। বুধবার পুরুলিয়া পৌরসভার দায়িত্বভার তুলে দিয়ে ফুলের স্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন প্রাক্তন পৌরপ্রধান নবেন্দু মাহালি সহ প্রাক্তন কাউন্সিলার এবং পৌরসভার কর্মীরা। এই নির্দেশিকার প্রতিবাদে কলকাতা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার হুশিয়ারি দিলেন বিরোধী বিজেপি কাউন্সিলাররা। পুরুলিয়া পৌরসভার পৌরবোর্ড ভেঙ্গে প্রশাসক বসানোর নির্দেশিকা জারি করে রাজ্য পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। নতুন করে পৌরবোর্ড গঠন না হওয়া পর্যন্ত পুরুলিয়া সদর মহকুমা শাসক পুরুলিয়া পৌরসভার দায়িত্ব সামলানোর নির্দেশিকা জারি করা হয়। ঘটনার পর বুধবার পুরুলিয়া পৌরসভার প্রশাসকের দায়িত্বভার নিলেন পুরুলিয়া সদর মহকুমা শাসক উৎপল কুমার ঘোষ ।পুরুলিয়া সদর মহকুমা শাসক বলেন, 'রাজ্যের নির্দেশিকার পর পৌরসভার দায়িত্বভার নেওয়া হল।' বিজেপি কাউন্সিলারদের অভিযোগ, অনৈতিক ভাবে পৌর বোর্ড ভাঙ্গা হয়েছে। এতে মানুষের সমস্যার সমাধান হবে না। এবিষয়ে আগামী দিনে কলকাতা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হব। শহরবাসীর অভিযোগ, পৌর পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিল পুরুলিয়া পৌরবাসী। এবার পুরুলিয়া পৌরসভার দায়িত্ব নিলেন মহকুমা শাসক। এবার হয়তো সমস্ত পরিষেবা পাবে পৌরসভা। পুরশহরের আবর্জনা,পাণীয় জল,ও আলো এই তিনটি কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে মহকুমা শাসক উৎপল কুমার ঘোষ জানান। এদিকে বিদায়ী পুরপ্রধান নব্যেন্দু মাহালি জানিয়েছেন, 'দল আমাকে পুরপ্রধান করেছিল। দল যা বলবে সেটা মেনে চলব। আমি দলের অনুগত সৈনিক।'

স্কুলছাত্রীদের সুরক্ষায় কিউআর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: স্কুল থেকে কলেজ, ছাত্রছাত্রীদের যেকোনো সমস্যা সরাসরি জানানোর সুযোগ করে দিতে অভিনব উদ্যোগ নিল বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই। বুধবার সকালে ঝাড়গ্রাম শহরের শহীদ স্মৃতি ভবন, এসএফআই-এর জেলা কেন্দ্রে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে ঝাড়গ্রাম জেলা এসএফআই-র পক্ষ থেকে একটি ক্যুআর কোড ও হেল্প লাইন নম্বর প্রকাশ করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের জেলা সম্পাদক মধুশ্রী মজুমদার জানান, স্কুল ও কলেজের পড়ুয়ারা তাঁদের পড়াশোনা সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যা এই ক্যুআর কোড স্ক্যান করে সংগঠনের কাছে জানাতে পারবেন। শিক্ষক সংকট, ভাতা না পাওয়া, প্রশাসনিক অবহেলা কিংবা পড়ুয়াদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিযোগ, সব বিষয়ই এই মাধ্যমে এসএফআই-র নজরে আসবে বলে তিনি জানান।

পিয়াসাড়া স্টেশনপট্টী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
রেজি. নং.- ৭৪ এইচ.জি., তারিখ- ১৫.০৫.১৯৬১
আয়মাপাহাড়পুর, তারকেশ্বর, হুগলী

পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি তারিখঃ 17/12/2025

এতদ্বারা অত্র সমবায় সমিতির সকল সদস্য/ সদস্যাগণকে জানানো যাইতেছে যে মাননীয় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে (WPA NO 14994 of 2025, Order Dated 12/12/2025) এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন আয়োগের নির্দেশ অনুসারে (Memo No 647-CEC/IV-01/2025 Dated 15/12/2025) শ্রীমতি মৌসুমী চক্রবর্তী, CDO HQ, Hooghly Range এবং রাফসান জানি মোল্লা, CI,Tarakeswar Block (সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার এর আদেশ নম্বর 848, তারিখ 26/07/2024 দ্বারা সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসাবে নিযুক্ত) পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন 2012 অনুসারে উক্ত সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ দ্বারা উক্ত সমবায়ের আসন্ন পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন আগামী 18/01/2026 রবিবার দুপুর 12 টা হইতে বিকাল 3 টা পর্যন্ত আয়মাপাহাড়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক বিশেষ সাধারণ সভায় অনুষ্ঠিত হবে। সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ দ্বারা স্বাক্ষরিত ওই পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচনের নির্ঘন্ট এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য সমিতির সকল সদস্য ও সদস্যাগণকে আহ্বান করা হচ্ছে।

স্বা ঃ
সম্পাদক
পিয়াসাড়া স্টেশনপট্টী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের নির্ঘন্ট (Schedule for B.O.D. Election)

ক্র.নং. (Sl.)	বিষয় (Subject)	তারিখ (Date)	সময় (Time)	স্থান (Place)
১	মনোনয়ন বিলি (Distribution of Nomination)	২৩.১২.২০২৫ ২৪.১২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ২টা পর্যন্ত	পিয়াসাড়া স্টেশনপট্টী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড -এর কার্য্যালয়
২	মনোনয়ন পত্র পেশ (Filling of Nomination Papers)	২৩.১২.২০২৫ ২৪.১২.২০২৫	ঐ	ঐ
৩	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা (Scrutiny of Nomination Papers)	২৬.১২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে	ঐ
৪	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Canditates)	২৬.১২.২০২৫	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পর	ঐ
৫	মনোনয়ন পত্র ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ (Last Date of Withdrawl of Candidate Nomination)	২৭.১২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত	ঐ
৬	প্রত্যাহার শেষে চূড়ান্ত প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Candidates)	২৭.১২.২০২৫	দুপুর ৩টার পর	ঐ
৭	ভোট গ্রহণ (যদি প্রয়োজন হয়) Date, Time & Place) of Poll (If Required)	১৮.০১.২০২৬	দুপুর ১২ টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত	আয়মাপাহাড়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮	ভোট গণনা (Counting of Votes)	১৮.০১.২০২৬	ভোট গ্রহণ শেষে	আয়মাপাহাড়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
৯	ফল ঘোষণা (Declaration of Result)	১৮.০১.২০২৬	ভোট গণনা শেষে	আয়মাপাহাড়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়

WBCS Act এবং **Rules** অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচন হওয়ার যে যোগ্যতা মনোনয়ন পেশ এর জন্য তা থাকতে হবে।
পরিচালকমন্ডলী সংখ্যা ও সংরক্ষন নিম্ন বর্নিত তালিকা অনুযায়ী হইবে ঃ-

পরিচালকমন্ডলী	সংখ্যা
মোট যত জন পরিচালকমন্ডলী নির্বাচিত হবেন তার সংখ্যা	৯(নয়)
যার মধ্যে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত	২(দুই)
তপঃজাতি/ উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত	১(এক)

স্বাঃ **মৌসুমী চক্রবর্ত্তী** সহকারী নির্বাচন আধিকারিক পিয়াসাড়া স্টেশনপট্টী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

স্বাঃ **রাফসান জানি মোল্লা** সহকারী নির্বাচন আধিকারিক পিয়াসাড়া স্টেশনপট্টী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

SBI **হোম লোন সেন্টার দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)**
২য় তল, উইন্ডসোর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কুমড়োখালি, ইএম বাইপাস
কলকাতা - ৭০০১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, ই-মেল - sbi.16286@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম এবং ঠিকানা/ শাখার নাম	সম্পত্তিসমূহ/বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি অনিন্দিতা বোস** পিতা শান্তিময় বোস, **ঠিকানা :** ১৬/২বি ফার্ন রোড, থানা : গড়িয়াহাট, কলকাতা : ৭০০০১৯। **আরও ঠিকানা :** ৩০/১সি, ব্যানার্জি পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, থানা : কসবা, কলকাতা : ৭০০০৩১। **আরও ঠিকানা :** ৭২, কাঁকুলিয়া রোড, কলকাতা : ৭০০০২৯। **শাখার নাম : রুবি পার্ক (০৮৪৩৮), এ/সি নং : ৩০৮৩৭০৮৮০৫১ (এইচবিএল)**	**অংশ ১ (অস্থাবর সম্পত্তির দায়বদ্ধতা)** অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন সমুদয় দায়বদ্ধ সম্পত্তি যেমন : চালু সম্পদ, মজুত, লেনদেনে মজুত, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি এবং স্পেয়ারস এবং সমুদয় চালু সম্পদ এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি কোম্পানির নথিতে উল্লিখিত মতে (তপশিল বি) অনুযায়ী। **অংশ ২ স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমুদয় দোতলা পরিমাপ আনুমানিক ১০৫৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং ৩য়তল সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৮৭ বর্গফুট অংশত ২ তলা এবং অংশত ৩ তলা ভবন প্রেমিসেস নং ৩০/১সি, ব্যানার্জি পাড়া লেন, মৌজা : ঢাকুরিয়া, থানা : কসবা, কলকাতা -৭০০০৩১, ওয়ার্ড নং ৯১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, **নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রেমিসেস নং ৩০/১ ব্যানার্জি পাড়া লেন, পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া ব্যানার্জি পাড়া লেন, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ২৯, ব্যানার্জি পাড়া লেন, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ৩০/১বি,ব্যানার্জি পাড়া লেন। **দলিল বিস্তারিত :** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৮, পৃষ্ঠা ২৮৯১ থেকে ২৯১৫, **দলিল নং ০১৭৯৭ -২০০৯ সালের।** মালিক : **শ্রীমতি অনিন্দিতা বোস,** পিতা শান্তি ময় বোস।	১৭.১১.২০২৫	২৭.১২.২০২৪	**৭,৮৮,৫৯৭.০০ টাকা** (সাত লাখ অষ্টআশি হাজার পাঁচশ সাতানব্বই টাকা) **১৭.১১.২০২৫ অনুযায়ী।** আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণে সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ
২	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি রানু ঘোষ (ঘোষ),** পিতা শ্রী কানাই লাল দত্ত এবং স্বামী প্রয়াত অচিন্ত ভূষণ ঘোষ, **ঠিকানা :** ৩৯, রবীন্দ্র নগর, প্রেমিসেস নং ২৪ রবীন্দ্র নগর পশ্চিম, বাদামতলা, পো : লস্করপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৫৩। **আরও ঠিকানা :** ১/২১/১, পূর্বলোক, পো মুকুন্দপুর, থানা : পূর্ব যাদবপুর, পিন - ৭০০০৯৯। **শাখা নাম : টালিগঞ্জ (০১৭১৯)। এ/সি নং : ৩১৫৪০৮৫৭২৮৭ (এইচবিএল) এ/সি নং : ৪০৮৫৮০৩২১৬৫ (টপ আপ)**	**অংশ ১ (অস্থাবর সম্পত্তির দায়বদ্ধতা)** অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন সমুদয় দায়বদ্ধ সম্পত্তি যেমন : চালু সম্পদ, মজুত, লেনদেনে মজুত, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি এবং স্পেয়ারস এবং সমুদয় চালু সম্পদ এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি কোম্পানির নথিতে উল্লিখিত মতে (তপশিল বি) অনুযায়ী। **অংশ ২ স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট ২য়তলে পশ্চিম অংশে উক্ত জি-৪ তলা ভবনে, পরিমাপ কমবেশি ৫৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , ২ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং রুম, ১ টয়লেট , ১ ব্যালকনি এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ প্রেমিসেস নং ২৪ রবীন্দ্র নগর পশ্চিম, এলওপি নং : ৩৯, থানা : সোনারপুর,বর্তমানে নরেন্দ্রপুর, মৌজা : লস্করপুর, ওয়ার্ড নং ৩০(২৮), রাজপুর সোনারপুর পুরসভা, কলকাতা -৭০০১৫৩। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : এলওপি নং ৩৬২, দক্ষিণে : ১৬ ফুট সাধারণ সড়ক। পূর্বে : পুকুর। পশ্চিমে : এলওপি নং ৩৮। **দলিলের বিস্তারিত :** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১২, পৃষ্ঠা ৪২১৬ থেকে ৪২৩৮, **দলিল নং ০৩৬১৪ -২০১১। মালিক : ১. শ্রীমতি রুনু ঘোষ,** স্বামী প্রয়াত অচিন্ত ঘোষ এর নামে।	০৩.১০.২০২৫	১৪.০৯.২০২৫	**১০,৯৩,৪৬৫.০০ টাকা** (দশ লাখ তিরানব্বই হাজার চারশ পঁয়ষট্টি টাকা) **০৩.১০.২০২৫ অনুযায়ী।** আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ
৩	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী অমল কুমার বোস** পিতা সুধীর কুমার বোস, **ঠিকানা :** ২/২বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং বি২, ২য় তল, ৬৬৮ পূর্বাচল রোড, থানা : কসবা, কলকাতা-৭০০০৭৮। **শাখার নাম : বালিগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন (০৩৯৫১)। এ/সি নং : ৩০৬১১৬৭৮৩০০ (এইচবিএল)**	**অংশ ১ (অস্থাবর সম্পত্তির দায়বদ্ধতা)** অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন সমুদয় দায়বদ্ধ সম্পত্তি যেমন : চালু সম্পদ, মজুত, লেনদেনে মজুত, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি এবং স্পেয়ারস এবং সমুদয় চালু সম্পদ এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি কোম্পানির নথিতে উল্লিখিত মতে (তপশিল বি) অনুযায়ী। **অংশ ২ স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি২, ২য়তলে পরিমাপ ৬৫০ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ২ বেড রুম, ১ টয়লেট, ১ লিভিং ততা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ বারান্দা এবং সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি অবস্থিত মৌজা : কসবা, জেএল নং ১৩, আরএস নং ২৩৩, আরএস দাগ নং ৪১১৯, আরএস খতিয়ান নং ২২৩১, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৬৬৮, পূর্বাচল রোড, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৭৮, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৬ এবং **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে :** উত্তরে : শ্রী চিত্তরঞ্জন ঘোষের জমি এবং প্লট নং ৩ অংশত প্ল্যান। দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া রোড। পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া রোড। পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড। **দলিলের বিস্তারিত : দলিল নং ১২৫৮০-২০০৮,** নথিভুক্ত বুক নং ১। সিডি ভল্যুম নং ৬২, পৃষ্ঠা ৯৫৩৩ থেকে ৯৫৬২, রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ-১, কলকাতা সমীপে। **মালিক : শ্রী অমল কুমার বোস,** পিতা প্রয়াত সুধীর কুমার বোস এর নামে।	১০.১২.২০২৫	২৪.০৫.২০২৪	**৪,৪৯,৪৩০.০০ টাকা** (চার লাখ উনপঞ্চাশ হাজার চারশ তিরিশ টাকা) **১০.১২.২০২৫ অনুযায়ী।** আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ
৪	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী প্রতুল মৃধা,** পিতা প্রয়াত পঞ্চানন মৃধা, **ঠিকানা :** ছোটো মোল্লাখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন - ৭৪৩৩৭৮। **আরও ঠিকানা :** প্রেমিসেস নং ৭৬, বক্সি পলিল (৬৮ সোনালী পার্ক), ৩য় তল (পিছনের অংশে), থানা : রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা-৭০০০৮৪। **শাখার নাম : কালিকাপুর (০৩৯০৭)। এ/সি নং ৩১৫৯৫১৭৪৫৪৭ (এইচবিএল)**	**অংশ ১ (অস্থাবর সম্পত্তির দায়বদ্ধতা)** অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন সমুদয় দায়বদ্ধ সম্পত্তি যেমন : চালু সম্পদ, মজুত, লেনদেনে মজুত, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি এবং স্পেয়ারস এবং সমুদয় চালু সম্পদ এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি কোম্পানির নথিতে উল্লিখিত মতে (তপশিল বি) অনুযায়ী। **অংশ ২ স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট এরিয়া ৪২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক , এক বেড রুম, এক কিচেন তথা ডাইনিং রুম, এক টয়লেট, এক ব্যালকনি অবস্থিত পিছনের অংশে ৩য়তলে, জি-৩ তলা ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি প্রেমিসেস নং ৭৬, বক্সি পল্লি, কলকাতা - ৭০০০৮৪, থানা -রিজেন্ট পার্ক, (বর্তমানে বাঁশদ্রোণী), জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, কলকাতা পৌর সংস্থা, ওয়ার্ড নং ১১২ অধীন। সম্পত্তি মৌজা কামডহরি, জেএল নং ৪৯, সিএস খতিয়ান নং ২৪৫, দাগ নং ৬০, **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : স্কিম প্লট নং ৬৫, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড। পূর্বে : স্কিম প্লট নং ৬৯। পশ্চিমে : অংশ দাগ নং ৬৯। **দলিলের বিস্তারিত :** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ৪৫৬৭ থেকে ৪৫৮৯, দলিল নং ০০২২৮ -২০১১, ডিএসআর -১, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **মালিক : শ্রী প্রতুল মৃধা,** পিতা প্রয়াত পঞ্চানন মৃধা এর নামে।	১০.১২.২০২৫	১৮.০৯.২০২৫	**৩,৩৬,৬০৬.০০ টাকা** (তিন লাখ ছত্রিশ হাজার ছশো ছয় টাকা) **১০.১২.২০২৫ অনুযায়ী।** আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা ব্যক্তিগত এবং কর্পোরেট জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ১৮.১২.২০২৫
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

দুর্গাপুরে ডিভিসি হাসপাতালের শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে ডিভিসি হাসপাতালের শিলান্যাস। ডিভিসি ডিটিপিএস-এর ৮০০ মেগাওয়াটের পঞ্চম ইউনিটের কাজ চলাকালীন বুধবার রাতুরিয়া, অঙ্গতপুর এলাকায় হাসপাতালের শিলান্যাস করলেন ডিভিসি চেয়ারম্যান এস. সুরেশ কুমার। শঙ্খধ্বনি ও চন্দনের টিপ দিয়ে তাঁকে বরণ করে নেন গ্রামবাসীরা।

এলাকাবাসীদের দাবি, দ্রুত প্রকল্পের কাজ শেষ করে কাজের গতি বাড়ানো হোক, যাতে এলাকার উন্নয়ন হয়। প্রসঙ্গত, পাঁচ দিন আগে অর্জুনপুর, তেঁতুলতলা এলাকায় উচ্ছেদে বাধা ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। এদিন চেয়ারম্যান জানান, গ্রামবাসীদের অভ্যর্থনায় তিনি খুশি এবং প্রকল্পের কাজ আরও দ্রুত এগোনো হবে। উচ্ছেদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সংশ্লিষ্ট জমি ডিভিসি-র নিজস্ব এবং বাধার কারণে শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।'

দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর মালদা পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান পদে শপথ বিভূতি ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রায় ২৫ দিন টানাপোড়েনের পর অবশেষে তৃণমূল পরিচালিত পুরাতন মালদা পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নিলেন বিভূতি ঘোষ। এদিন সংশ্লিষ্ট পুরসভার তৃণমূল এবং বিজেপি কাউন্সিলরদের উপস্থিতিতে মালদা সদর মহকুমা শাসক সুমন মজুমদার নতুন চেয়ারম্যান বিভূতি ঘোষকে শপথ বাক্যপাঠ করান। এরপর ফুলের মালা পরিয়ে চেয়ারম্যান বিভূতি ঘোষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন দলের অন্যান্য কাউন্সিলরেরা। একইভাবে এদিন চেয়ারম্যান সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম। যদিও ভাইস চেয়ারম্যানের কোনও রদবদল হয়নি। তবে এদিন পুরসভায় নতুন চেয়ারম্যান হিসাবে বিভূতি ঘোষ শপথ নিতেই অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রাক্তন চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ বলেন, 'জেলা জুড়ে বিগত দিনের লোকসভা নির্বাচনের ফল খারাপ হয়েছিল। বাদ যায়নি ইংরেজবাজার পুরসভা থেকে রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের বিধানসভা কেন্দ্রও। অথচ সে সময় আমাকে বলির পাঁঠা হতে হলো। তবুও আমি দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো আগেই চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরে গিয়েছিলাম। এদিন এই চেয়ারম্যানের শপথ বাক্য অনুষ্ঠানে সমর্থন জানিয়ে নিজে উপস্থিত হয়েছি।'

সংশ্লিষ্ট পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরাতন মালদা পুরসভার মোট আসন সংখ্যা ২০টি। তৃণমূলের দখলে রয়েছে ১৮টি এবং বিজেপির দখলে রয়েছে ২টি। বুধবার দুপুরে পুরাতন মালদা পুরসভায় চেয়ারম্যানের শপথ বাক্য পাঠ অনুষ্ঠানে প্রত্যেক ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উপস্থিত হয়েছিলেন। এছাড়াও ছিলেন মালদা সদর মহকুমা শাসক সুমন মজুমদার নতুন চেয়ারম্যান হলেন ১২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল দলের কাউন্সিলর বিভূতি ঘোষ। প্রাক্তন চেয়ারম্যান ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কার্তিক ঘোষও এদিনের এই শপথ বাক্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। এদিন খানিকটা অভিমানী সুরে প্রাক্তন চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ আরও বলেন, 'যেভাবে এদিন চেয়ারম্যান গঠনের পর আতশবাজি ফাটানো হয়েছে এবং আবির খেলা হয়েছে, সেটা দেখে মনে হচ্ছে আমরা যেন বিজেপিকে হারিয়ে নতুন ভাবে বোর্ড দখল করেছি। এটা মানুষের কাছে একটা বাজে বার্তা হিসাবে পৌঁছাবে।'

এদিন তৃণমূল দলের চেয়ারম্যান হিসাবে বিভূতি ঘোষ দায়িত্ব নেওয়ার পর বিভিন্ন ওয়ার্ডের দলীয় কাউন্সিলর ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। তবে নতুন চেয়ারম্যানের সঙ্গ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ। সেই মুহূর্তে সভাকক্ষ ছেড়ে চলে যান তিনি। পাশাপাশি একইভাবে বিজেপির দুই কাউন্সিলর প্রথমে উপস্থিত থাকলেও পরে তাঁরা চলে যান। চেয়ারম্যানের শপথ বাক্যের পর নিজের অফিস রুমে এসে বসেন বিভূতি ঘোষ। এরপর পুরসভার বাইরে বেরিয়ে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের শুভেচ্ছা বিনিময়ে মিশে যান তিনি। পুরাতন মালদা পুরসভা থেকে থানা পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার পায়ে হেঁটে মিছিল করেন চেয়ারম্যান। পুরাতন মালদা পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান বিভূতি ঘোষ বলেন, 'দল যেভাবে আমাকে যোগ্য মর্যাদা দিয়েছে তাতে আমি আরও উন্নয়নমূলক কাজ করতে বদ্ধপরিকর হব। সকলকে একসাথে নিয়ে কাজ করতে হবে। দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতোই আগামীতেও পুর নাগরিকদের পরিষেবা দিয়ে যাব।' এদিন কার্তিক ঘোষ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান বিভূতি ঘোষ বলেন, 'দলের মধ্যে কোন ভেদাভেদ বা গোষ্ঠীকোন্দল নেই। উনি এদিন আমার চেয়ারম্যান শপথ বাক্যে পাঠে উপস্থিত হয়ে সমর্থন জানিয়েছেন।' এদিকে প্রাক্তন চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ প্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, 'কোথাও কোনও সমস্যা থাকলে অবশ্যই সেটা আমরা দলগতভাবে বসে মিটিয়ে ফেলব। এখানে কোনরকম ভেদাভেদের বিষয় নেই।'

বন্যাপ্রবণ খানাকুলে বাঁধ সংস্কারে আড়াই কোটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার মধ্যে বন্যাপ্রবণ এলাকা হল খানাকুল। ২০২৪-২০২৫ সালের ভয়ঙ্কর বন্যায় খানাকুলের ঠাকুরানি চক এলাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত দ্বারকেশ্বর নদীর বাঁধ ভেঙে যায়। এই ভাঙা বাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি ওই এলাকার মানুষ। প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রায় আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে বাঁধ সংস্কারের জন্য। এই নদী বাঁধ সংস্কারের কাজের সূচনা করেন খানাকুল ১ নম্বর ব্লকের বিডিও অরিন্দম মুখার্জী ও হুগলি জেলা পরিষদের কো-মেন্টর হায়দার আলি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্পা মাইতি-সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা।

প্রসঙ্গত, প্রায় প্রতি বছর দ্বারকেশ্বর নদীর বাঁধ ভেঙে ওই এলাকা তচনচ হয়ে যায়। এখনও ওই এলাকায় গেলে বন্যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানের ভয়ঙ্কর চিহ্ন রয়ে গেছে। প্লাবিত এলাকার মানুষের বুকফাটা আর্তনাদ শোনা যায়। তাই প্রশাসন বর্ষা কাটাতেই সেচ দপ্তর তরিঘড়ি কাজ শুরু করে। খানাকুলের বিডিও অরিন্দম মুখার্জির উপস্থিতিতে নদী বাঁধের কাজের সূচনা হয়। এই বিষয়ে ওই এলাকার বাসিন্দা সুদীপ্ত মাইতি বলেন, 'বর্ষা এলেই ঠাকুরানি চকের দ্বারকেশ্বর নদী বাঁধ এলাকার মানুষের চোখ থেকে ঘুম চলে যায়। বন্যার আতঙ্কে সেটা কাটে। গত বছরও বন্যার জন্য কয়েকশো মানুষ জলবন্দি হয়েছিল। প্রায় দুই তিন মাস মানুষ বন্যার জলে বন্দি থাকে। বহু ঘর, বাড়ি পড়ে গেছে। তবে নদী বাঁধ যদি মজবুত ভাবে বাঁধা হয় তাহলে বহু মানুষ উপকৃত হবে। অবশেষে বাঁধ তৈরির কাজ শুরু হওয়ায় খুশি আমরা।' খানাকুল এক নম্বর ব্লকের বিডিও অরিন্দম মুখার্জি বলেন, 'প্রায় এক কিলোমিটার নদী বাঁধের সংস্কার করা খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। পাশাপাশি বাঁধের উপর রাস্তা তৈরির জন্যও বড়ো অঙ্কের টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ইতিমধ্যেই নদী বাঁধের কাজ শুরু হয়েছে। কাজ শেষ হলে ওই এলাকাটি নতুন করে রূপ পাবে।' তবে আরামবাগ মহকুমা নদীবেষ্টিত হওয়ায়, এখনও বহু এলাকায় নদীবাঁধের কাজ বাকি আছে। ওই সমস্ত এলাকায় যাতে দ্রুত কাজ শুরু হয় সেই বিষয়ে দাবি উঠছে। এখন দেখার অবশ্য কাজ গুলি কবে দ্রুত কাজ সম্পর্ণ হয়। সবমিলিয়ে খানাকুলের ঠাকুরানি চক এলাকার নদী বাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ।

বাদুড়িয়ায় বাদের তালিকায় নাম একই বুথের ৭ জন ভারতীয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: খসড়া তালিকা প্রকাশ হতেই দুশ্চিন্তায় বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া এলাকার ৭ জনের। ভোটার তালিকায় নাম একই বুথের সাত জন প্রকৃত ভারতীয়র। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই হইচই পড়ে গেছে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম ছিল। সঠিকভাবে এসআইআর-এর ফর্ম ফিলাপও করে জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও এক বুথের সাত জনের নাম বাদের তালিকায় থাকায় দুশ্চিন্তায় পরিবারগুলো। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া বিধানসভার মহিয়াড়া২ পঞ্চায়েতের ১৫ নম্বর বুথে। ওই বুথের বাসিন্দা দুলাল মৃধা, ইয়ারুন বিবি, শিখা মণ্ডল, মিরা চক্রবর্তী-সহ ৭ জনের নাম রয়েছে বাদের তালিকায়। বাদ যাওয়ার তালিকায় তাদের নাম রয়েছে তারা নিখোঁজ। অথচ তার এলাকাতেই বসবাস করছেন। তাঁদের দাবি, নির্বাচনের এই ঘটনায় তারা রীতিমতো চিন্তিত।

কেন তাঁদের নাম বাদ গেল তারা নিজেরাও বুঝতে পারছে না। ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম আছে, তাঁরা সবসময় বাড়িতে থাকেন। কিন্তু তারপরেও কার গাফিলতিতে এরকম হলো। এর হয়রানির দায় কারা নেবেন এই নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। এই ব্যাপারে ওই বুথের বিএলও অভিনব দত্ত বলেন, 'এই সমস্যা বিডিও অফিস এবং সার্ভার ডাউন-এর জন্য হয়েছে বলে আমার অনুমান।' তবে যে কারণেই হোক এই সাতটি পরিবার রীতিমতো উদ্বিগ্ন। আর এই নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছে স্থানীয় তৃণমূলের ব্লক সভাপতি কুমারেশ রায়। তিনি বলেন, 'যে কাজ হয়েছে তা দু বছর সময় লাগে, সেই কাজ যদি এক মাসের মধ্যে হয় তাহলে এরকম ভাবে নাম বাদ যাবে প্রকৃত ভারতীয়দের। বিজেপি ও তাদের দোষর নির্বাচন কমিশনের চক্রান্তে সাধারণ ভারতীয়রা সমস্যায় পড়ছে। তবে পরিবারগুলির পাশে থেকে তাঁদের সব ধরনের সাহায্য করবে তৃণমূল কংগ্রেস।'

জামালপুরে তৃণমূল সদস্যা ও মা 'বাংলাদেশি', অভিযোগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: 'তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যা ও তাঁর মা ভারতীয় নাগরিক নন।' প্রশাসনের কাছে এমনই লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির জামালপুর ১ মণ্ডলের সভাপতি প্রধানচন্দ্র পাল, জামালপুর ১ পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যা রূপালি বিশ্বাস ও তাঁর মা দাসী বিশ্বাসকে 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' হিসেবে অভিযোগ জানান। যদিও বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন দু'জনেই। অন্যদিকে অভিযোগের তদন্ত হবে বলে জানিয়েছেন বিডিও (জামালপুর) পার্থসারথি দে। রূপালি বিশ্বাস , জামালপুর ১ পঞ্চায়েতের উত্তর মোহনপুর গ্রামের বাসিন্দা। আর তাঁকে নিয়ে এলাকার বিজেপি নেতা জেলার নির্বাচন আধিকারিককে লিখিত আকারে অভিযোগ জানিয়েছেন যে, ১৪২ নম্বর বুথের ২০২৫-র ভোটার তালিকার ৫৩৩ নম্বরে রয়েছে দু'বারের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা রূপালির বিশ্বাসের নাম। একই বুথের ৭২৭ নম্বরে রয়েছে তাঁর মায়ের নাম। বিজেপির অভিযোগ, 'রূপালির স্বামী তারক বিশ্বাস তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী। তিনি রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে প্রথমে অবৈধ উপায়ে স্ত্রীর নাম ভোটার তালিকায় তোলেন। পরে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ও তফসিলি জাতি শংসাপত্র জোগাড় করে স্ত্রীকে দু'বার পঞ্চায়েত সদস্যা বানিয়েছেন।' বিজেপির অভিযোগকে 'মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত' বলে দাবি রূপালি ও তাঁর মায়ের। পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মণ্ডলের দাবি, ত২০২৩-র পঞ্চায়েত ভোটের সময় থেকে রূপালিকে ফাঁসানোর চক্রান্ত করছেন সুশান্ত।দ বিডিও বলেন, 'অভিযোগের তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য ১৪২ নম্বর বুথের বিএলও-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টের ভিত্তিতে আগামী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

বিডিও এবং জয়েন্ট বিডিও-কে চ্যালাকাঠ দিয়ে পেটানোর নিদান বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: গাইঘাটায় বিডিও এবং জয়েন্ট বিডিও-র বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে বিজেপির ডেপুটেশন ঘিরে উত্তেজনা। চ্যালাকাঠ দিয়ে পেটানোর নিধান দিলেন বিধায়ক স্বপন মজুমদার। তিনি আরও বলেন, '৫৮ লক্ষ বাদ দেওয়া ভোটের জোরেই এখনও তৃণমূল ক্ষমতায় বসে আছে।' এসআইআর-এর কাজে বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যকে হেনস্থা করেছে জয়েন্ট বিডিও এছাড়াও বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের কাজ দেওয়া হচ্ছে না। বিরোধী দলনেত্রীকে ঘর দেওয়া হয়নি। এমনই একাধিক অভিযোগ তুলে বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেয় বিজেপি। ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপির বিধায়ক স্বপন মজুমদার। ডেপুটেশন ঘিরে বিডিও অফিসের সামনে উত্তেজনা ছড়ায়। গেট ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করে বিজেপি কর্মী, সমর্থকেরা। ডেপুটেশনে বক্তব্য রাখ তে গিয়ে বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার অভিযোগ তোলেন,

'বিডিও এবং জয়েন্ট বিডিও দালালি করছে। বিরোধী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের সদস্য বলে গণ্য করে না।' এরপরে তিনি হুঁশিয়ারি দিলেন, 'বিডিও জয়েন্ট বিডিও তৃণমূলের দালালি করলে চ্যালা কাঠ দিয়ে পেটানো হবে।' পুলিশকে উর্দিধারী দালাল মন্তব্য করে দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিতে শোনা যায় স্বপন মজুমদারকে। তিনি আরও বলেন, 'রাজনৈতিক রঙ চড়ানোর একটা গিমিক তোলার চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস মতুয়াদের মধ্যে। কোনও আতঙ্কের ব্যাপার নেই। কোনও মতুয়াদের নাম বাদ যাবে না। ৫৮ লক্ষ যে নাম বাদ গেছে, তার জোরে সরকারে বসে আছে।' বিজেপির ডেপুটেশন নিয়ে গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইলা বাগচি বলেন, 'যে ধরনের ভাষা প্রয়োগ করেছেন একজন বিধায়ক সেটা ঠিক নয়। একজন জন প্রতিনিধি মানে প্রত্যেকের জনপ্রতিনিধি। কারো কাজ পছন্দ না হতেই পারে। কিন্তু ডেপুটেশন প্রতিবাদের নামে একজন প্রশাসনিক চেয়ারে এভাবে আক্রমণ করা ঠিক নয়। রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য এই ধরনের মন্তব্য করছেন। আমরা কারো সঙ্গে পক্ষপাতিত্ব করিনা।'

উন্নয়নের পাঁচালির ট্যাবলো উদ্বোধন আউশগ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: ২০২৬ সালের ভোটের দামামা কার্যত বেজে গিয়েছে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ শেষ হওয়ার পরেই বাংলায় ভোট ঘোষণা হতে পারে। আর এসআইআর-এর

আবহেই এবার বাংলায় উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ২ ডিসেম্বর নবান্নে 'উন্নয়নের পাঁচালি' উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁচালির গান গেয়েছেন সঙ্গীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তী। কথা-সুরে তুলে ধরা হয় সরকারের গত ১৫ বছরের উন্নয়ন এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি। রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরতে উন্নয়নের পাঁচালির পাঁচটি ট্যাবলো উদ্বোধন করেন শেখ আব্দুল লালন। আউশগ্রাম ২ ব্লকের সাতটি অঞ্চলের প্রতিটি বুথে ঘুরবে এই ট্যাবলোগুলি। বুধবার জাঁকজমক পূর্ণভাবে গেঁড়াই থেকে ট্যাবলোগুলি যাত্রা শুরু করে। আউসগ্রাম ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শেখ আবদুল লালন বলেন, 'আগামী বছর মে মাস এলে আমাদের সরকারের ১৫ বছর পূর্ণ হবে। এই সাড়ে ১৪ বছরে আমাদের সরকার কী কী কাজ করেছে, তা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা তার সৈনিক হিসেবে রাজ্যবাসী সহ আউসগ্রাম বাসীর কাছে কাছে দায়বদ্ধ।' তাই এই উন্নয়নের পাঁচালি ট্যাবলো ঘুরবে আউসগ্রাম দুই ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলের কোনায় কোনায়।

বাঁকুড়ায় ১ লক্ষের বেশি নাম বাদ, নির্বাচনের প্রস্তুতিও শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলায় খসড়া তালিকায় নাম বাদ গেছে ১,৩২,৮২১ জনের। এই বাদ পড়া ভোটার অর্ধেকের বেশি রয়েছে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে। এই লোকসভা কেন্দ্রে ৭৮,২৪৭ এবং বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে ৫৪,৫৭৪ জনের। জেলায় সব থেকে বেশি বাদ রয়েছে বাঁকুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে। মঙ্গলবার প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় ২২, ৩৫৫ জনের বাদ রয়েছে। বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের বাকি ৫ বিধানসভা শালতোড়া, ছাতনা, রানিবাঁধ, রাইপুর ও তালডাংরায় বাদ পড়েছে যথাক্রমে ১২৯৩৩, ১২১৬৯, ১১৮৪২, ১০৪০৭ ও ৮৫৪১ জন। অন্যদিকে, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হতেই ধরা পড়ে ত্রুটি। এক বিএলও-র দাদার নামের পাশে দেখা যায় অজ্ঞাপরিচয় মহিলার ছবি। এই ভুল কমিশনের না অন্য ত্রুটি তা নিয়ে ধন্দে রয়েছেন খোদ বিএলও। বাঁকুড়া বিধানসভার ৭০ নম্বর বুথের বিএলও জগবন্ধু দের নিজের দাদা রাজু দে-র নাম, পিতার নাম, বয়স, লিঙ্গ-সহ তথ্য যথাযথ থাকলেও তার নামের পাশে ছবি রয়েছে এক অপরিচিত মহিলার।অন্যদিকে মঙ্গলবার খসড়া তালিকা প্রকাশের দিনই শুরু হয়ে গেল ইভিএম, ভিভিপ্যাটের চেকিং এর কাজ। কমিশনের নির্দেশে মঙ্গললবার সকালে শুরু হয়েছে ইভিএম, ভিভিপ্যাট, ভিজ্যুয়াল ইউনিট ও কন্ট্রোল ইউনিটের পরীক্ষার প্রথম পর্যায়। কমিশনের নির্দেশে এদিন থেকে বাঁকুড়া জেলার ১২ টি বিধানসভার প্রতিটি বুথে যে ইভিএম, ভিভিপ্যাট, ভিজ্যুয়াল ইউনিট ও কন্ট্রোল ইউনিটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করা হবে সেগুলিকে পরীক্ষার কাজ শুরু করেছে বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন। বাঁকুড়ার ডাক বাংলোতে সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সামনে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে নির্বাচনের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রগুলিকে। এই পরীক্ষার কাজ চলবে আগামী ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মোট ৩টি ধাপে এই পরীক্ষার কাজ হবে। প্রথম ধাপে ইঞ্জিনিয়াররা প্রতিটি ইভিএম, ভিভিপ্যাট, কন্ট্রোল ইউনিট ও ভিজ্যুয়াল ইউনিট পরীক্ষা করে দেখবেন সেগুলি সঠিকভাবে কাজ করছে কি না। এবার প্রশাসনিক আধিকারিকরা ওই যন্ত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট দিয়ে দেখবেন তা যন্ত্রে ঠিকঠাক রেকর্ড হচ্ছে কি না। শেষ ধাপে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিরা র‍্যানডাম কিছু ইভিএম বেছে তাতে মক পোল করবেন। জানা গিয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে বাঁকুড়া জেলার ১২টি বিধানসভার ৩২৮৯ টি বুথে ভোটগ্রহণের জন্য বরাদ্দ ৪৭০০ টিরও বেশি ইভিএম যন্ত্রকে পরীক্ষা করা হবে।

ঝাড়গ্রাম জেলায় বাদ প্রায় ৫৩ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলায় ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ার তথ্য প্রকাশ করেছেন জেলাশাসক আকাঙ্খা ভাস্কর। মোট ৫২,৭৮৬ জনের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

ঝাড়গ্রাম জেলায় মোট ভোটার ৯০২০১৪জন। এর মধ্যে মৃত ২৫, ৮২৫, নিঁখোজ ৪৩২৮, স্থানান্তরিত ২১৩৪৭, অন্যত্র তালিকাভুক্ত ১১৪৮ ও অন্য কারণে ১৩৮ জন ভোটারের নাম বাদ গেছে। জেলাশাসক সাংবাদিকদের জানান, ভোটারদের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে ১৫,১৪৯ জনকে শুনানির জন্য ডাকা হবে। সাধারণ মানুষ যাতে সমস্যায় না পড়েন সেজন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পরিচিত জায়গায় শুনানির ব্যবস্থা করা হবে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ পেলেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। শুনানি ঘিরে অযথা আতঙ্ক বা গুজব না ছড়ানোর অনুরোধ জানিয়ে জেলাশাসক বলেন, এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে কেউ বিভ্রান্ত হবেন না। যাঁদের নাম খসড়া তালিকায় রয়েছে, তাঁদেরই শুনানিতে ডাকা হবে। প্রত্যেক বিএলও-র কাছে খসড়া ভোটার তালিকা রয়েছে।

বেআইনি দোকান ভাঙা নিয়ে এডিডিএ ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বআইনি দোকান ভাঙা নিয়ে এডিডিএ ঘেরাও, বিজেপির নেতৃত্বে বিক্ষোভ। বেআইনি দোকান উচ্ছেদকে ঘিরে মঙ্গলবার এডিডিএ অফিসের সামনে বিজেপির নেতৃত্বে দোকানদারদের বিক্ষোভে উত্তেজনা ছড়াল। নেতৃত্ব দেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই। তিনি এডিডিএ চেয়ারম্যানকে তিন দিনের সময় বেঁধে দিয়ে সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, কোনও বিজ্ঞপ্তি না দিয়েই জোর করে দোকান ভাঙা হয়েছে। পালটা এডিডিএ চেয়ারম্যান কবি দত্ত জানান, 'রাস্তা নির্মাণের জন্য অবৈধ দখল উচ্ছেদ করা হচ্ছে এবং আইন ভাঙলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুর্গাপুর থানার পুলিশ।

বকেয়া মেটানোর দাবিতে কারিগরি দপ্তরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কারো ৩ মাস আবার কারো মাস মাইনে বকেয়া রয়েছে ৪ মাস। বকেয়া মেটানোর দাবিতে ইতিমধ্যে কখনো জেলা শাসকের দপ্তরে আবার কখ নও রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখি য়েছেন। কিন্তু তারপরেও বকেয়া বেতন না পেয়ে এবার বাঁকুড়ায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর ঘেরাও করে তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন দফতরের ঠিকা সংস্থার প্রায় ১২০০ পাম্প ও ভাল্‌ভ

অপারেটার। বাঁকুড়া জেলার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে সবমিলিয়ে ঠিকা ভিত্তিক প্রায় ১২০০ পাম্প ও ভাল্‌ভ অপারেটার কর্মরত আছেন। ঠিকা এই কর্মীদের বেতন সামান্য। তাঁদের সকলেরই মাসিক বেতন ১০ হাজারের আশপাশে। সামান্য ওই বেতনে সংসার চালাতে রীতিমতো হিমসিম খান ওই কর্মীরা। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো বেশ কিছুদিন ধরেই অনিয়মিত হয়ে পড়েছে তাঁদের বেতন। এই কর্মীদের কারো ৩ মাসের আবার কারো ৪ মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে বলে অভিযোগ। বকেয়া বেতন মেটানোর দাবিতে এর আগে জেলাশাসকের দ্বারস্থ হয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন জেলায় কর্মরত পাম্প ও ভাল্‌ভ অপারেটাররা। তারপরেও বেতন মেটানোর ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ চোখে না পড়ায় এদিন জেলায় কর্মরত পাম্প ও ভাল্‌ভ অপারেটাররা বাঁকুড়া জেলার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর ঘেরাও করে তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। অবিলম্বে ওই বকেয়া বেতন না মেটালে আগামীতে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

জীবিত চুঁচুড়ার যুবকের নাম উঠেছে মৃতদের তালিকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: চুঁচুড়া বিধানসভার নলডাঙার ১২০ নম্বর বুথে দেখা গেল কার্যত একই ছবি। এই এলাকাতেই থাকেন বৃদ্ধ দম্পতি স্নেহময় ও শিখা ভট্টাচার্যের ছেলে দেবময় ভট্টাচার্য। তিনি এখনও জীবিতই রয়েছেন। কিন্তু তাঁর নাম উঠেছে মৃতদের তালিকায়। তা দেখে ই হতবাক ওই বৃদ্ধ দম্পতি। পরিবার সূত্রে খবর, দেবময় গত চার বছর ধরে কর্মসূত্রে থাকেন জামশেদপুরে। সঙ্গে থাকেন স্ত্রী মনিকা। বর্তমানে জামশেদপুরে তাঁর ভোটার তালিকায় নাম উঠেছে। সেই তথ্য এসআইআরের নাম পূরণের সময় জানিয়েছিলেন দেবময়ের বাবা। তিনি জানাচ্ছেন ছেলের জামশেদপুরের ভোটার কার্ডও দেখি য়েছিলেন বিএলও-কে। বিএলও-র সঙ্গে কথা বলেছিলেন দেবময় নিজেও। কিন্তু এখন খসড়া তালিকা বের হতেই দেখা যায় তাঁর নামের পাশে রয়েছে মৃত লেখা। ইতিমধ্যেই ঘটনার কথা কানে গিয়েছে বিএলও মলয় দত্তর। বিএলও জানাচ্ছেন, তিনি দেবময় ও তাঁর স্ত্রীর নাম যে অন্যত্র রয়েছে, অন্য জায়গায় তালিকাভুক্ত রয়েছে সে কথা স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন। কিন্তু কী করে তাঁর নাম মৃতের তালিকায় এল তা তিনি বুঝতে পারছেন না। যদিও তাঁর স্ত্রীর নামের পাশে লেখা ইতিমধ্যেই তালিকাভুক্ত। একটি বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত রয়েছেন দেবময়। কাজের সূত্রে বর্তমানে রয়েছেন কাতারে। ঘটনা জেনে সেখ ান থেকে রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি বলছেন, 'এরা জীবিত মানুষকে যেভাবে মৃত বলে দিচ্ছে তাতে সত্যিই কিছু বলার নেই। আমি আর আমার স্ত্রী তো বর্তমানে জামশেদপুরে থাকি, তাই নলডাঙা থেকে নাম কাটিয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলাম। কিন্তু এখন যা হচ্ছে তা তো রীতিমতো মানসিক অত্যাচার।'

ইসিএল এলাকায় বসবাসকারীদের জায়গা খালির নির্দেশ কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: বিনা নোটিশে ইসিএল-এর সেন্ট্রাল কাজোড়া এবং লছিপুর কোলিয়ারি এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের কোলিয়ারির এক আধিকারিক বাড়ি বাড়ি এসে হুমকি দিয়ে বাড়িঘর খালি করার কথা বলে গেছেন বলে অভিযোগ উঠল। এমনকি বলা হয়েছে, বিদ্যুৎ এবং জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। এই ঘটনা নিয়ে বুধবার সকাল থেকেই তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে সেন্ট্রাল কাজোড়া কোলিয়ার এলাকায় বিক্ষোভ দেখায় এলাকায় বসবাসকারী মানুষজন। মদনপুর পঞ্চায়েতের প্রধান পার্থ দেওয়াসি জানান, প্রায় ৪০ থেকে ৫০ বছর ধরে এই এলাকায় বসবাস করে আসছেন, ব্যবসা করে আসছেন মানুষজন। তাই তাদের কিছু না বলেই, পুনর্বাসন না দিয়ে এই এলাকা খালি করতে হলে ইসিএল-এর বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন হবে। তিনি আরও বলেন, ইসিএলের জায়গা ইসিএল অধিগ্রহণ করুক। তাতে তাঁদের কোন বাধা নেই, তবে এলাকার মানুষজনের

কথা ও ভাবতে হবে কর্তৃপক্ষকে। এই এলাকায় প্রায় ৫০০ পরিবারের বসবাস। তৃণমূল নেতৃত্ব এবং এলাকার মানুষ জানান, এই এলাকায় জল এবং বিদ্যুতের কাটা হলে পরবর্তীতে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। এই বিক্ষোভের প্রসঙ্গে কোলিয়ারির ম্যানেজার মুখ খুলতে চাইনি।

রাঙামাটিতে কচিকাঁচাদের মিলনমেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: সোনামুখী উত্তর চক্রের অন্তর্গত ডিহিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত অবৈতনিক প্রাথমিক, নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের ৪১ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল ডিহিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙ্গামাটি ফুটবল মাঠে। এই দিন এই পঞ্চায়েতের সমস্ত প্রাথমিক নিম্ন বুনিয়াদি ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স অনুযায়ী ক, খ ,গ এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা অ্যাথলেটিক ও যোগব্যায়াম সহ মোট ৩৪ টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি বিভাগের প্রতিটি ইভেন্টের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের উপযুক্ত পুরস্কারের পুরস্কৃত করা হয়। আজ পঞ্চায়েত স্তরে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ইভেন্টে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, তারা আগামী ২০ ডিসেম্বর এই সোনামুখী উত্তর চক্রেরই নবাসন গ্রাম

পঞ্চায়েতে চক্র স্তরের আয়োজিত খেলাতে অংশগ্রহণ করবে। প্রত্যেক বিভাগের প্রত্যেক ইভেন্টের প্রথম স্থান অধিকারীগণ ক্রমান্বয়ে জেলার স্তর পেরিয়ে রাজ্য স্তর পর্যন্ত খেলার সুযোগ থাকবে। এই এথলেটিস যোগব্যায়াম ও জিমন্যাস্টিক খেলা গুলি পরিচালনা করেন স্থানীয় পলাশডাঙ্গা হাই স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক রামদাস বাগ ,রাঙ্গামাটি মিলন তীর্থ উদ্বাস্তু কলোনি বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন বিশিষ্ট ক্রীড়া শিক্ষক তুষার ঘোষ , সোনামুখীর বিশিষ্ট যোগ প্রশিক্ষক সুমন্ত বিশ্বাস ও বিশিষ্ট খেলোয়াড় নিত্যানন্দ ঘোষ। প্রধান অতিথি অধীর ঘোষ বলেন, 'ছাত্র-ছাত্রীদের শুধুমাত্র বই পড়লে হবে না, নিয়মিত খেলাধুলা করতে হবে শরীর ও মন এই দুটি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এ ব্যাপারে অভিভাবকের এগিয়ে আসতে হবে।' এই পঞ্চায়েতের মদনপুর জয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষারত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আনন্দময় ঘোষ বলেন, 'বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার গুরুত্ব অপরিসীম কারণ এটি শিক্ষার্থীদের শারীরিক সুস্থতা, মানসিক বিকাশ, শৃঙ্খলা নেতৃত্ব ও দলবদ্ধভাবে কাজ করার দক্ষতা বৃদ্ধি করে যা তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে এবং সুস্থ জীবন গঠনে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এইজন্যই প্রথম শ্রেণী থেকে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও শরীর শিক্ষা বইয়ের প্রচলন হয়েছে।' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী একজন ছাত্র প্রীতম বাউড়ি বলে, 'আমরা এই দিনটার জন্য মুখিয়ে থাকি। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের থেকে ছাত্রছাত্রীরা আসে তাদের সঙ্গে আলাপ হয়,এক সঙ্গে আনন্দে সারাদিন কাটাই।' এক ছাত্রীর অবিভাবিকা সুশান্তি মণ্ডল বলেন, 'বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও ছাত্রছাত্রীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে এধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গুরুত্ব অপরিসীম।' আজকের উপস্থিত ক্রীড়া শিক্ষক রামদাস বাগ বলেন, 'সমস্ত বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা ঠিকমতো অনুশীলন করার সুযোগ পাচ্ছে না। বিদ্যালয়ে নিজস্ব খেলার মাঠ থেকে খুব জরুরী।'

নেহরুর ‘গোপন’ চিঠি প্রকাশ্যে আনতে সোনিয়াকে ‘নির্দেশ’

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর: ফের নেহরুকে নিয়ে সংঘাতে কংগ্রেস এবং বিজেপি। এবার সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর লেখা কিছু চিঠি। যা কিনা এই মুহূর্তে সোনিয়া গান্ধির জিম্মায় রয়েছে। কংগ্রেসের দাবি, সেগুলি গান্ধির পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আবার কেন্দ্র বলছে, এটা গোপন সম্পত্তি নয়। ওই চিঠিগুলি তুলে দিতে হবে প্রধানমন্ত্রীর সংগ্রহশালায়।

সম্প্রতি বিজেপি অভিযোগ করেছে, দিল্লির প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার থেকে জওহরলাল নেহরুর অসংখ্য চিঠিপত্র ‘নিখোঁজ’ হয়ে গিয়েছে। যে কারণে কংগ্রেস সরকারকে ক্ষমা চাইতে হবে। এ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক বুধবার জানিয়েছে, প্রথম প্রধানমন্ত্রীর কোনও চিঠিই নিখোঁজ হয়নি। চিঠিগুলি সংগ্রহশালায় নেই ঠিকই, কিন্তু সেগুলির ঠিকানা কেন্দ্র জানে। তাই এটিকে নিখোঁজ বলা যাচ্ছে না। ওই চিঠিগুলি রয়েছে সোনিয়া গান্ধির কাছে। চিঠিগুলি ফেরত চেয়ে দু'বার সোনিয়াকে চিঠিও লেখা হয়েছে। কিন্তু এখনও চিঠিগুলি ফেরত দেওয়া হয়নি।

ইউপিএ জমানায় কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি দিল্লির প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার থেকে জওহরলাল নেহরুর অসংখ্য চিঠিপত্র নিয়ে যান বলে গত বছর বিজেপি অভিযোগ তুলেছিল। সে সময় সোনিয়া গান্ধির প্রতিনিধি হিসাবে এমভি রাজন প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগারকে অনুরোধ করেন, নেহরুর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রগুলি যেন গান্ধি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেই মতো চিঠিগুলি সোনিয়াকে দেওয়াও হয়েছিল। ওই সব চিঠির মধ্যে নেহরুর সঙ্গে জয়প্রকাশ নারায়ণ, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, অরুণা আসফ আলি, বিজয়ালক্ষ্মী পণ্ডিত, জগজীবন রামের মতো ব্যক্তিত্বদের কথোপকথন রয়েছে। সেগুলির মধ্যে এডুইনা মাউন্টব্যাটেনের চিঠিপত্রও ছিল বলে বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র সাংবাদিক বৈঠকে অভিযোগ করেছিলেন।

সূত্রের খবর, সোনিয়া ওই চিঠি পাওয়ার পর জানিয়েছেন, এ বিষয়ে তাঁর প্রতিনিধিরা কথা বলবেন। প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগারকে সম্পূর্ণরূপে সাহায্য করা হবে। কিন্তু চিঠিগুলি এখনও ফেরত দেওয়া হয়নি। সোনিয়া সরকারিভাবে এ নিয়ে কোনও মন্তব্যও করেননি।

দিল্লির দূষণ রুখতে ন'টি টোল প্লাজা বন্ধ করা বা সরানোর নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর: দিল্লি এবং জাতীয় রাজধানী অঞ্চল (এনসিআর)-এর বায়ুদূষণ রুখতে সরকারি পদক্ষেপ ‘পুরোপুরি ব্যর্থ’। বুধবার এই সংক্রান্ত একটি মামলায় এমনই মৌখিক পর্যবেক্ষণের কথা জানাল সুপ্রিম কোর্ট। সংবাদসংস্থা এএনআই-এর প্রতিবেদন অনুসারে, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ জানিয়েছে, দূষণ রুখতে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন। দিল্লির বায়ুদূষণ রুখতে সরকারি পদক্ষেপ যথাযথ নয়, এই অভিযোগে একাধিক মামলা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলার শুনানির পর জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং দিল্লি পুরনিগমকে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের নির্দেশ, যান চলাচল স্বাভাবিক রেখে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে ন'টি টোল প্লাজা হয় অস্থায়ী ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হোক, না হলে সেগুলি সরিয়ে দেওয়া হোক।

প্রথমবার ইথিওপিয়া সফরের মুহূর্ত ভাগ করে নিলেন মোদী

আদ্দিস আবাবা, ১৭ ডিসেম্বর: প্রথমবার ইথিওপিয়া সফর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। দুই দেশের সম্পর্ক মজবুত করতে এবং বিশ্বনেতা হিসাবে দূরদর্শী নেতৃত্বের জন্য মোদীকে ইথিওপিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান ‘দ্য গ্রেট অনার নিশান অব ইথিওপিয়া’তে ভূষিত করা হয়েছে।

দীর্ঘদিনের সম্পর্ক নতুন মাত্রা পেল নরেন্দ্র মোদীর ইথিওপিয়া সফরে। আর সেই সফর কূটনৈতিক সম্পর্কের নতুন দিক খুলে দিয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সেই সফরের কিছু মুহূর্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবিয় আহমেদ আলির আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী মোদী ইথিওপিয়া সফরে গিয়েছিলেন তিনি।

বুধবার এক্স মাধ্যমে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ‘এই বিশেষ সফরে ইথিওপিয়ার সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব আরও পোক্ত হবে।’ সেই দেশে কীভাবে অভ্যর্থনা জানানো হল মোদীকে, কাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন তিনি, সেই সব ছবিই তুলে ধরা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে গোটা বিশ্বের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে মাঝেমধ্যেই বিদেশ সফরে গিয়েছেন মোদী। তা নিয়ে তাঁকে বিরোধীদের কম খোঁচা সহ্য করতে হয়নি। তবে এসব সফর যে আসলে সুসম্পর্ক স্থাপনের অনুকূলই হয়েছে, তারও প্রমাণ মিলেছে বারবার। গোটা আফ্রিকা মহাদেশ খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ। ইউরেনিয়াম, বিরল খনিজ, হিরে তো বটেই সম্প্রতি জ্বালানি তেল ও গ্যাসের বিপুল ভাণ্ডার পাওয়া গিয়েছে এই মহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। পাশাপাশি, এখানে রয়েছে লিথিয়াম, দস্তা ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিরল খনিজ। উল্লেখ্য, লিথিয়াম ব্যাটারি তৈরির জন্য অপরিহার্য খনিজ, অন্যদিকে বিরল খনিজ যে কোনও বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি ক্ষেপণাস্ত্র, স্যাটেলাইট এবং মহাকাশ গবেষণায় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ।

আফ্রিকার এই দেশগুলিতে সাম্প্রতিক সময়ে থাবা বসিয়েছে চিন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ‘গরিব’ আফ্রিকার উন্নত রাস্তা, রেল ব্যবস্থা, বন্দর, বিদ্যুৎকেন্দ্র বানিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে দীর্ঘমেয়াদি খনিজ উত্তোলনের অধিকার কায়েম করার লক্ষে চিন।

ময়দান

বিদেশি নয়, বরং আইপিএলে এবার কোটিপতি ৮ ঘরের ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের নিলাম মানেই এক সময় বিদেশি ক্রিকেটারদের নিয়ে হইচই। কে কত দামে উঠছেন, কোন ফ্র্যাঞ্চাইজি শেষ পর্যন্ত বাজি ধরছে; এই উত্তেজনার কেন্দ্রে থাকতেন স্যাম কারেন, ক্রিস মরিস বা বেন স্টোকসদের মতো নামী বিদেশিরা। বিশেষ করে ছোট নিলামে নজর থাকত মূলত বিদেশি অলরাউন্ডারদের দিকেই। কিন্তু এ বারের আইপিএল নিলাম সেই চেনা ছবিটা অনেকটাই বদলে দিয়েছে।

হ্যাঁ, ক্যামেরন গ্রিনকে কিনতে কলকাতা নাইট রাইডার্স ২৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা খরচ করেছে। বিদেশিদের পিছনে বড় অঙ্কের টাকা খরচের প্রবণতা যে একেবারে নেই, তা নয়। তবে নিলামের সার্বিক চিত্র বলছে, দলগুলোর দৃষ্টি এখন অনেক বেশি ঘরোয়া ভারতীয় ক্রিকেটারদের দিকে। মঙ্গলবার আবু ধাবিতে হওয়া নিলামে মোট ৭৭ জন ক্রিকেটার বিক্রি হয়েছেন। তার মধ্যে ৩৯ জনই ঘরোয়া ভারতীয় ক্রিকেটার; যাঁদের অনেকেই এখনও রঞ্জি ট্রফিতে পর্যন্ত নিয়মিত খেলেননি, ভারতীয় দল তো দূরের কথা।

তবু এই ‘অনামী’ ক্রিকেটাররাই টেক্কা দিয়েছেন রঞ্জি খেলা বা জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া ক্রিকেটারদের। এ বারের নিলামে আট জন ঘরোয়া ক্রিকেটার কোটিপতি হয়েছেন। কার্তিক শর্মা ও প্রশান্ত বীর; দু'জনেই ১৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছেন। আকিব দার পেয়েছেন ৮ কোটি ৪০ লক্ষ, মঙ্গেল যাদব ৫ কোটি ২০ লক্ষ, তেজস্বী সিংহ ৩ কোটি, অক্ষত রঘুবংশী ২ কোটি ২০ লক্ষ, সলিল অরোরা ১ কোটি ৫০ লক্ষ এবং নমন তিওয়ারি ১ কোটি টাকা।

সবচেয়ে বেশি চমক দেখিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। এক সময় যাদের ‘ড্যাডিজ আর্মি’ বলে কটাক্ষ করা হত, তারাই কার্তিক ও প্রশান্ত, এই দুই তরুণের জন্য একসঙ্গে ২৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করেছে। কেন এমন ঝুঁকি? চেন্নাইয়ের কোচ স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট, এটা আসলে ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ। তাঁর কথায়, ‘ভাল ঘরোয়া ক্রিকেটার থাকলে দলের শক্তি বাড়ে। কখনও কখনও ভবিষ্যতের কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আমরা সেটাই করেছি।’

ফ্লেমিং আরও জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্ত হঠাৎ নেওয়া নয়। গোটা বছর ধরে চেন্নাইয়ের স্কাউট দল ভারতের বিভিন্ন রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতা নজরে রাখে। কে কেমন খেলছে, বর্তমান পারফরম্যান্সের পাশাপাশি ভবিষ্যতে কে কতটা এগোতে পারে; সেই বিশ্লেষণ করেই ক্রিকেটার বাছা হয়। তাই এই তরুণরাই এখন ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর কাছে ‘ভবিষ্যতের সম্পদ’। আইপিএলের নিলামে এই বদলে যাওয়া মানসিকতাই হয়তো ভারতীয় ক্রিকেটের পরের অধ্যায়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার ফিল্ডিং কোচ ভারতের আর শ্রীধর

কলম্বো, ১৭ ডিসেম্বর: শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বুধবার ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য তাদের পুরুষ দলের ফিল্ডিং কোচ হিসেবে ভারতের আর. শ্রীধরকে নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে , যা ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হবে। ‘শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড়রা সবসময় সহজাত প্রতিভা, স্থিতিস্থাপকতা এবং সম্মিলিত চেতনার পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আমার ভূমিকা কোনও ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া নয়, বরং এমন একটি পরিবেশ লালন করা যেখানে ক্রীড়াবিদ, সচেতনতা এবং ক্ষেত্রের প্রতি গর্ব স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেতে পারে’, শ্রীধর এসএলসি কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলেছেন। হায়দরাবাদের প্রাক্তন এই ক্রিকেটার ২০১৪ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ভারতের ফিল্ডিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, ৩০০ টিরও বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ কভার করেছেন। শ্রীধরের নিয়োগ ১১ ডিসেম্বর থেকে বিশ্বকাপ শেষ হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ৫৫ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় এর আগে শ্রীলঙ্কার হাই পারফরম্যান্স সেন্টারে ১০ দিনের ফিল্ডিং প্রোগ্রামের জন্য কাজ করেছেন। শ্রীলঙ্কাকে গ্রুপ বি তে অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, ওমান এবং জিম্বাবুয়ের সঙ্গে রাখা হয়েছে।

দূষণের কবলে এবার ক্রিকেটও! কুয়াশা-দূষণের জেরেই লখনউয়ে বাতিল ভারত - সাউথ আফ্রিকা ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রবল বায়ুদূষণের জেরে ভেস্তে গেল ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার চতুর্থ টি-২০ ম্যাচ। বুধবার নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে হাজির হয় দুই দল, ম্যাচ অফিসিয়াল ও দর্শকেরা। কিন্তু প্রকৃতির সামনে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল ক্রিকেটকেই। নির্ধারিত সময়ের আড়াই ঘণ্টা পর্যন্ত বারবার মাঠ ও আশপাশের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন আম্পায়াররা। ছ'বার পরিদর্শনের পরও অবস্থার কোনও উন্নতি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ম্যাচ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মূল সমস্যা ছিল প্রবল ধোঁয়াশা। দূষণ আর শীতের কুয়াশা মিলিয়ে মাঠে দৃশ্যমানতা কার্যত শূন্যের কাছাকাছি নেমে আসে। বাউন্ডারি লাইনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত তো বটেই, কাছাকাছি ফিল্ডারকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। এই অবস্থায় খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই বাধ্য হন আম্পায়াররা। বুধবার লখনউয়ের বায়ুদূষণের মাত্রা ভয়াবহ আকার নেয়। ম্যাচ শুরুর সময় একিউআই পৌঁছে যায় প্রায় ৩৮৭-এ, যা ‘গুরুতর’ স্তরের অনেক ওপরে। এই দূষিত বাতাসে দীর্ঘক্ষণ শারীরিক পরিশ্রম করলে শ্বাসকষ্ট, চোখ জ্বালা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হতে পারে। ফলে খেলানো মানেই ক্রিকেটারদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে আপস করা;এমন মতই উঠে আসে ম্যাচ অফিসিয়ালদের আলোচনায়।

নির্বাসিত বাগান: ইরানে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুর ম্যাচ খেলতে না যাওয়ায় শাস্তি হল মোহনবাগানের। ২ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হল মোহনবাগানকে। সঙ্গে জরিমানাও করা হয়েছে। মোহনবাগানকে শাস্তি দিল এশিয়ান ফুটবল কাউন্সিল (এএফসি)। ২০২৭-২৮ মরসুম পর্যন্ত এএফসির কোনও প্রতিযোগিতায় খেলতে পারবে না সবুজ-মেরুন শিবির। সঙ্গে দিতে হবে ১ লক্ষ ৭২৯ ডলার জরিমানা। ভারতীয় মূল্যে প্রায় ৯১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। মোহনবাগান সরকারি ভাবে শাস্তি নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তবে ক্লাব সূত্রে খবর, শাস্তির বিরুদ্ধে আবেদন করবেন সবুজ-মেরুন কর্তৃপক্ষ।

ফিফা বর্ষসেরা খেলোয়াড় ডেম্বেলে এবং বনমাতি

দোহা, ১৭ ডিসেম্বর: মঙ্গলবার দোহায় টানা তৃতীয় বছরের জন্য ফিফার বর্ষসেরা পুরুষ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন প্যারিস সেন্ট জার্মেই এবং ফ্রান্সের ফরোয়ার্ড উসমান ডেম্বেলে, যেখানে স্পেন ও বার্সিলোনার মিডফিল্ডার আইতানা বনমাতি। মহিলা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন তিনি। ২৮ বছর বয়সী ডেম্বেলে পিএসজির প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন যখন তারা ফাইনালে ইন্টার মিলানকে ৫-০ গোলে হারিয়েছিল এবং গত মরসুমে সমস্ত প্রতিযোগিতায় ৩৫ গোল করেছিলেন, যার মধ্যে লিগ ওয়ানে ২১টি গোল ছিল এবং সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে শেষ করেছিলেন।

বুধবার টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা ২০২৫ এর রুটের ছবি উন্মোচিত হল। এদিনের ছবি উন্মোচন উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন মন্দার পান্ড্য, শমীক ভট্টাচার্য , কমল কুমার মৈত্র, অমিত যাদব, সঞ্জুক্তা দত্ত, বিবেক সিং এবং প্রশান্ত সাহা।

E-TENDER NOTICE

E-tender invited vide **NIT No. 06/SGP/15CFC/2025-26** by the Prodhan, Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad. Last Date of online bid submission is **09/01/2026 up to 1:30 pm.** Interested bidders may kindly visit wbtenders website for more details.

Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchayat
Jalangi, Murshidabad

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

e-TENDER NOTICE

(Book Purchase)

e-tenders are invited from reputed suppliers/publishers for **supply of books** to Naba Ballygunge Mahavidyalaya, Kol. **https://wbtenders.gov.in/**

Principal

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of Drain in Ward No. - 08 within Bongaon Municipality under the scheme of “AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)”.

Tender reference:
WBMAD/NIeT/244/BM/2025-26/APAS
Date: 17.12.2025
Tender ID- 2025_MAD_5003355_1, 2025_MAD_5003355_2, 2025_MAD_5003355_3, 2025_MAD_5003355_4,

Bid Submission Start date- **17.12.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **23.12.2025 at 14:00.** 2. End date- **27.12.2025 at 18:55.** 3. Bid opening date- **29.12.2025 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman/ Executive Officer**
Bongaon Municipality.

NOICE INVITING e-TENDER

Tender Id: 2025_DHE_975598_1
DHE/AMC/JHALDA/NIeT-3 OF 2025-26
Achhruram Memorial College, Jhalda, Purulia

e-Tenders are invited for supplying the following item supply delivery of the Books as the list attached with the NIET for the Library of Achhruram Memorial College, Jhalda, Purulia Read more at: https://wbtenders.gov.in/ and https://amcollege.ac.in

NB: Bid Start date: 17-12-2025, 18:00 hrs. Bid end date: 12-10-2025, 9:00 hrs.

Sd/-Principal

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of Drain in Ward No. - 17 within Bongaon Municipality under the scheme of “AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)”.

Tender reference:
WBMAD/NIeT/240/BM/2025-26/APAS
Date: 17.12.2025
Tender ID- 2025_MAD_5003263_1, 2025_MAD_5003263_2, 2025_MAD_5003263_3,

Bid Submission Start date- **17.12.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **23.12.2025 at 14:00.** 2. End date- **27.12.2025 at 18:55.** 3. Bid opening date- **29.12.2025 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman/ Executive Officer**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

1.Construction of Surface Drain, C.C. Road and Sinking of drinking Tube-Well in different booth at ward no-11,12 and 14 within Bongaon Municipality under the Scheme of AMADER PARA AMADER SAMADHAN (APAS).

Tender reference:
1.WBMAD/NIeT/177/BM/2025-26/APAS/C(2nd Call)
Date: 17.12.2025
i) Tender ID-2025_MAD_5003294_1
2. WBMAD/NIeT/143/BM/2025-26/APAS/D(2nd Call)
Date: 17.12.2025
i) Tender ID- 2025 MAD_5003308 1
3.WBMAD/NIeT/144/BM/2025-26/APAS/D(2nd Call)
Date: 17.12.2025
i) Tender ID-2025_MAD_5003323_1
4.WBMAD/NIeT/178/BM/2025-26/APAS/A(2nd Call)
Date: 17.12.2025
i) Tender ID- 2025_MAD_5003332_1
5.WBMAD/NIeT/241/BM/2025-26/APAS/A,B Date: 17.12.2025
i) Tender ID- 2025_MAD_5003343_1, Tender ID- 2025_MAD_5003343_2

1. Bid Submission Start date **17.12.2025 at 6.55 PM.** 2. Prebid meeting date-**23.12.2025 at 02.00 PM.** 3. End date-**27.12.2025 at 06.55 PM.** 4. Bid opening date: **29.12.2025 at 06.55 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman/Executive Officer**
Bongaon Municipality.

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS

NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-11 OF 2025-26 (1st Call)

Online Tender has been invited from bonafide agencies for 2 no. pipeline work under Basirhat Municipality. e-Tender Start Date: **18.12.2025 at 9.00 am.** Closing Date: **17.01.2026 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in & www.basirhatmunicipality.in**

Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of C.C. Road in Ward No.-17 within Bongaon Municipality under the scheme of “AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)”.

Tender reference:
WBMAD/NIeT/239/BM/2025-26/APAS
Date: 17.12.2025
Tender ID- 2025_MAD_5003232_1, 2025_MAD_5003232_2, 2025_MAD_5003232_3, 2025_MAD_5003232_4, 2025_MAD_5003232_5, 2025_MAD_5003232_6, 2025_MAD_5003232_7, 2025_MAD_5003232_8, 2025_MAD_5003232_9, 2025_MAD_5003232_10,

Bid Submission Start date- **17.12.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **23.12.2025 at 14:00.** 2. End date- **27.12.2025 at 18:55.** 3. Bid opening date- **29.12.2025 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman/ Executive Officer**
Bongaon Municipality.

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender hereby invited by the undersigned against, **N.I.T No.: Icha-I/222/2025-26, Dated: 15.12.2025,** 03 Nos scheme under 15th F.C Untied fund. Bid Submission End Date: **12.01.2026 upto 5 PM.** Technical Bid Opening Date-**15.01.2026.** Detailed information may be obtained from the office of the undersigned in any working day.

Sd/- **Prodhan**
Ichapur-I Gram Panchayat
Gaighata Block, N.24 Pgs.

e-Tender Notice

e-NIT No: 15/2025-2026/15th F.C vide Memo No.: 683/Bh-I P.S., dated 12/12/2025 has been published. Details of N.I.e-T: https://tenders.wb.gov.in.

Sd/- Executive Officer
Bharatpur-I E.O, Murshidabad

e-Tender Notice

N.I.e-T. No.: 42/2025-26/APAS FUND vide Memo No.: 3558/Bh-I Block, dated 11/12/2025, N.I.e-T. No.: 43/2025-26/APAS FUND vide Memo No. 3598/Bh-I Block, dated 16/12/2025. Details of N.I.e-T: http://tenders.wb.gov.in

Sd/- Block Development Officer
Bharatpur-I B.D.O, Murshidabad

E-TENDER NOTICE

E-tender invited vide **NIT No. 05/SGP/15CFC/2025-26** by the Prodhan, Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad. Last Date of online bid submission is **09/01/2026 up to 1:30 pm.** Interested bidders may kindly visit wbtenders website for more details.

Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchayat
Jalangi, Murshidabad

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2006/25-26 Dated 17.12.2025	Repairing of Bituminous Road (marked as (Sl.5/301) From Amal Das's House to Suddhirtha Biswas's House at Booth-301 UNDER WARD-27 OF RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.2,85,658.00

Bid Submission end date: **13.01.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এইচডব্লিউডব্লিউপিপি)-এইচএমসি, হাওড়া পৌর নিগমের পদ্মপুকুর, হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস -এ ৪ (চার) টি কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং সাম্প্রতিকতম জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (চলতি তিনমাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার দাখিলের(অনলাইন) শুরুর তারিখ : ০৩.১২.২০২৫ সন্ধে ৬ টা থেকে
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ০৬.০১.২০২৬ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত।
এনআইটি নং HMC/HWW/P-06/2025-26 তারিখ : ০৩.১২.২০২৫ অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
২৩৮(৩)/২৫-২৬ সেক্রেটারি
১৭.১২.২৫ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of Drain cover R.C.C slab in Ward No. - 08 within Bongaon Municipality under the scheme of “AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)”.

Tender reference:
WBMAD/NIeT/243/BM/2025-26/APAS
Date: 17.12.2025
Tender ID: 2025_MAD_5003313_1.

Bid Submission Start date- **17.12.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **23.12.2025 at 14:00.** 2. End date- **27.12.2025 at 18:55.** 3. Bid opening date- **29.12.2025 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman/ Executive Officer**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of Sinking of drinking water Tubee well in Ward No. - 17 within Bongaon Municipality under the scheme of “AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)”.

Tender reference:
WBMAD/NIeT/242/BM/2025-26/APAS
Date: 17.12.2025
Tender ID: 2025_MAD_5003279_1.

Bid Submission Start date- **17.12.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **23.12.2025 at 14:00.** 2. End date- **27.12.2025 at 18:55.** 3. Bid opening date- **29.12.2025 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman/ Executive Officer**
Bongaon Municipality.

OFFICE OF THE
AMLAI GRAM PANCHAYAT
BHARATPUR-I DEV. BLOCK
MURSHIDABAD

N.I.e.T NO:-14/AMLAI G.P/2025-26, Dated:-15/12/2025. Date of Publication of **E-NIT:- 18/12/2025 (FROM 11.00 a.m.)** Document download start Date & Time:- 18/12/2025 (FROM 11.00 a.m.) Document download end Date & Time:- 27/12/2025 (2.00 p.m.). Bid submission start Date & Time:- 18/12/2025 (FROM 11.00 a.m.). Last date & time of online submission of Technical Bid and Financial Bid.:- 27/12/2025 (2.00 p.m.) Date & Time of opening of Technical Bid in the Office of the Prodhan Amlai Gram Panchayat:- **29/12/2025 (2.00 p.m.)**

Details see:- https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app

Sd/- Prodhan
Amlai Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **[সিনিয়ার ডিইএন/৪/হাওড়া]। ই-টেন্ডার নং ঃ ২২৭_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ১৫.১২.২০২৫। কাজের বিবরণঃ** এইএন/রামপুরহাট-এর অধীনে পিডব্লুআই/পাকুড়-এর অধীনে ২ বছর সময়কালের জন্য পাকুড় খাদানের পুনরুজ্জীবন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৪,৮১,৫৫,৫৫৩.১৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৩,৯০,৮০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ২৪ (চব্বিশ) মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.০১.২০২৬ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এর জন্য বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর)-কে ইএমডি হিসাবে গ্রাহ্য করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-463/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

EGRA MUNICIPALITY
Egra, Purba Medinipur

E- TENDER NOTICE

E-tender are here by invited by the Chairman, Egra Municipality from the eligible tenderers, Vide NI(e)T-24/APAS/25-26, Date-16/12/2025 (Tender ID No. 2025_MAD_5001034_1 to 103). Others details can be seen from the https//wbtenders.gov.in & Notice Board of the undersigned or website www.egramunicipality.org.in,

Sd/- Chairman
Egra Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 417 to 429 /2025-2026, Dated- 16-12-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer/ General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil and Electrical works at Hooghly, Nadia, North 24 Parganas, Japaiguri, South 24 Parganas and Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **17-12-2025 after 06.00 pm.** Bid submission end date- **12-01-2026 upto 04.00 pm.**

Date: 17.12.2025 **Sd/- Executive Engineer/ General Manager**

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Construction of Drain from Shyamal Singha House to Bekari Paswan House and Repairing of Drain from Pran Prakash to Mahesh Show's House at Ward No.- 30.
e-Tender No. : WBDMC/W/189(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002938_1 • Estimated Amount : 1,03,493.00/-

2) Name of the Work: Repairing of Bituminous Road from Monotosh Pathak to Yogesawar House and Bittu Singh to Tapash Rakshit House at Ward No.- 30.
e-Tender No. : WBDMC/W/189(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002938_2 • Estimated Amount : 6,50,022.00/-

3) Name of the Work: Improvement of illumination with LED Street Light infront of Durga Mandir under Ward No.- 30 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/189(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002938_3 • Estimated Amount : 78,580.00/-

Last Date : 27th December 2025, up to 04:55 pm

4) Name of the Work: Construction of Drain at Simul Tala Mandir, Booth No.- 211, Ward No.- 31, under DMC Area.
e-Tender No. : WBDMC/W/103(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002911_1 • Estimated Amount : 1,69,145.00/-

5) Name of the Work: Renovation & Repairing of Community Toilet at Bhabani Pally, Adibashi Para & Bihari Para at Booth- 211, Ward No.- 31, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/103(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002911_2 • Estimated Amount : 3,43,532.00/-

6) Name of the Work: Laying of HDPE Pipeline for Water Connection at Bhabani Pally Biaharipara, AC277, Booth No.- 211, Ward- 31, Borough- 04.
e-Tender No. : WBDMC/W/103(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002911_3 • Estimated Amount : 3,42,362.00/-

Last Date : 26th December 2025, up to 04:55 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : tenders.wb.gov.in **Durgapur Municipal Corporation**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

কখনও ভক্তির ঢেউ, কখনও ট্রোলের ঝড়!

খেলোয়াড় জীবনে কতটা প্রভাব ফেলে আজকের সোশ্যাল মিডিয়া?

বিট্টু দত্ত

একসময় খেলোয়াড়দের খবর জানতে হলে ভরসা ছিল খবরের কাগজ, রেডিও বা টেলিভিশন। ম্যাচ শেষ হলে পরের দিন কাগজে পড়া যেত বিশ্লেষণ, আর খেলোয়াড়দের মুখের কথা শোনা যেত সাংবাদিক সম্মেলনে। কিন্তু সময় বদলেছে। আজকের দিনে খেলাধুলোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে সোশ্যাল মিডিয়া। টুইটার (এক্স), ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক; এই প্ল্যাটফর্মগুলো খেলোয়াড় ও ভক্তদের সম্পর্ককে সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া খেলোয়াড়দের কাছে শুধু বিনোদনের জায়গা নয়, এটি এখন তাঁদের নিজস্ব মঞ্চ। টুইটারে একটি পোস্ট বা ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে যায় কোটি কোটি মানুষের কাছে। মাঠের বাইরেও খেলোয়াড়রা নিজেদের ভাবনা, অনুভূতি ও ব্যক্তিগত জীবনের ঝলক তুলে ধরতে পারেন এই মাধ্যমের সাহায্যে। বিরাট কোহলি, লিওনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো বা লেব্রন জেমস; এই তারকারা শুধু মাঠে নয়, সোশ্যাল মিডিয়াতেও সুপারস্টার। একটি সাধারণ পোস্টেই তাঁরা তৈরি করে ফেলতে পারেন আলোচনার ঝড়। ম্যাচের আগে অনুপ্রেরণামূলক বার্তা, জয়ের পর উদযাপনের ছবি, কিংবা হারের পর হতাশার কথা; সবই সরাসরি পৌঁছে যায় ভক্তদের কাছে।

এক্স এখন খেলোয়াড়দের জন্য মতপ্রকাশের সবচেয়ে দ্রুত মাধ্যম। এখানে ছোট কথায় বড় বার্তা দেওয়া যায়। অনেক খেলোয়াড় গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের পর নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে কথা বলেন, দলের সমালোচনার জবাব দেন বা ভক্তদের ধন্যবাদ জানান। কখনও কখনও আবার তা বিতর্কের জন্মও দেয়। একটি ভুল শব্দ বা আবেগী মন্তব্য বড় বিতর্ক তৈরি করতে পারে। তবু এই প্ল্যাটফর্ম খেলোয়াড়দের সাহস দিয়েছে নিজের মত প্রকাশ করতে। আগে যেখানে সব কথা সাংবাদিকদের মাধ্যমে আসত, এখন খেলোয়াড়রা নিজেরাই নিজেদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছেন।

ইনস্টাগ্রাম খেলাধুলোর জগতে এক অন্য রকম রঙ এনেছে। এখানে ছবির মাধ্যমে খেলোয়াড়রা তাঁদের জীবনের সুন্দর মুহূর্তগুলো তুলে ধরেন। জিমে অনুশীলনের ছবি, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো, ট্রফি হাতে হাসিমুখ; সবই ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে ভক্তদের কাছে পৌঁছয়। এই প্ল্যাটফর্ম খেলোয়াড়দের মানবিক দিকটাও তুলে ধরে। একজন তারকা খেলোয়াড় যে মাঠের বাইরেও একজন সাধারণ মানুষ, পরিবারপ্রেমী বা বন্ধুবৎসল; এই অনুভূতি ভক্তদের সঙ্গে একটি আবেগের বন্ধন তৈরি করে।

সোশ্যাল মিডিয়ার সবচেয়ে বড় দিক হল তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। ম্যাচ শেষ হওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ভক্তরা তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। জয়ের পর প্রশংসার বন্যা বয়ে যায়, আর হারের পর শুরু হয় সমালোচনা। অনেক সময় এই সমালোচনা গঠনমূলক হয়, আবার অনেক সময় তা হয়ে ওঠে আক্রমণাত্মক। খেলোয়াড়দের ট্রোল করা, ব্যক্তিগত আক্রমণ বা কটূক্তি; এসবও সোশ্যাল মিডিয়ার অন্ধকার দিক। তরুণ খেলোয়াড়দের উপর এর মানসিক প্রভাব পড়তে পারে। তবু এই প্রতিক্রিয়াই প্রমাণ করে খেলাধুলোর প্রতি মানুষের আবেগ কতটা গভীর।

সোশ্যাল মিডিয়া খেলোয়াড়দের জন্য আর্থিক সুযোগও বাড়িয়েছে। ইনস্টাগ্রাম পোস্ট বা টুইট এখন বিজ্ঞাপনের মাধ্যম। বড় বড় ব্র্যান্ড খেলোয়াড়দের দিয়ে পণ্য প্রচার করায়, কারণ তাঁদের পোস্টে পৌঁছে যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ। একজন খেলোয়াড়ের সোশ্যাল মিডিয়া জনপ্রিয়তা এখন তাঁর বাজারমূল্য নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখে। শুধু পারফরম্যান্স নয়, অনলাইন উপস্থিতিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়া স্পোর্টস সাংবাদিকতার চরিত্রও বদলে দিয়েছে। আগে খবর আসত সাংবাদিকদের মাধ্যমে, এখন অনেক খবর সরাসরি খেলোয়াড়ের পোস্ট থেকেই তৈরি হয়। সাংবাদিকরা টুইট বা ইনস্টাগ্রাম পোস্টকে সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। এর ফলে খবর দ্রুত ছড়ায়, কিন্তু ভুল তথ্য ছড়ানোর ঝুঁকিও বাড়ে। তাই সোশ্যাল মিডিয়ার তথ্য যাচাই করা এখন সাংবাদিকদের কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়া খেলাধুলোকে আরও কাছের করে এনেছে। দূরের তারকারা এখন হাতের মুঠোয়। ভক্তরা তাঁদের প্রিয় খেলোয়াড়ের সাফল্য, সংগ্রাম ও ব্যক্তিগত মুহূর্তের সাক্ষী হতে পারেন। এতে খেলাধুলোর প্রতি আগ্রহ ও আবেগ আরও বেড়েছে।অনেক খেলোয়াড় সামাজিক কাজ, দাতব্য উদ্যোগ বা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বার্তা ছড়াতে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করছেন। এতে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

তবে সব কিছুরই দুই দিক আছে। অতিরিক্ত ট্রোলিং, ভুয়ো খবর ও নেতিবাচক মন্তব্য খেলোয়াড়দের মানসিক চাপ বাড়ায়। তাই খেলোয়াড়দের যেমন দায়িত্বশীল ব্যবহার জরুরি, তেমনই ভক্তদেরও সংযমী হওয়া প্রয়োজন। সোশ্যাল মিডিয়া একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এর সঠিক ব্যবহার খেলাধুলোকে আরও সুন্দর করতে পারে, আর ভুল ব্যবহার ক্ষতির কারণও হতে পারে। খেলাধুলো ও সোশ্যাল মিডিয়া আজ একে অপরের পরিপূরক। এক্স ও ইনস্টাগ্রাম খেলোয়াড়দের কণ্ঠস্বর দিয়েছে, ভক্তদের দিয়েছে কাছ থেকে তারকাদের দেখার সুযোগ। এই সম্পর্ক কখনও আবেগের, কখনও বিতর্কের, আবার কখনও অনুপ্রেরণার। ভবিষ্যতে এই সম্পর্ক আরও গভীর হবে। প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলোর ভাষাও বদলাবে। তবে এক জিনিস অপরিবর্তিত থাকবে; খেলার প্রতি মানুষের ভালোবাসা। সোশ্যাল মিডিয়া শুধু সেই ভালোবাসাকে আরও দ্রুত ও প্রকাশ্য করে তুলেছে।

ক্রান্তিকাল পেরিয়ে সাফল্যের গৌড়-দৌড়

নিজস্ব প্রতিবেদনী ২০২৫ সালের মহিলাদের একদিনের বিশ্বকাপে ভারতীয় ক্রিকেট দলের জয় মানে শুধু একটি ট্রফি নয়; এটা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, এক স্বপ্নপূরণ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ফাইনালে ৫২ রানের জয়ে ভারত যখন প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ হাতে তুলে নেয়, তখন গোটা দেশ উচ্ছ্বাসে ভেসে যায়। সেই জয়ের গল্পে এক বিশেষ অধ্যায় লিখে দিলেন মধ্যপ্রদেশের কন্যা, ২২ বছরের অলরাউন্ডার ক্রান্তি গৌড়।

তবে ক্রান্তির জীবনপথ মোটেও মসৃণ ছিল না। ছোট শহরের সাধারণ পরিবারে জন্ম নেওয়া এই মেয়েটির জীবনে ছিল আর্থিক টানাপোড়েন, সামাজিক বাধা আর অনিশ্চয়তা। তাঁর বাবা চাকরি থেকে সাসপেন্ড হয়েছিলেন, ভাইরা দিনমজুরির কাজ করে সংসার চালাতেন। এমনকী, মাকেও সংসার টিকিয়ে রাখতে গহনাও বন্ধক রাখতে হয়েছিল। তবু ক্রান্তি কখনও হার মানেননি। তাঁর হাতে ক্রিকেট ব্যাটই ছিল লড়াইয়ের অস্ত্র।

বিদ্যালয়ের ছোট মাঠ থেকে শুরু করে রাজ্য দলের নেটে কঠোর পরিশ্রম, ক্রান্তি দিনরাত এক করে নিজেকে তৈরি করেছেন। তাঁর বোন রোশনি একবার বলেছিলেন, ‘ক্রান্তি সবসময় বলত; একদিন দেশের জার্সি গায়ে তুলব।’ সেই কথাই সত্যি করেছেন তিনি। শুধু জার্সি পরা নয়, দেশের হয়ে একেবারে বিশ্বকাপ জয়।

চলতি বিশ্বকাপে ক্রান্তির পারফরম্যান্স ছিল নজরকাড়া। টুর্নামেন্টে তিনি মোট ৯ উইকেট শিকার করেছেন। বিশেষ করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে মাত্র ২০ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়ে তিনি ভারতকে জয়ের পথে এগিয়ে দেন। তাঁর নির্ভুল লাইন-লেংথ, বলের গতি পরিবর্তন আর অটুট মনোবল প্রতিপক্ষের ব্যাটারদের নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিল। ফাইনালেও দেখা গিয়েছে তাঁর দৃঢ় উপস্থিতি। ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দুই উইকেট তুলে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং লাইনকে চাপে ফেলে দেন তিনি। ম্যাচ শেষে যখন সতীর্থরা তাঁকে কাঁধে তুলে উদযাপন করছিল, তখন ক্রান্তির চোখে জল আর ঠোঁটে হাসি; দুই-ই ছিল একসঙ্গে। হয়তো মনে পড়ছিল সেই কঠিন দিনগুলোর কথা, যেদিন স্বপ্ন দেখা ছিল বিলাসিতা।

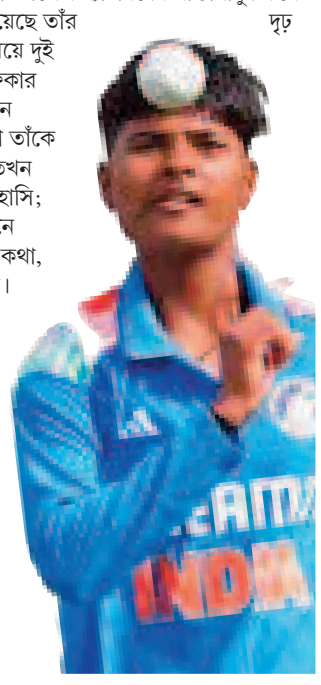

আজ ক্রান্তি শুধু একজন সফল ক্রিকেটার নন, তিনি এক প্রেরণা; যে প্রেরণা জানিয়ে দেয়, প্রতিকূলতা যতই হোক, পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। তাঁর এই সাফল্য দেশের অগণিত মেয়েকে সাহস দেবে ব্যাট হাতে স্বপ্ন দেখতে। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ যে আরও উজ্জ্বল পথে এগোচ্ছে, তার অন্যতম আলোকবর্তিকা ক্রান্তি গৌড়।

হালিশহর থেকে মিনার্ভা বাবার স্বপ্নপূরণে খুদে দীপায়ন

ঋতিকা চক্রবর্তী

‘দঙ্গল’ সিনেমার সেই দৃশ্যটা মনে আছে যেখানে আমির খান অভিনীত মহাবীর সিং ফোগাট প্রথম উপলব্ধি করলেন যে তার স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন গীতা-ববিতা। বাস্তবেও এরূপ স্বপ্ন অনেক বাবা-মায়েরাই দেখেন। তাদের অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণ করবেন ছেলে-মেয়েরা। তেমন স্বপ্ন দেখেই জীবনের পথে এগিয়ে চলেছেন হালিশহরের দীপ রায়। ফুটবলকে কেরিয়ার হিসেবে বেছে নিতে পারেননি দীপ। চোট ও আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে স্বপ্নভঙ্গ হয়।

ফুটবল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই অন্যরকম স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন দীপ রায়। ভগবানের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করেছিলেন, তার যেন পুত্রসন্তান হয়। সেই ছেলেকে দিয়েই নিজের অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণ করে নেবেন তিনি। সাত বছরের ছেলে দীপায়ন রায় বাবার স্বপ্নপূরণের দিকে একধাপ এগিয়েছে। নিজে এক সময় ইউনাইটেড স্পোর্টসের হয়ে ফুটবল খেলতেন দীপ। ছেলে দীপায়ন নিজের প্রতিভার জোরে সুযোগ পেয়েছে দিল্লিতে রঞ্জিত বাজাজের মিনার্ভা অ্যাকাডেমিতে। মিনার্ভা থেকে ফেরার পথেই ‘একদিন’ -কে ফোনে দীপ রায় জানালেন, ক্ষুণ্ণমনে মনে ঠিকই করে নিয়েছিলাম ছেলেকে ফুটবলার বানাতেই হবে। তাই আর অন্য কোনও দিকে তাকায়নি।ক্ষ্ণ

ফেসবুক পোস্টে দীপ রায় লিখেছেন, ক্ষ্ণযেদিন আমার পা থেকে ফুটবল হারিয়ে গিয়েছিল, সেদিন থেকেই আমি নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম। ভগবানের কাছে একটাই প্রার্থনা ছিল;তিনি যেন আমাকে একটা ছেলে দেন। ভগবান আমার মনের সেই কথাটা সেদিনই শুনে রেখেছিলেন। যেদিন জানতে পারলাম আমার ছেলে হয়েছে, সেদিনই শপথ নিয়েছিলাম;আমার ছেলেকে ফুটবলার বানাবো।ক্ষ্ণ

ছেলে দীপায়ন বেবি লিগে খেলে। হালিশহর সহ একাধিক জায়গায় তার বেশ পরিচিতিও রয়েছে। খুদে প্রতিভার কারণে তাকে চিনেছেন অনেকেই। আড়াই-তিন বছর বয়স থেকেই বেবি লিগ খেলা শুরু করে। নবাব ভট্টাচার্যের ইউনাইটেড স্পোর্টস ও হালিশহরের পবনতলা ফুটবল অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করে দীপায়ন। এর মধ্যে হালিশহর পবনতলা অ্যাকাডেমির কোচিংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন তার বাবা দীপ। তিনি জানান, ক্ষ্ণআমি রঞ্জিত বাজাজের একটি ভিডিও দেখি। আট বছরের মধ্যে যদি কোনও ছোট বাচ্চা থাকে তাহলে তাকে মিনার্ভা অ্যাকাডেমিতে ডাকা হবে।

আমি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ছেলের সমস্ত ভিডিও রঞ্জিত বাজাজের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম। আমি আমার সমস্ত কাজ ছেড়ে শুধুমাত্র ছেলেকেই সময় দিয়েছি।ক্ষ্ণ

এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি দীপায়নকে। খুদের ভিডিও দেখে তাকে ট্রায়ালের জন্য ডেকে পাঠায় মিনার্ভা অ্যাকাডেমির প্রধান রঞ্জিত বাজাজ। তাকে ট্রায়ালের জন্য ডেকে পাঠান অ্যাকাডেমিতে। তৎক্ষনাৎ টিকিট কেটে দিল্লি যাত্রা করাতেও আর্থিক সমস্যায় পড়ে দীপ। কোনওরকমে ব্যবস্থা করেই তিনি ছেলেকে নিয়ে পৌঁছে যান মিনার্ভাতে। সেই অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়ে দীপ বলেন, ক্ষ্ণদু-একজন ভালো মানুষ পিছনে ছিল বলে আমি মিনার্ভাতে পৌঁছতে পেরেছি। তারপর ট্রায়ালে গিয়ে ছেলে ওর যোগ্যতা অনুযায়ী পারফর্ম করেছে। মিনার্ভা অ্যাকাডেমিতে ওকে নির্বাচন করেছে। সবচেয়ে কনিষ্ঠ সদস্য হবে এই অ্যাকাডেমির।ক্ষ্ণ আপাতত কলকাতায় ফিরে বাবার কাছেই অনুশীলন করবে দীপায়ন। এপ্রিল থেকে মিনার্ভা অ্যাকাডেমিতে মরশুম শুরু হবে, তখনই সেখানে যোগদান করবে।